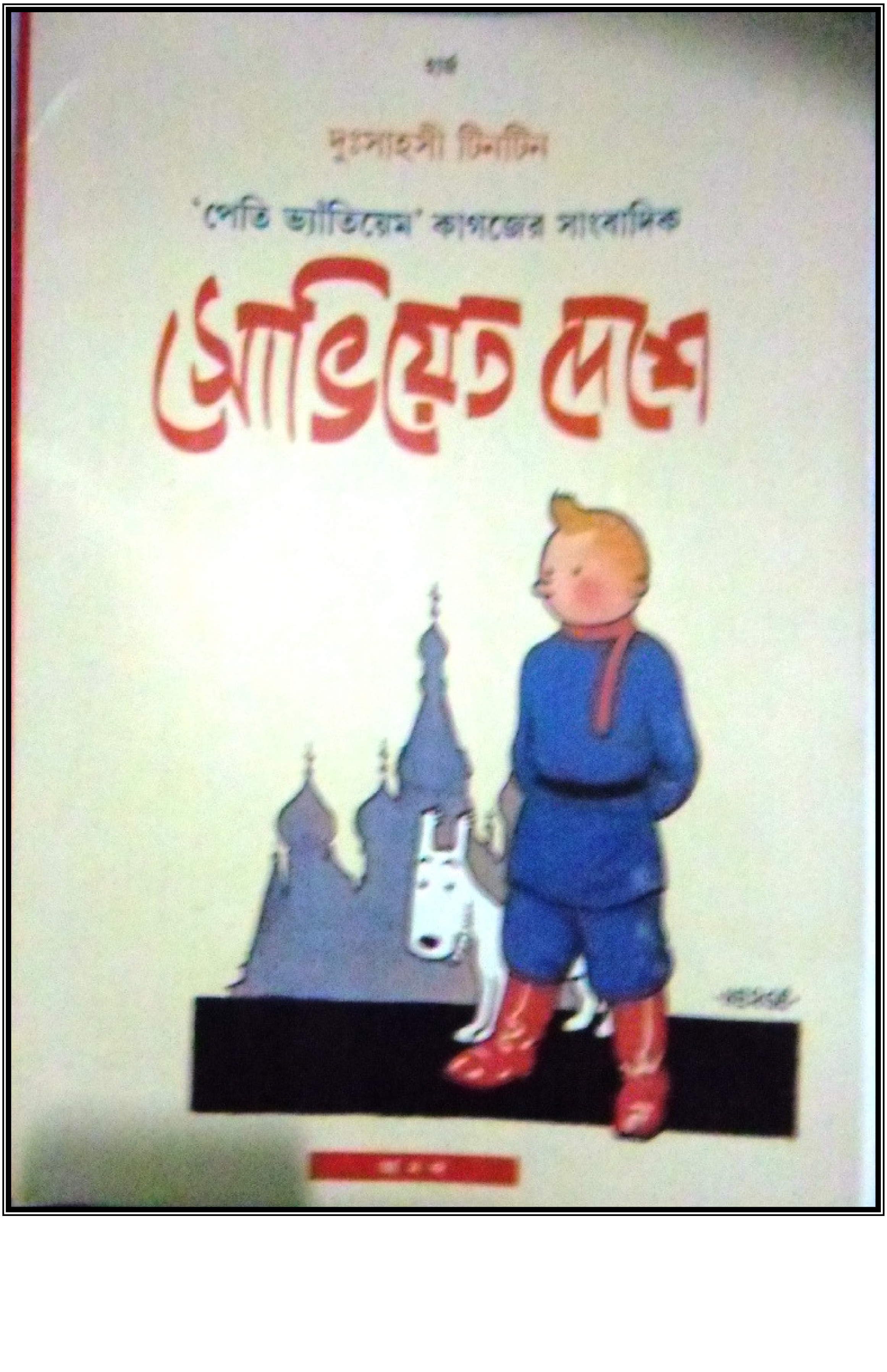
দুঃসাহসী টিনটিন
'পেতি ভ্যাতিয়েম' কাগজের সাংবাদিক
সোভিয়েত দেশে

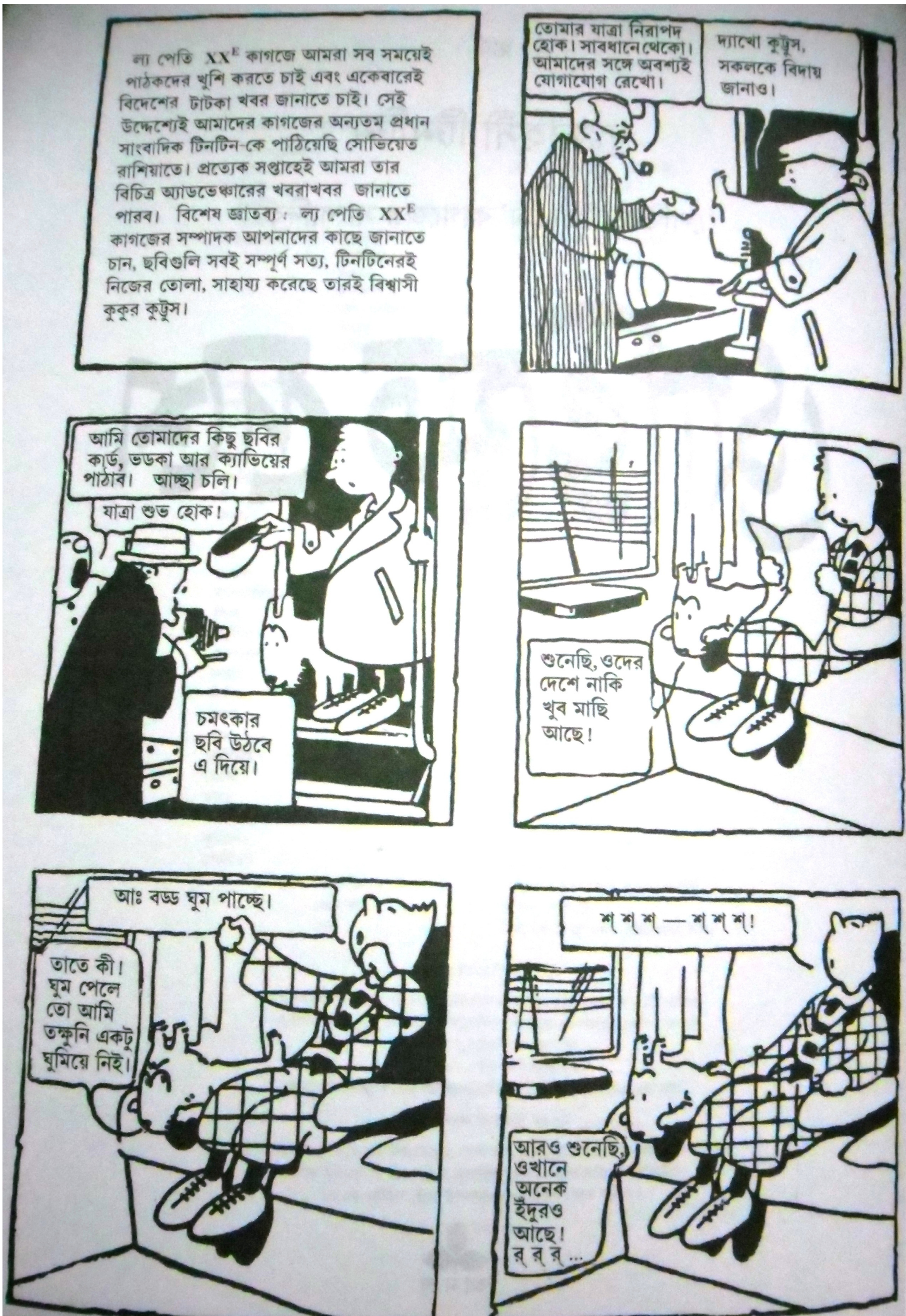

ল্য পেতি XXᴱ কাগজে আমরা সব সময়েই পাঠকদের খুশি করতে চাই এবং একেবারেই বিদেশের টাটকা খবর জানাতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের কাগজের অন্যতম প্রধান সাংবাদিক টিনটিন-কে পাঠিয়েছি সোভিয়েত রাশিয়াতে। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমরা তার বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের খবরাখবর জানাতে পারব। বিশেষ জ্ঞাতব্য : ল্য পেতি XXᴱ কাগজের সম্পাদক আপনাদের কাছে জানাতে চান, ছবিগুলি সবই সম্পূর্ণ সত্য, টিনটিনেরই নিজের তোলা, সাহায্য করেছে তারই বিশ্বাসী কুকুর কুট্টুস।
তোমার যাত্রা নিরাপদ হোক। সাবধানে থেকো। আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রেখো।
দ্যাখো কুট্টুস, সকলকে বিদায় জানাও।
আমি তোমাদের কিছু ছবির কার্ড, ভডকা আর ক্যাভিয়ের পাঠাব। আচ্ছা চলি।
যাত্রা শুভ হোক!
চমৎকার ছবি উঠবে এ দিয়ে।
শুনেছি, ওদের দেশে নাকি খুব মাছি আছে!
আঃ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।
তাতে কী! ঘুম পেলে তো আমি তক্ষুনি একটু ঘুমিয়ে নিই।
শ্ শ্ শ্ — শ্ শ্ শ্!
আরও শুনেছি, ওখানে অনেক ইঁদুরও আছে! র্ র্ র্ ...

মনে হচ্ছে ওই হতচ্ছাড়া খুদে বুর্জোয়াটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এখুনি কাজ শুরু করতে হয়। ওকে কিছুতেই রাশিয়ায় পৌঁছতে দেওয়া হবে না। যা যা ঘটছে সব খবরই পাঠাতে শুরু করবে!
চিরকালের মতো না হলেও এখানেই ওকে অনেকক্ষণ আটকে রাখতে হবে।
কৌতূহলের জন্যে অন্তত এইটেই প্রতিকারের সবচেয়ে ভাল উপায়!
আর এক মিনিট আছে। ট্রেনের সামনে নিরাপদে পৌঁছে যাব। আমার ছোট্ট বন্ধুরা, ট্রেন থেকে তোমাদের নামাটা নিরাপদ হোক।
বশ্‌ পশ্‌...!
মস্কো! .... শ্‌ শ্‌ শ্‌ .....।
কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে আমাদের যাত্রাটা খুবই খারাপভাবে শেষ হবে।
বুম!

একটা মজার কিছু নিশ্চয় ঘটেছে।
এত জোর হাওয়া সহ্য করা যাচ্ছে না।
XPRESS INTERNAT
দ্যাখো কুট্টুস! আমরা বার্লিনে এসে গেছি। এখানে ট্রেন বদল করতে হবে।
আশা করি এখন আর আমাদের সিটগুলো কেউ ভেঙেচুরে দেবে না।
তোমাদের সঙ্গে যারা সহযাত্রী ছিল তারা গেল কোথায়? তাদের কী করলে তোমরা?
?
?
ট্রেনের অন্য কামরাগুলো কোথায় গেল? সিটগুলো? অ্যালার্মটাই বা বাজল না কেন?
!
কোনও বাজে কথা নয়! থানায় চলো।
আমার কোনও দোষ নেই। আমায় সার্চ করুন!
থানায় নিয়ে যেতে চাইছে কেন?

থামো।
কী করা হয়? নাম? ঠিকানা?
টিনটিন। রিপোর্টার। ব্রাসেলস্।
কী চ্যাঁচায় রে লোকটা!
তুমি দশটা বগি বেপাত্তা করে দিয়েছ। আর দুশো আঠারোটা লোককে উধাও করার জন্যে দোষী করা হল। কিছু বলার আছে? ঠিক আছে, আট নম্বর সেলে নিয়ে যাও!
আমি কিছুই করিনি।
4
আমি নির্দোষ! আমি লে পেতিত ভিনগতিয়েম কাগজের রিপোর্টার—টিনটিন!
এক্ষুনি ছেড়ে দাও আমাকে!

উঃ এখানে আটকে থাকা যে কী কষ্টের! এখানে একলা আটকে রয়েছি! তবে কিছু ভেবো না, কুট্টুস। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে।
এখানে ওরা না খাইয়ে মারবে।
শ্, শ্, শ্! কেউ যেন আসছে।
ও আঃ!
ও আঃ!
আঃ!
ওঃ!
এই পোশাকে আমাকে সত্যিই মানিয়েছে।
আমাকে হুবহু পুলিশ কুকুর মনে হচ্ছে।

মোটর বাইক! ঠিক এইটেই চাইছিলাম।
আশা করছি এখানে আর দেখা হবে না। মস্কো। এই তো এসে গেলাম।
থামো।
গ্যাস ছেড়ে দাও!
SCHWEIN-STRASSE
ওই মোড়টা চমৎকার পেরিয়ে এসেছি!
বেশ মজা!
লোকটা পাগল!
হায় ভগবান!
?!
HALT
তুমি ঠিক রাস্তায় যাচ্ছ।
ও কি এই রাস্তায় গেছে!
·HERGÉ·

যাচ্ছি ঠিক! কিন্তু বাম্পগুলো খেয়াল কোরো।
টিনটিন! বেশি জোরে চালিও না।
কী হল!
সর্ষে ফুল? না অন্য কিছু?
কোথায় আছি!
আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে! ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে অবশ্যই।
এই এক লোক বটে! সবসময়ে মনে-মনে ফন্দি আঁটছে।
ওই তো লোকটা! মনে হয় আহত হয়েছে।

ও-আউ
মনে হচ্ছে লোকটা মরে গেছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ! লোকটা বেশিদূর যেতে পারেনি।
বেচারারা! খুব বুদ্ধি ধরে না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।
এই ব্যাপার! আগের মতোই আরামে চলছি। এখন মজা চলুক।
সব ঠিক হ্যায়।

হাঃ হাঃ!
?
!
একটা পুলিশের প্লেন।
আরও জোরে চালাও, টিনটিন।
কুট্টুস! ওটা বোমা!
বুম

আশা রাখতে হবে!
বাঁচাও! বাঁচাও!
বোমা ফেলল বলে।
টুট টুট
ACHTUNG
তাক করতে পারেনি।
ফুঃ! কী ভাগ্য! দ্বিতীয় বোমাটা মাইল খানেক দূরে পড়ল!
প্লেনটা যেখান থেকে উড়েছিল সেখানেই ফিরছে! বেঁচে গেছি! সামনের পথটা শেষ পর্যন্ত নিরাপদ হল।
ধড়াম!
HERGÉ

কুট্টুস! কুট্টুস!
কোথায় গেলি?
কোথায় ছিলাম
আহা,
কুট্টুস।
এই তো! কিন্তু এ কী
অবস্থা তোর?
এত প্রচণ্ড গরমে
তো মারা পড়ব!
পেটের দায়ে
এ কী করছি!
এখন যে-কোন
মুহূর্তে মারা যা

বৃষ্টিতে কুট্টুসের আগেকার রং আবার ফিরে এসেছে।
যাক। একটু ভাল লাগছে!
ওহে, আমরা স্টলবট্‌জি-তে এসে গেছি। এখানেই সীমান্ত!
СТОЛБЦЫ
আসুন। কমিসার...
আমাকে কমিসারের কী দরকার?
НАРОДНЫЙ КОМИСАР
কাগজপত্র দেখি?
এই নিন। সব গোছানো আছে।
লক্ষ রাখো। এ কিন্তু বিদেশি সাংবাদিক।
ইতিমধ্যেই ওর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছি।
ও অবশ্যই কোনও অজুহাতে উধাও হয়ে যাবে।
এর চেয়ে সহজ আর কিছু নেই।
HERGÉ

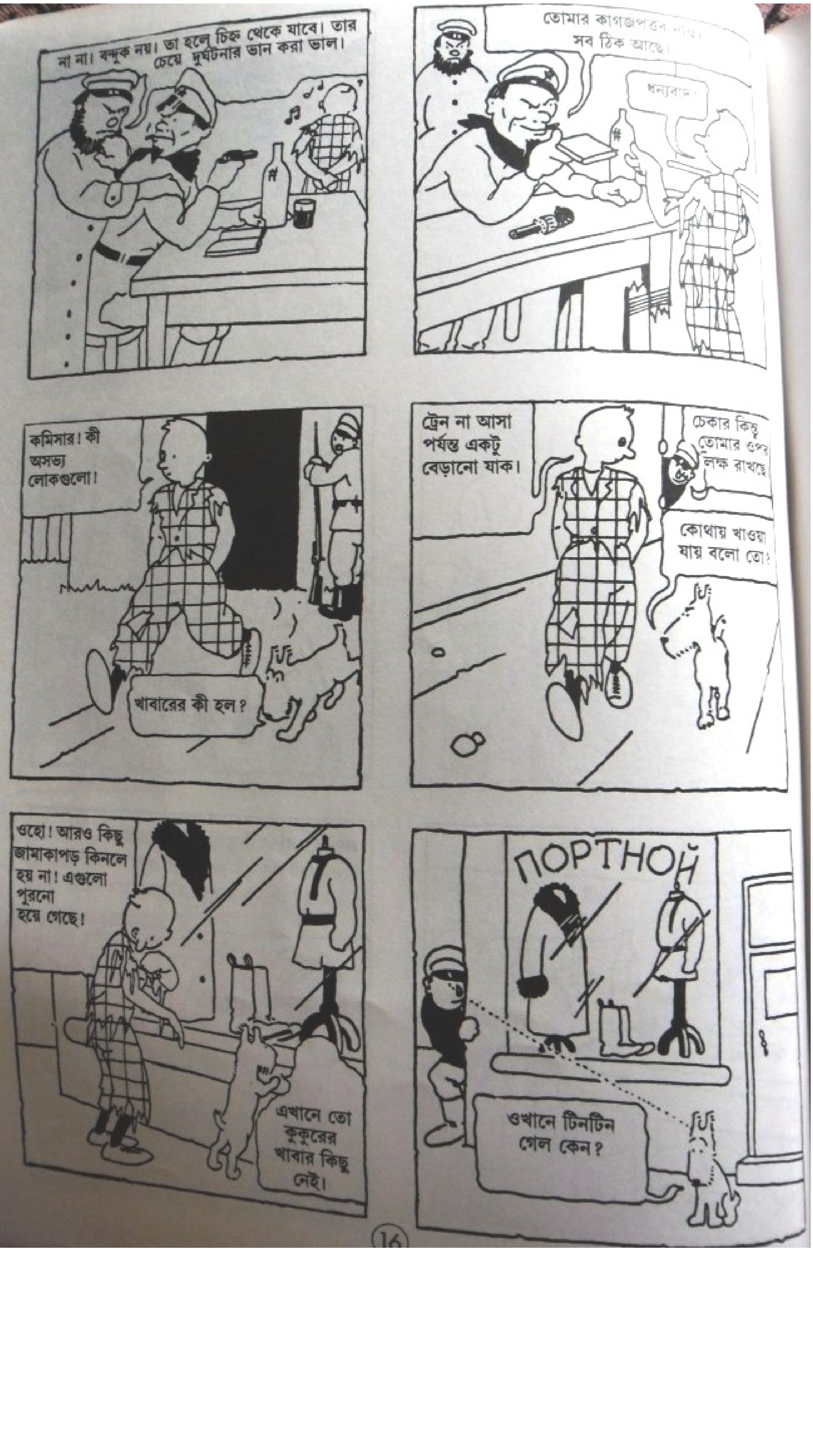
না না। বন্দুক নয়। তা হলে চিহ্ন থেকে যাবে। তার চেয়ে দুর্ঘটনার ভান করা ভাল।
তোমার কাগজপত্র
সব ঠিক আছে।
ধন্যবাদ।
কমিসার! কী অসভ্য লোকগুলো!
খাবারের কী হল?
ট্রেন না আসা পর্যন্ত একটু বেড়ানো যাক।
চেকার কিন্তু তোমার ওপর লক্ষ রাখছে
কোথায় খাওয়া যায় বলো তো?
ওহো! আরও কিছু জামাকাপড় কিনলে হয় না! এগুলো পুরনো হয়ে গেছে!
এখানে তো কুকুরের খাবার কিছু নেই।
ПОРТНОЙ
ওখানে টিনটিন গেল কেন?

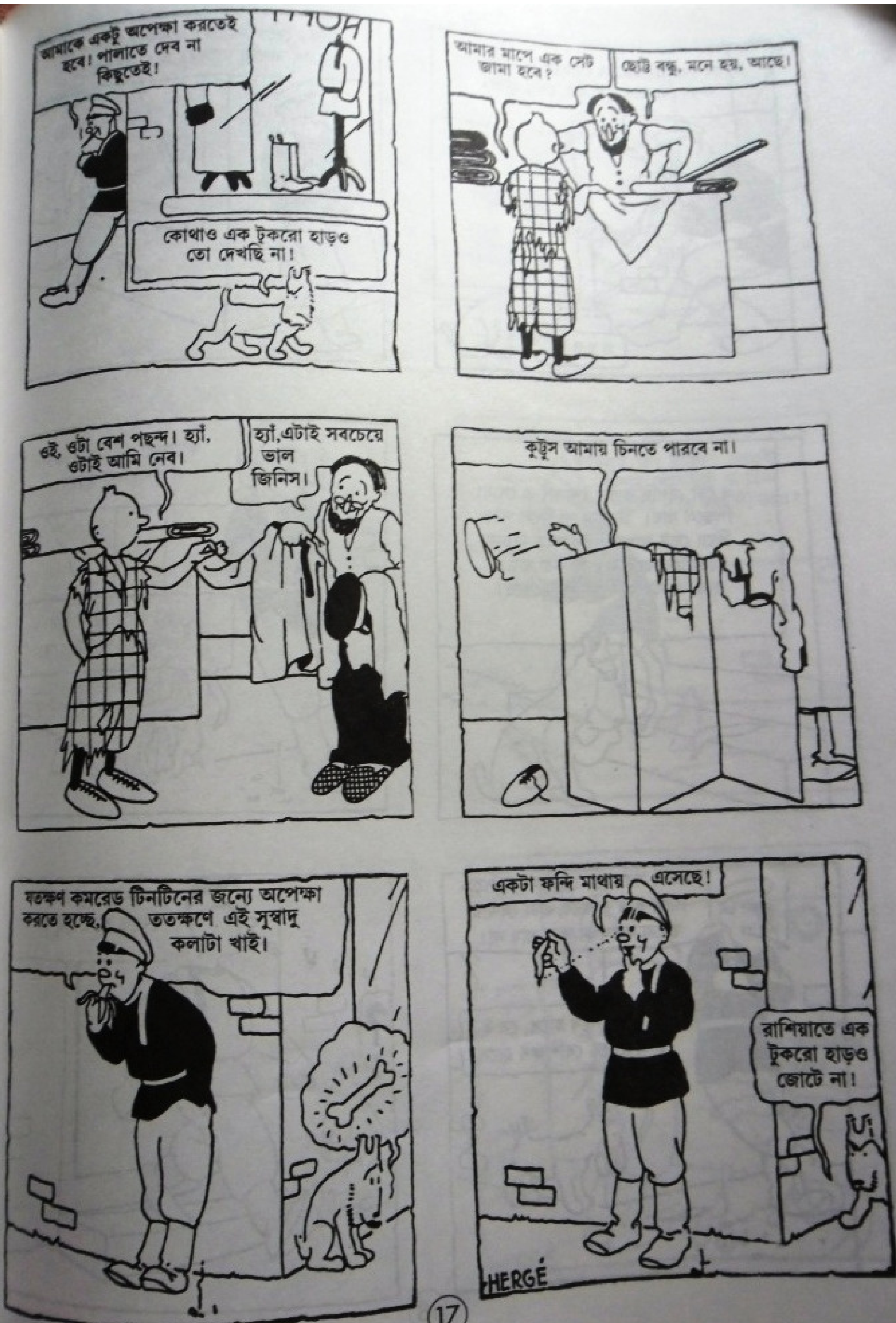
আমাকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে! পালাতে দেব না কিছুতেই!
কোথাও এক টুকরো হাড়ও তো দেখছি না!
আমার মাপে এক সেট জামা হবে?
ছোট্ট বন্ধু, মনে হয়, আছে।
ওই, ওটা বেশ পছন্দ। হ্যাঁ, ওটাই আমি নেব।
হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে ভাল জিনিস।
কুট্টুস আমায় চিনতে পারবে না।
যতক্ষণ কমরেড টিনটিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, ততক্ষণে এই সুস্বাদু কলাটা খাই।
একটা ফন্দি মাথায় এসেছে!
রাশিয়াতে এক টুকরো হাড়ও জোটে না!
HERGÉ

কলার খোসাটা দরজার গোড়ায় রেখে দেব...ও যখন বেরোবে...চুপ কর, নেড়ি কুত্তা!
গর্র্র্
যাক। রেখে দিয়েছি! একেবারে নিশ্চিত যে ওর মাথাটা ফাটবে। আর তারপর...।
এটা কী
?
এ তো দেখছি কলার খোসা। এ খোসা পিছলে যায়। টিনটিন পা দিলে পড়ে গিয়ে চোট লাগবে! ওর পড়ে যাওয়া তো ঠিক হবে না। কী করা যায়! হুরে, একটা ফন্দি মাথায় এসেছে।
কাস্তে-হাতুড়িমার্কা একটা সম্মানফলক জুটবে।
ওইখানে রেখে দিই! জায়গাটা ভালই হবে!
একটা সবজান্তা ছেলেমানুষ পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙবে, এটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না!
যে শেষে হাসে, সে-ই সবচেয়ে বেশিক্ষণ হাসে!
এখনই কিছু একটা খেতে হবে, কুট্টুস!
?

ব্যাপারটা তো মজার! আশ্চর্যের কথাও বটে। লোকটা পিছলে পড়ল না! কলার খোসাটাও উধাও। লোকটার পিছু ধাওয়া করতে হবে তো!
ওরে বাবা রে!
?
দুম করে পড়ে গেলুম বলে লোকটাকে ধরতে পারলুম না। ট্রটস্কির দোহাই। কলার খোসাটাই বা ঠিক পায়ের নীচে এল কী করে?
চলো, এখন ভাল-মন্দ কিছু খেতে হবে।
টিনটিন! আর নয়! জিভে জল এসে যাবে!
ওহো! আমাদের ট্রেন! এখন সোজাসুজি স্টেশনে যেতে হবে।
আমাদের খাওয়াটার কী হল?
HERGÉ

আশা করি ট্রেনটা ছেড়ে যায়নি।
চল কুট্টুস। ট্রেনটা ঠিক ধরতেই হবে।
আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।
যাঃ চলে গেছে! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর ট্রেন নেই।
যাক। অবশেষে খানা-পিনা করার সময়টা তো পাওয়া গেল!
আরে এইটেই আমরা চাইছিলাম।
?
এই ট্রলিটা অনায়াসেই আমাদের ট্রেনটা ধরিয়ে দেবে।
তা হলে আমাদের ডিনারের কী হল?

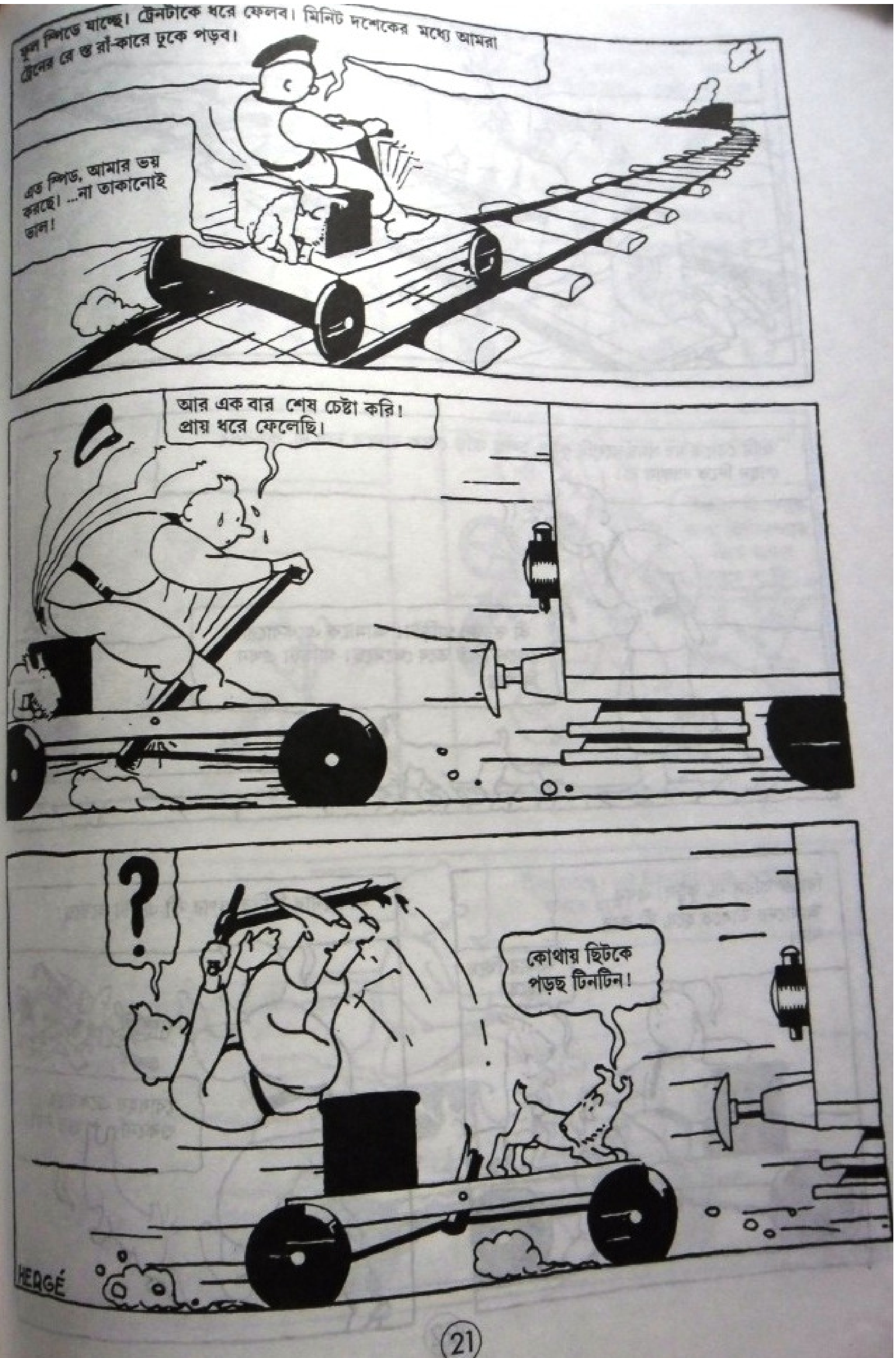
ফুল স্পিডে যাচ্ছে। ট্রেনটাকে ধরে ফেলব। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা ট্রেনের রে স্তরাঁ-কারে ঢুকে পড়ব।
এত স্পিড, আমার ভয় করছে। ...না তাকানোই ভাল!
আর এক বার শেষ চেষ্টা করি! প্রায় ধরে ফেলেছি।
?
কোথায় ছিটকে পড়ছ টিনটিন!
HERGÉ

আমি তোকে সব সময় বলেছি কুট্টুস, চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে যাস না, কখনওই পেছন দিকে লাফাস না!
কী ভয়ঙ্কর গাড়িটা। আমাকে একেবারে ফেলে দিয়ে তবে থেমেছে। গাড়িটা এখন নিশ্চিন্ত।
বিরক্ত করিস না, কুট্টুস্। এখন আমাদের ভাবতে হবে, কী করে যাব।
আমার খিদে পেয়েছে!
আবর্জনার ঢিবির ওপর কী একটা রয়েছে!
বোধহয় একেবারে শুকনো হাড় নয়।

দেখা যাক।
একটা মোটর এঞ্জিন ... ভালই রয়েছে ... কুট্টুস খানিকটা পেট্রোল পেয়েছে ... একটু মজা হবে
উঃ। বিচ্ছিরি গন্ধ!
SHELL
হিপ হিপ হুরে। আমার প্ল্যানের জন্যে যা দরকার সব পেয়ে গেছি।
টিনটিন, ব্যস্ত হয়ে পড়েছ?
SHELL
এখন কাজে লেগে পড়া যাক।
টিনটিন কি শেষে ভাঙা জিনিসপত্তর দিয়ে ব্যবসা করবে না কি!
ঠিক চলছে। এই ডিজাইনটাকে পেটেন্ট করতে হবে।
?
আমাদের টিনটিন বেশ চালাক তো!
SHELL
-HERGÉ-

রাস্তার বাঁকে সাবধানে চালাও।
টেলিগ্রাফ পেয়েছি, একজন সাংবাদিক আসছে। আমাকে বলছে, ট্রলিটাকে বেলাইন করো। যাই, লাইনটাকে সরিয়ে দিই।
আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।
ওই তো আসছে। যাই, লুকিয়ে পড়ি।
কী একঘেয়ে দেশ রে বাবা। যাত্রাটাও খুব একঘেয়ে হয়ে উঠছে।

বাঁচাও। ধাক্কার চোটে চোখে দেখতে পাচ্ছি না!
লোকটা কে? মড়ার ভান করাই ভাল।
যাক। বোধ হয় লোকটা মরে গেছে! ...
বাঁচাও!
এ কী করছে?
মৃতদেহটা বাড়ি নিয়ে যাই। স্তলবিত্জি থেকে যে সরকারি অফিসার আসবে তার জন্য অপেক্ষা করাই ভাল।
অবাক কাণ্ড। আমি তো সেরে গেছি!
ওইখানেই তোমার ঠিক জায়গা!
ঘুমের ভান করে থাকাটা সব সময় খুব সহজ নয়!
জানোয়ার কোথাকার!
HERGÉ

এখন তুলবিত্জিতে টেলিফোন করা যাক ...
হ্যাঁ, ফন্দিটায় কাজ হয়েছে। এখানেই আছে ... ভালই আছে, একেবারেই মরে গেছে ...
ও, আমি একেবারেই কি মরে গেছি? ... ঠিক আছে। দেখা যাক কী করা যায়!
টিনটিন, একটা কিছু করো!
এটাকে একটা সত্যিকারের দুর্ঘটনা বলে চালাও। ততক্ষণে আমি লাইনটাকে ঠিক করে দিই।
এই নাও!
দারুণ!
!
?
দ্যাখো, ওর মুখটা দ্যাখো!

লড়াই করবে নাকি?
দাঁড়াও, চালাকি পেয়েছ? আমায় চেনোনি!
চোখ তাক করে মারো!
তোমার কপাল ভাল। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, তার তুলনায় তোমার অল্পই চোট লেগেছে।
কী মারটাই খেল!
HERGÉ

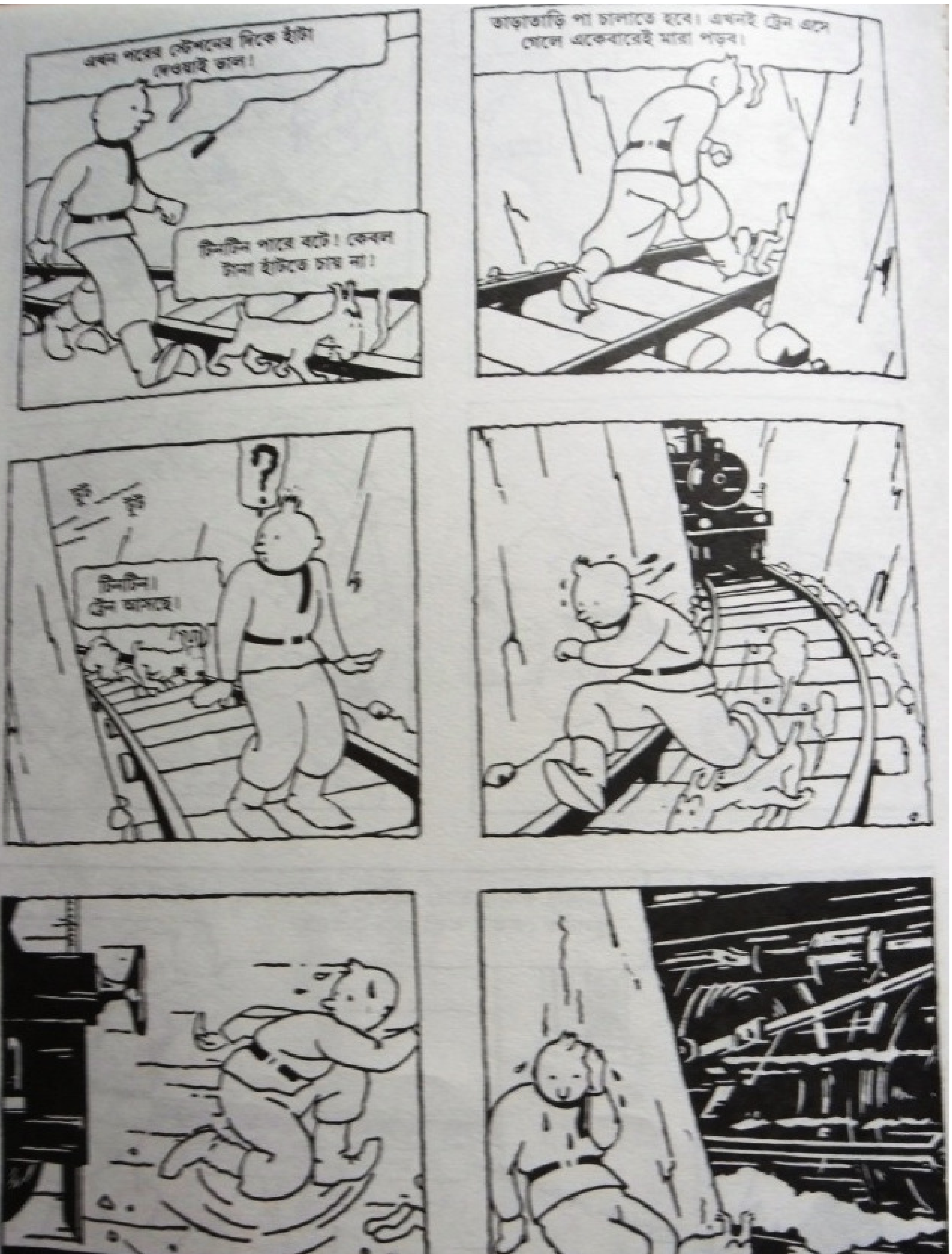
এখন পরের স্টেশনের দিকে হাঁটা দেওয়াই ভাল।
টিনটিন পারে বটে! কেবল টানা হাঁটতে চায় না!
তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে। এখনই ট্রেন এসে গেলে একেবারেই মারা পড়ব।
টুঁ টুঁ
টিনটিন! ট্রেন আসছে!

উঃ, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি!
বাড়িতে থাকলেই ভাল হত!
এতক্ষণে একটা শহর দেখা যাচ্ছে...কিন্তু ওই লোকগুলো কারা?
ওদের দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না।
ইংরেজ কমিউনিস্টদের সামনে বলশেভিজমের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা চলছে...
বুর্জোয়া দেশের যেসব গল্প শোনা যায় এখানে তার ঠিক উলটো। আমাদের কারখানায় পুরোদমে কাজ চলছে।
চমৎকার
খুব ভাল।
ওই কারখানাগুলো একটু বেশি ভাল চলছে বলে মনে হচ্ছে।
?!

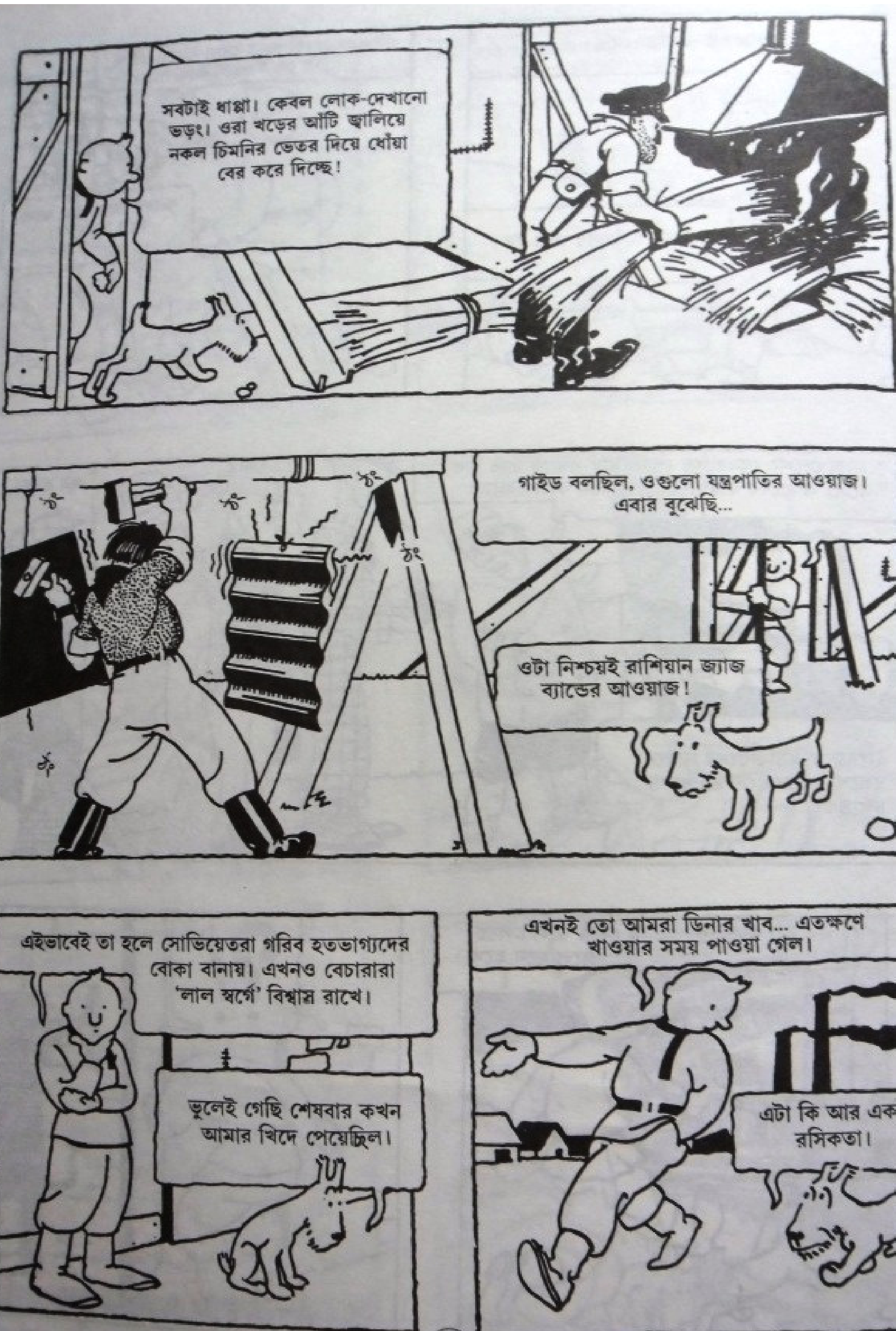
সবটাই ধাপ্পা। কেবল লোক-দেখানো ভড়ং। ওরা খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে নকল চিমনির ভেতর দিয়ে ধোঁয়া বের করে দিচ্ছে!
গাইড বলছিল, ওগুলো যন্ত্রপাতির আওয়াজ। এবার বুঝেছি...
ওটা নিশ্চয়ই রাশিয়ান জ্যাজ ব্যান্ডের আওয়াজ!
এইভাবেই তা হলে সোভিয়েতেরা গরিব হতভাগ্যদের বোকা বানায়। এখনও বেচারারা 'লাল স্বর্গে' বিশ্বাস রাখে।
ভুলেই গেছি শেষবার কখন আমার খিদে পেয়েছিল।
এখনই তো আমরা ডিনার খাব... এতক্ষণে খাওয়ার সময় পাওয়া গেল।
এটা কি আর একটা রসিকতা।

এসো, আমাদের সঙ্গে খাবে এসো। দুঃখিত, আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মতো ভাঙানি নেই।
এক কোপেক দাও ভাই। আমার খিদে পেয়েছে।
ГОСТИННИЦА
এই তো এসে গেছি।
এতক্ষণে একটা হোটেল পাওয়া গেল।
ওসব চিন্তা করতে হবে না...একসঙ্গে ভাল করে খাওয়াদাওয়া করা যাক।
এ কী! আমার হোটেলে ভিখারিদের ঢুকতে দেওয়া হয় না...
মোটেই খারাপ নয়...
এখানে ঠিক করে বসো। ডিনার ঠিক এসে যাবে।
দেখে মনে হচ্ছে আমার চেয়েও লোকটার বেশি খিদে পেয়েছে।
আশা করি লোকটা প্লেটসুদ্ধ গিলে ফেলবে না!
-HERGÉ-

আমার নাম ভ্লিপ্‌ভ্লপ্। আমি জাতে কশাক আতামান, আমাদের গোষ্ঠীর নেতা। সোভিয়েতদের শিকার হয়েছি।
আমি নিশ্চিত, এই লোকটাকে কোথাও দেখেছি...
আহা! জীবনটা বড় মধুর। এত ভাল হাড় জীবনে কখনও খাইনি।
কিন্তু কোথায় দেখেছি লোকটাকে!
সেই পুলিশের এজেন্টটার... গুপ্তচর...স্তলবিত্‌জি-র সেই লোকটা...কলার খোসা ফেলে যে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল।
নিশ্চয় লোকটা আবার কোনও নোংরা ফন্দি আঁটছে...টিনটিনকে সাবধান করতে হবে... কিন্তু কীভাবে?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওইটেই সবচেয়ে ভাল মতলব।
মনে হচ্ছে গণ্ডগোল হবে।
তোমাকে বোঝাতে পারব না, পুলিশের হাতে দিনের পর দিন কী কষ্টই না পেয়েছি।
মিথ্যেবাদী বদমাশ!
এইবার, বিশ্বাসঘাতক! তোমার মুখোশ খুলেছি।
?
এই ছোট্ট রসিকতাটি করার কী মানে?
মানে তুমি ও জি পি ইউ-কে অপমান করেছ। এখন তোমায় বন্দি করলুম।
তাই নাকি?

এই চমৎকার বাঁধাকপির সুপটা আর একটু খাবে না?
দুম...
খাও খাও, আমাকে খুশি করার জন্য অন্তত আর একটু খাও।
গুণ্ডা! বিশ্বাসঘাতক!
দুম...
উআ
ওফ

পরেরবার আরও একটু আগে পালাবার চেষ্টা কোরো।
ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু দিলুম। আজ রাতের জন্য একটা ঘর রেখে দিও।
চল কুট্টুস, শহরটা একটু ঘুরে আসি।
দ্যাখ, একটা মিটিং হচ্ছে।
সোভিয়েতদের নির্বাচন! দেখি, কীভাবে হয়।
কমরেড্‌স...
-HERGÉ-

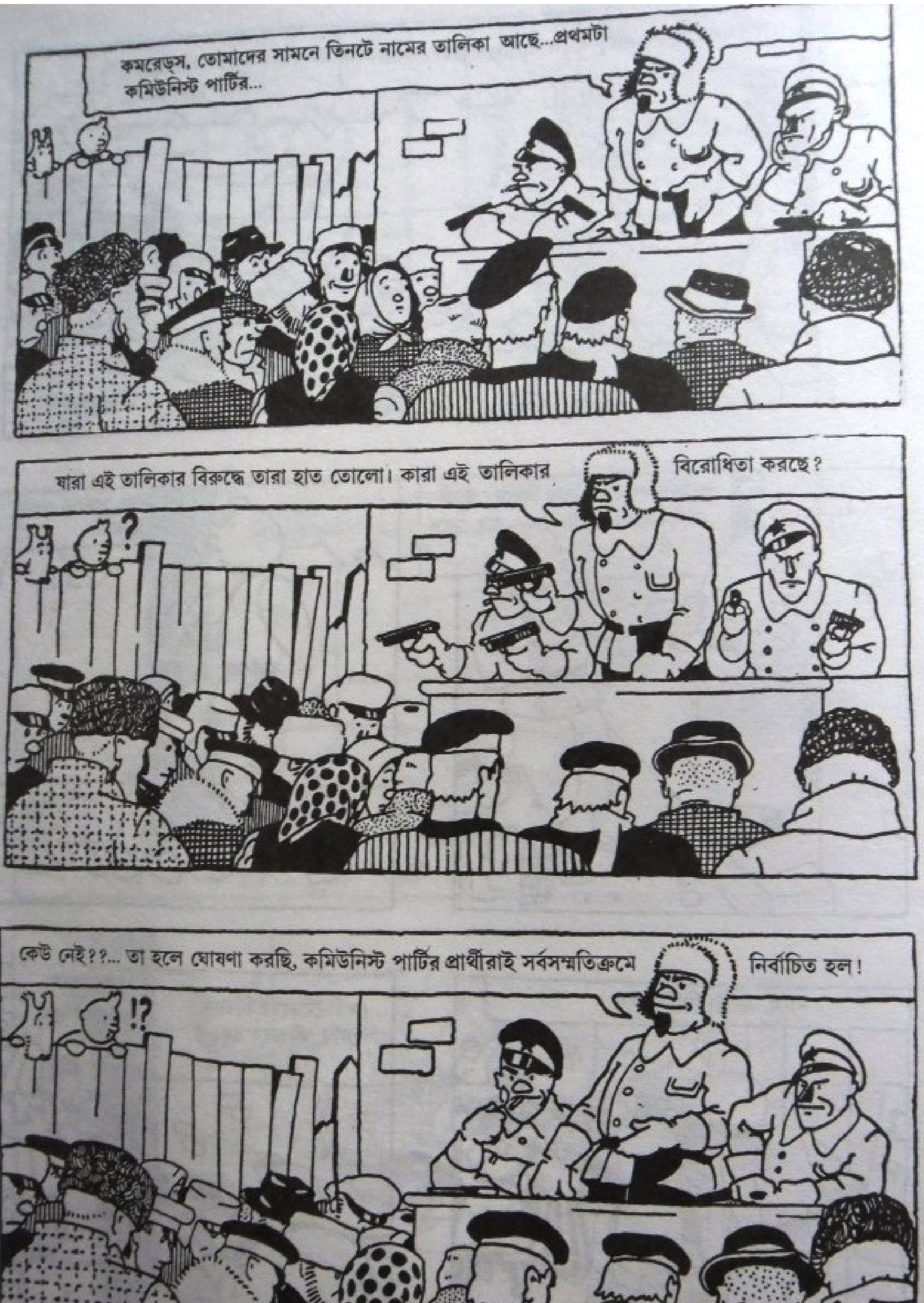
কমরেড্স, তোমাদের সামনে তিনটে নামের তালিকা আছে...প্রথমটা কমিউনিস্ট পার্টির...
যারা এই তালিকার বিরুদ্ধে তারা হাত তোলো। কারা এই তালিকার বিরোধিতা করছে?
?
কেউ নেই??... তা হলে ঘোষণা করছি, কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরাই সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হল!
!?

?
কী বলছেন?
এখানে কেন???
কী ব্যাপার!
কী করেছ এইবার টের পাবে।
এসব হচ্ছেটা কী?
তুমি গুপ্তচর!
একটু অপেক্ষা করো...
তা হলেই বুঝবে
টিনটিনকে ভয় দেখানোর
ফলটা কী?
লোকটা খুব খুশি
হয়নি মনে হচ্ছে।
ওঃ উঃ আঃ!
বাবা রে, মা রে,
গেলুম রে...!
HERGE

আমরা রেস্তরাঁতে ফিরে যাব! কাগজের জন্য রিপোর্টটা লিখে ফেলতে হবে।
ঘরটা কী চমৎকার!
একটা ভাল লেখা তৈরি করতে হবে।
যা লিখেছি, যথেষ্ট হয়েছে কিনা কে জানে!

যাক, শেষ হল। কিন্তু লেখাটা অফিসে পাঠাব কী করে?
আচ্ছা। ঠিক আছে ; কাল ভাবা যাবে। এখন ঘুমিয়ে পড়ি।
এই জামা কাপড়েই শুয়ে পড়ি। এইটেই নিরাপদ।
শ শ শ শ
শ শ শ শ
zzz....
zzz.....
zzz.....
আস্তে, ঘুম ভেঙে যাবে।

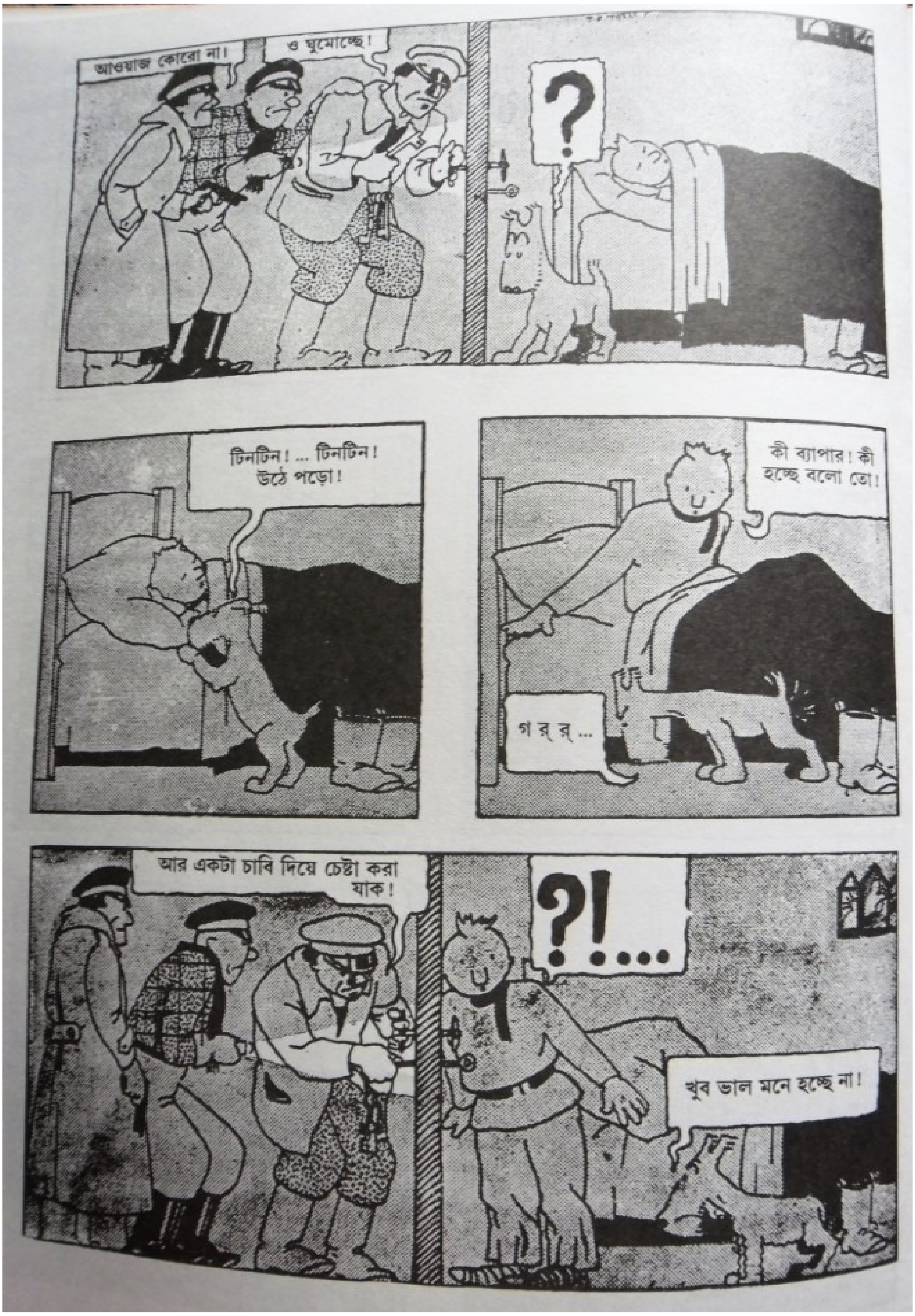
আওয়াজ কোরো না।
ও ঘুমোচ্ছে!
?
টিনটিন! ... টিনটিন! উঠে পড়ো!
কী ব্যাপার! কী হচ্ছে বলো তো!
গর্‌র্‌...
আর একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করা যাক!
?!...
খুব ভাল মনে হচ্ছে না!

আচ্ছা করে পেটানো দরকার। চাবিটা ও দরজাতেই ঝুলিয়ে রেখেছে!
ওরা লক্ষ করেনি, আমার চাবিটা এখনও তালাতেই ঝুলছে!
সবচেয়ে ভাল হচ্ছে দরজাটা ভেঙে ফেলা!
ওরা আর তালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে না!
এবার আর পালাতে পারবে না। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।
সেরেছে, ওরা তো দেখছি দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে!
খাটের তলায় কেউ আছে কিনা একবার দেখে নিতে হবে।
HERGE

দোহাই লেনিন,
এবার ভাঙবই!
এইবার পুরোদমে এগিয়ে আসছে।
টিনটিন সাবধান,
ব্যাপারটা মোটেই
ভাল ঠেকছে না!
একমাত্র ইটের দেওয়াল ছাড়া কেউ আমাকে
আটকাতে পারবে না!
এসো, ভেতরে এসো, ভাই!
বাঁচাও! টিনটিন কি বদ্ধ
পাগল হয়ে গেল!
এই তো, বাঃ!
দরজাটা খুলে গেছে।
ভাবতেই পারিনি দরজা থেকে এত দূরে আছি।
?

এইবার ইটের দেওয়াল ওকে সত্যিই আটকে দিয়েছে!
দুম
ভাবতেই পারছি না দেওয়ালে ওর মাথাটা ঢুকে গেল কেন!
হাজার দশেক বেত একসঙ্গে মারলে...খালি হাতেই গলা টিপে দমবন্ধ করে দেব।
টিনটিন, তাড়াতাড়ি করো! আবার দরজার দিকেই দৌড়ে আসছে।
? !!
গর্‌র্‌র্

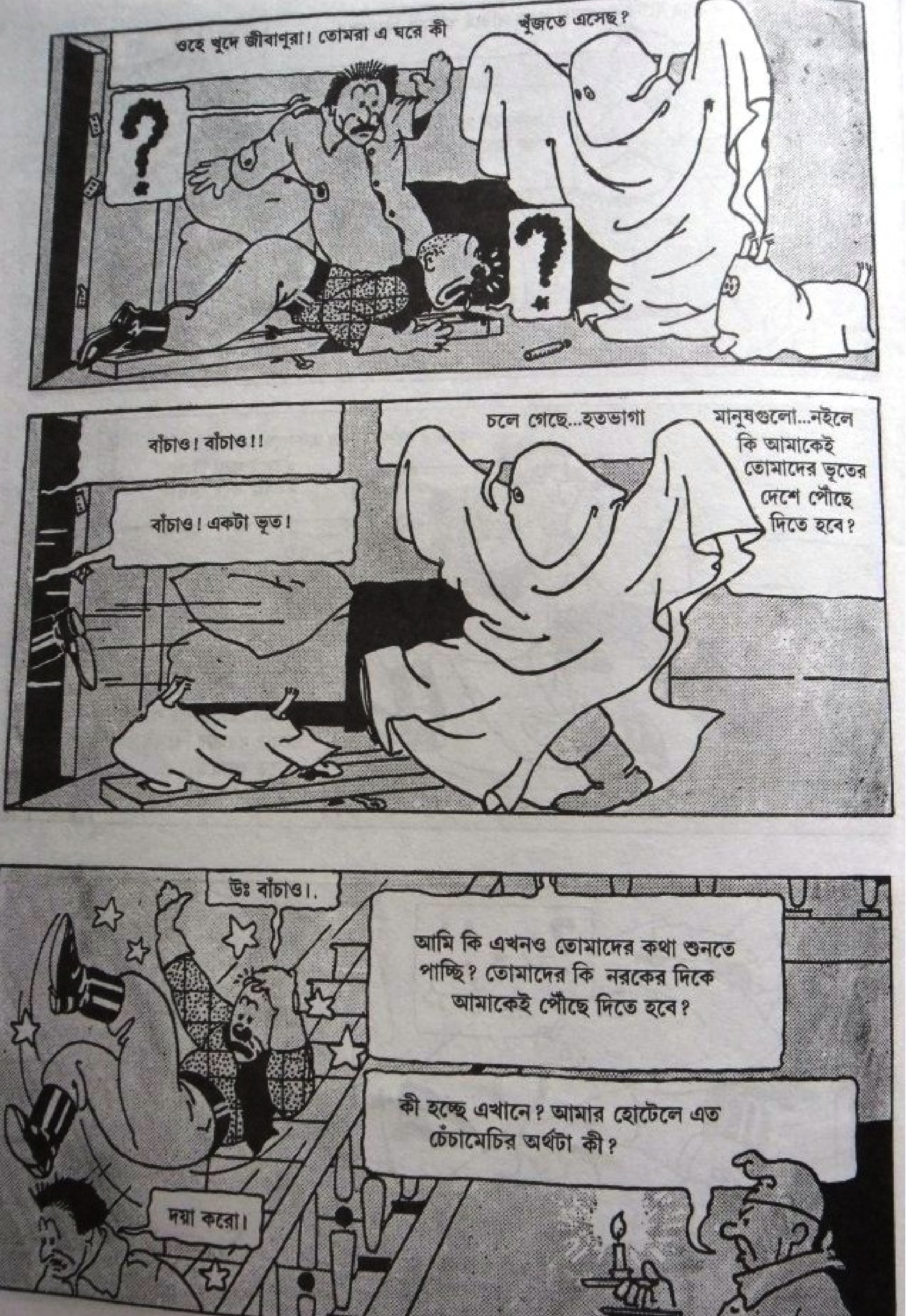

ওহে খুদে জীবাণুরা! তোমরা এ ঘরে কী খুঁজতে এসেছ?
বাঁচাও! বাঁচাও!!
বাঁচাও! একটা ভূত!
চলে গেছে...হতভাগা মানুষগুলো...নইলে কি আমাকেই তোমাদের ভূতের দেশে পৌঁছে দিতে হবে?
উঃ বাঁচাও।.
আমি কি এখনও তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি? তোমাদের কি নরকের দিকে আমাকেই পৌঁছে দিতে হবে?
দয়া করো।
কী হচ্ছে এখানে? আমার হোটেলে এত চেঁচামেচির অর্থটা কী?

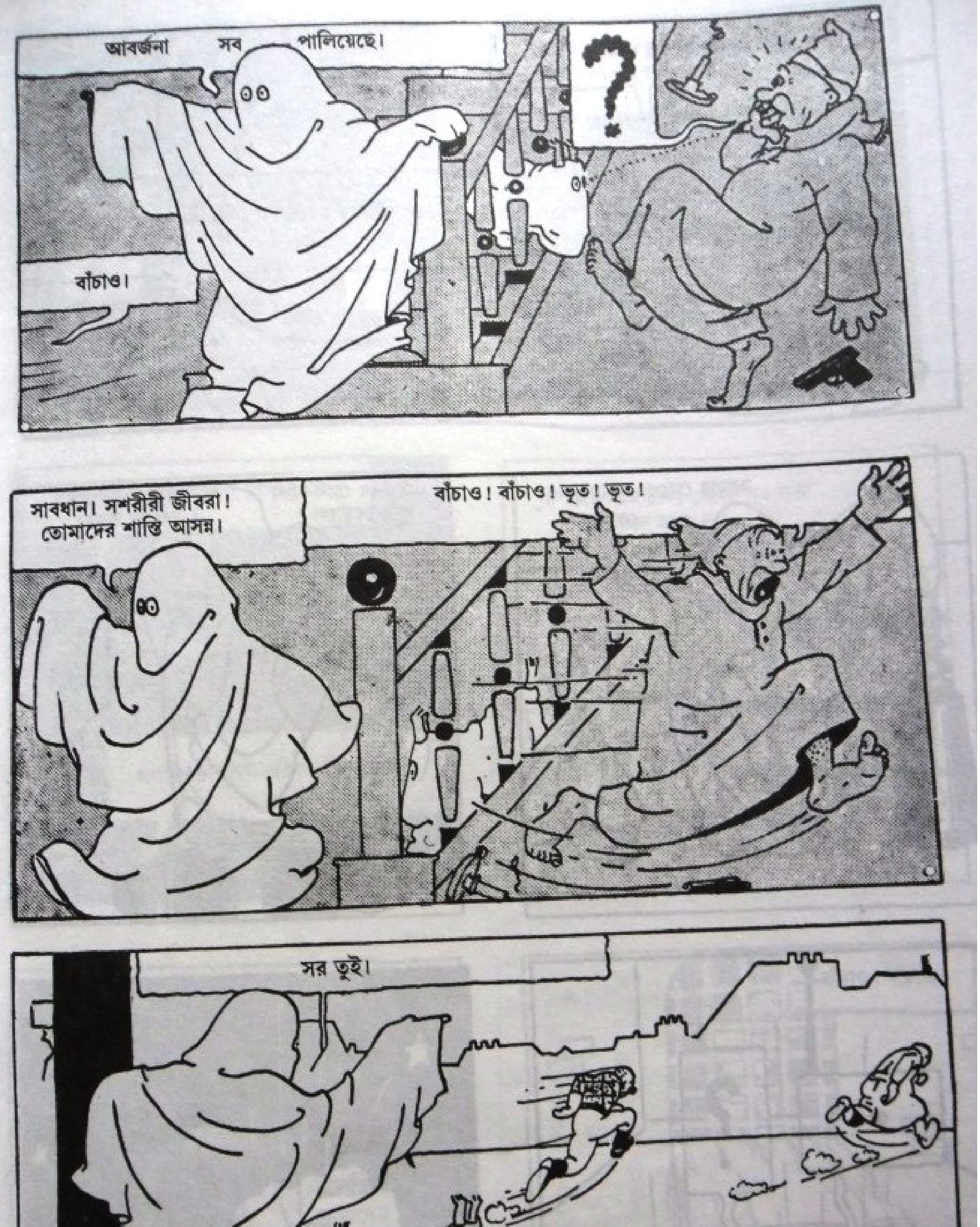
আবর্জনা সব পালিয়েছে।
বাঁচাও।
সাবধান। সশরীরী জীবরা! তোমাদের শাস্তি আসন্ন।
বাঁচাও! বাঁচাও! ভূত! ভূত!
সর তুই।
HERGE

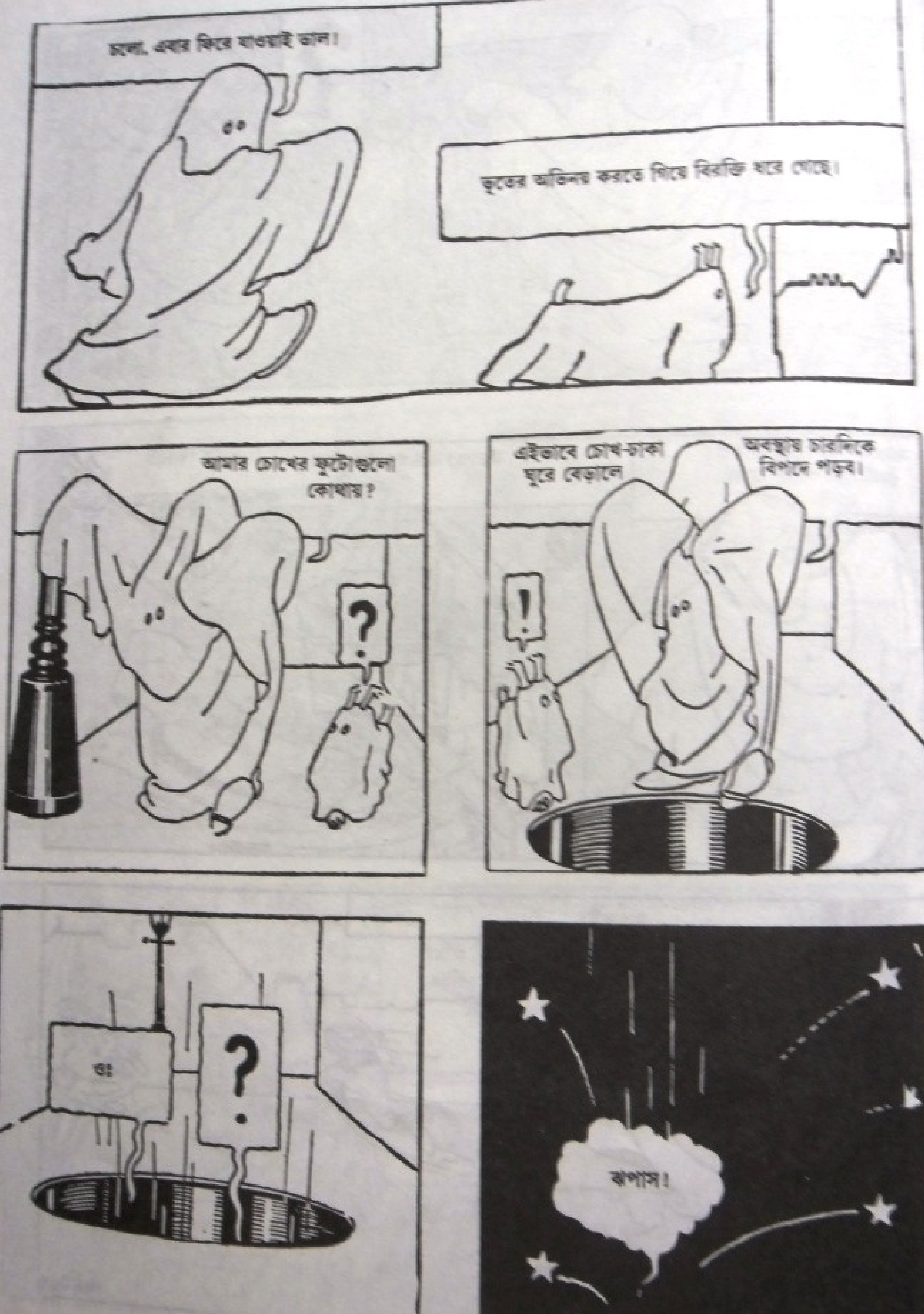

চলো, এবার ফিরে যাওয়াই ভাল।
ভূতের অভিনয় করতে গিয়ে বিরক্তি ধরে গেছে।
আমার চোখের ফুটোগুলো কোথায়?
?
এইভাবে চোখ-ঢাকা ঘুরে বেড়ালে
অবস্থায় চারদিকে বিপদে পড়ব।
!
ওঃ
?
ঝপাস!

?
?
আমরা নর্দমায় পড়ে গেছি! বেরোবার একটা রাস্তা বের করতেই হবে!
টিনটিন, আমাকে ফেলে যেও না!
দ্যাখ কুট্টুস, দূরে আলো দেখা যাচ্ছে!
এখানে নিশ্চয়ই অনেক ইঁদুর আছে!
এই শিকগুলো খোলা খুব শক্ত বলে মনে হচ্ছে না!
কিছুই তো করতে পারছি না ... কারও সাহায্য চাইতেই হবে ...
তোমাকে তো বলেছিলাম, শেষে আমাদের বিপদে পড়তে হবে।
বাঁচাও! বাঁচাও!
-HERGÉ-
22

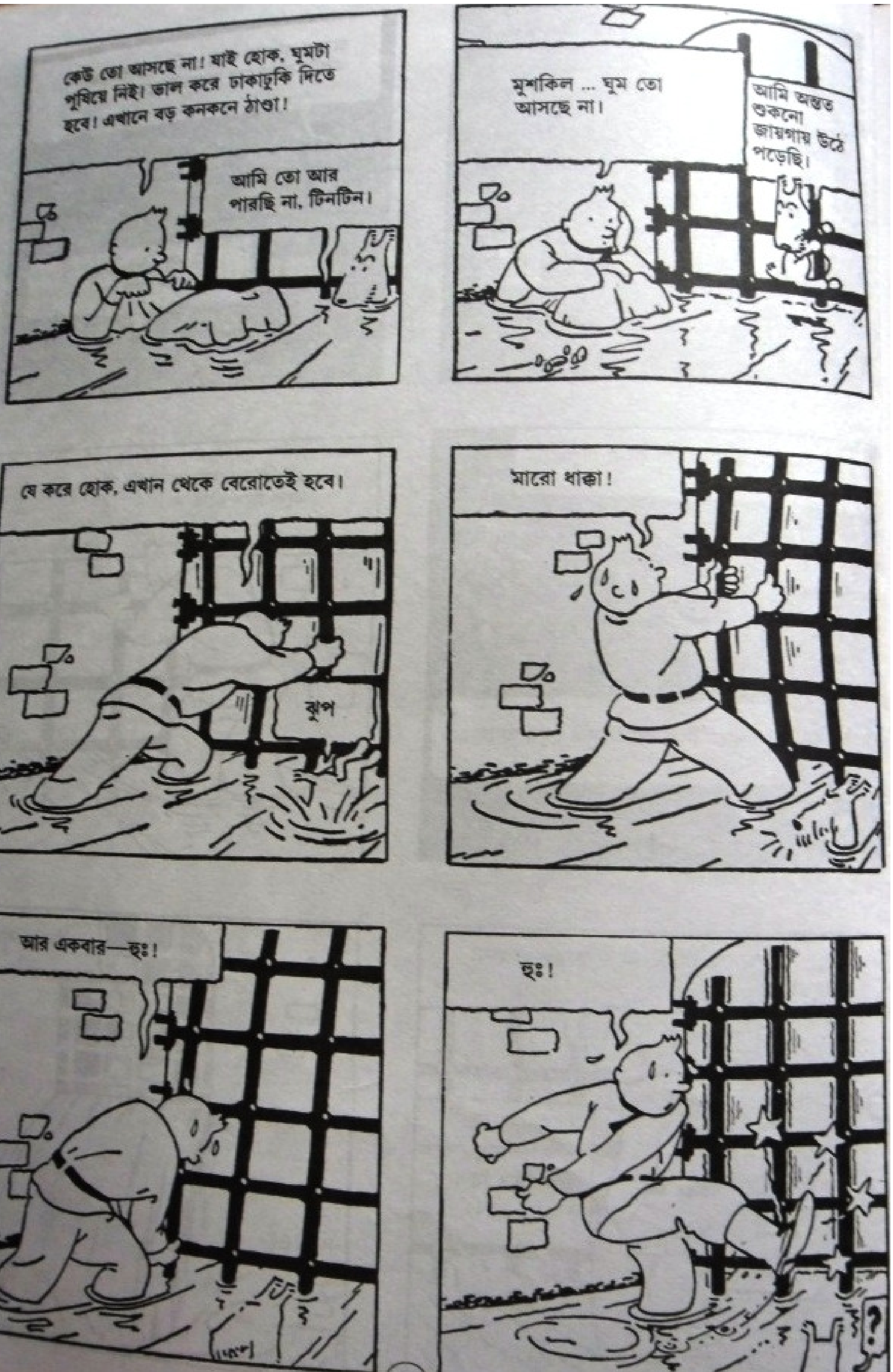
কেউ তো আসছে না! যাই হোক, ঘুমটা পুষিয়ে নিই। ভাল করে ঢাকাঢুকি দিতে হবে! এখানে বড় কনকনে ঠাণ্ডা!
আমি তো আর পারছি না, টিনটিন।
মুশকিল ... ঘুম তো আসছে না।
আমি অন্তত শুকনো জায়গায় উঠে পড়েছি।
যে করে হোক, এখান থেকে বেরোতেই হবে।
ঝুপ
মারো ধাক্কা!
আর একবার—হুঃ!
হুঃ!
?

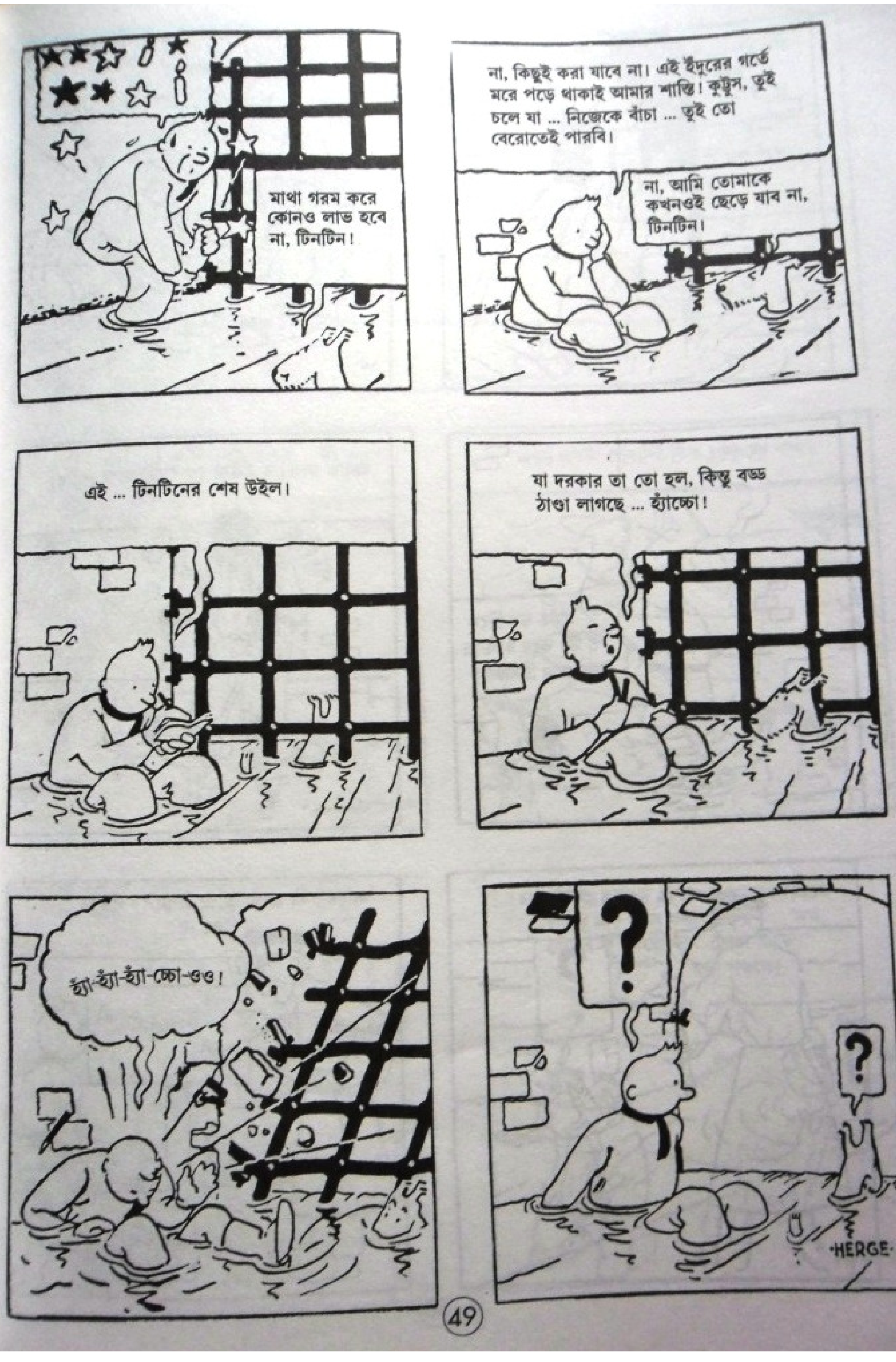
মাথা গরম করে কোনও লাভ হবে না, টিনটিন!
না, কিছুই করা যাবে না। এই ইঁদুরের গর্তে মরে পড়ে থাকাই আমার শাস্তি! কুট্টুস, তুই চলে যা ... নিজেকে বাঁচা ... তুই তো বেরোতেই পারবি।
না, আমি তোমাকে কখনওই ছেড়ে যাব না, টিনটিন।
এই ... টিনটিনের শেষ উইল।
যা দরকার তা তো হল, কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে ... হ্যাঁচ্চো!
হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-চ্চো-ওও!
?
?
HERGE

এই তো জল যাচ্ছে ...
ঝপাস!
বুদ্‌ বুদ্‌ ...
হাতে ভর দিয়ে পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ কেন টিনটিন?
অবাক কাণ্ড! বড়জোর ৪০ সেন্টিমিটার গভীর।
এদিকে এসো, বদমাশ কোথাকার!
?
?
দ্যাখো, কী লেখা আছে এখানে? পড়তে পারছ না?
স্নান করা নিষিদ্ধ

চলো থানায়!
যাব, কিন্তু আমায় কাপড়ের পুতুলের মতো পেটাচ্ছ কেন?
এখন কী মুশকিলে পড়া গেল!
ও হো! একটা রুবল ... কী ভাগ্য!
কী ব্যাপার?
এখন একটা পেনাল্টি কিক লাগানো যাক!
গো-ও-ল ...!
ভাল শট্!
এইবার দ্যাখো কী লেখা আছে! পড়তে পারছ না? 'স্নান করা নিষিদ্ধ!' ... অত জোরে ফুঁ দিয়ো না ... শিরা ছিঁড়ে রক্ত পড়বে!
HERGÉ

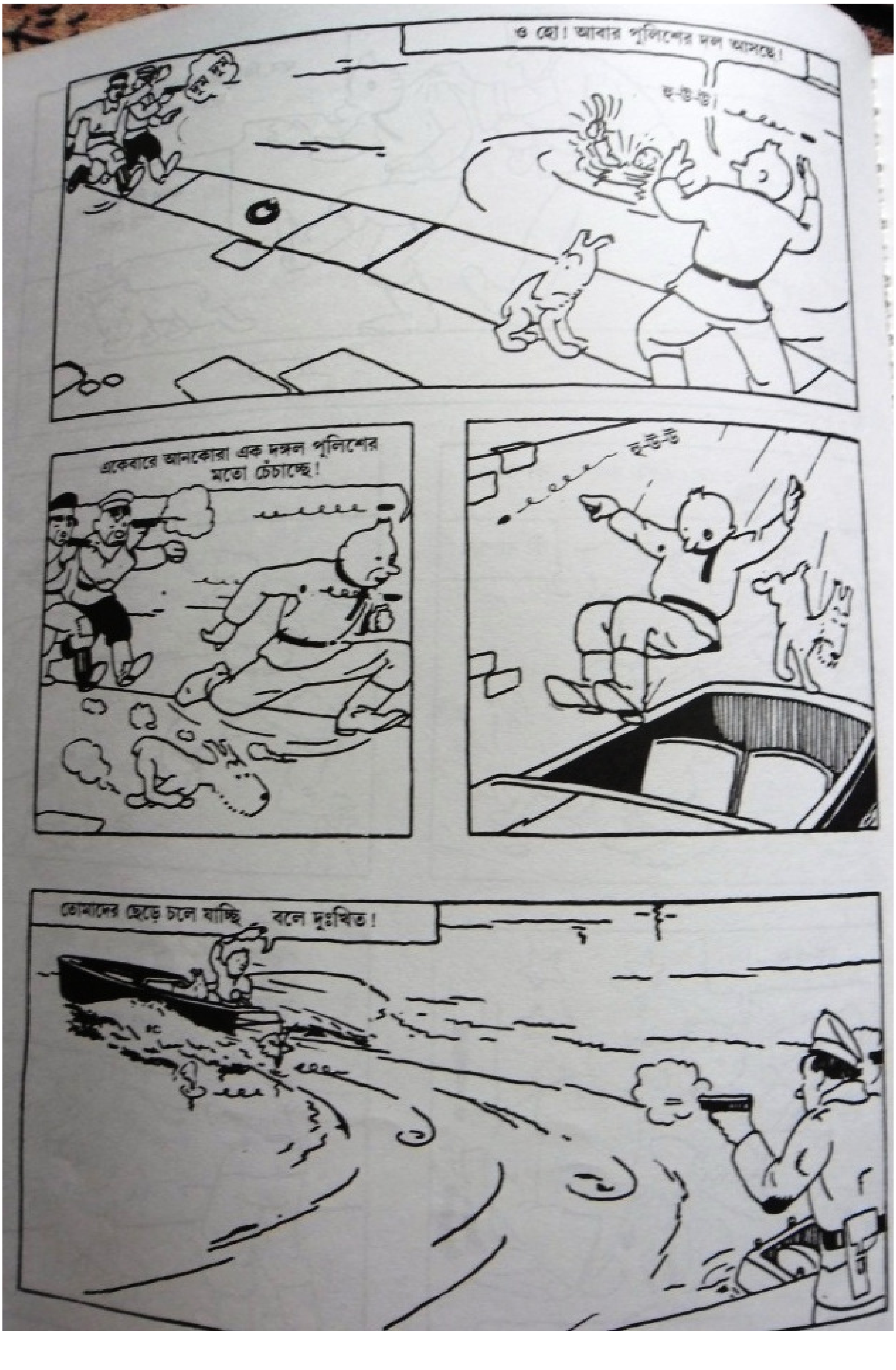
ও হো! আবার পুলিশের দল আসছে!
হু-উ-উ!
একেবারে আনকোরা এক দঙ্গল পুলিশের মতো চেঁচাচ্ছে!
হু-উ-উ
তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে দুঃখিত!

দামিদিতস্কি
ত্রিমিতিয়েভ সোলভস টৈনোকস পাজকি-র নামে শপথ করছি, ও ব্যাটাকে ফাঁসি না দিয়ে ছাড়ছি না।

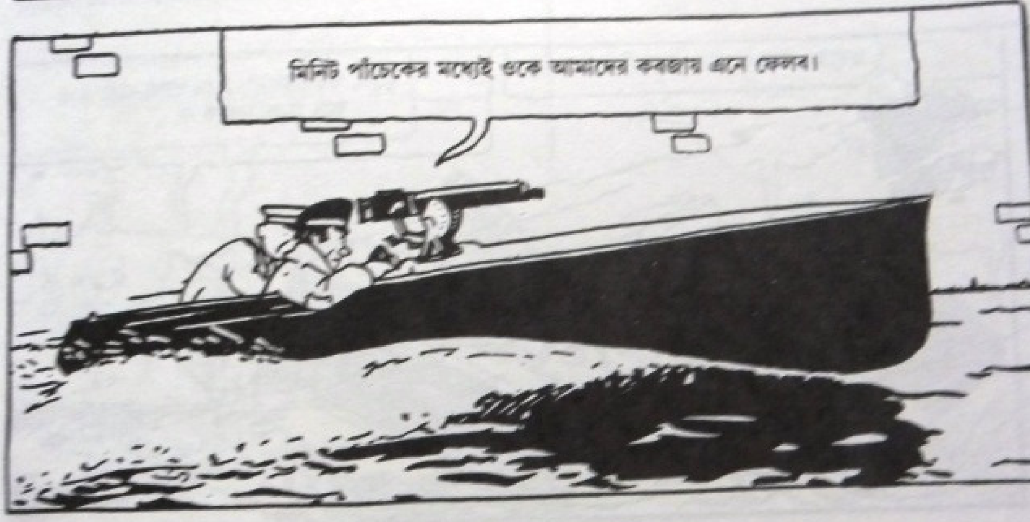
মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওকে আমাদের কবজায় এনে ফেলব।

কুট্টুস, ওদের আমরা ছেড়ে চলে এসেছি।

তাক করে মারো...
দুম দুম
কুট্টুস, আমরা তো মরতে বসেছি।...
দুম
হুর্‌রে—আমরা ধরে ফেলেছি!
কুট্টুস, ভয় পাস না! মনে হচ্ছে ওরা আর তাড়া করবে না....
টিনটিন, তুমি খুব ভালই জানো, এখানে স্নান করা নিষিদ্ধ
বুদ্...
বুদ্...
তা হলে তাড়াতাড়িই ধরে ফেলেছি, কী বলো?

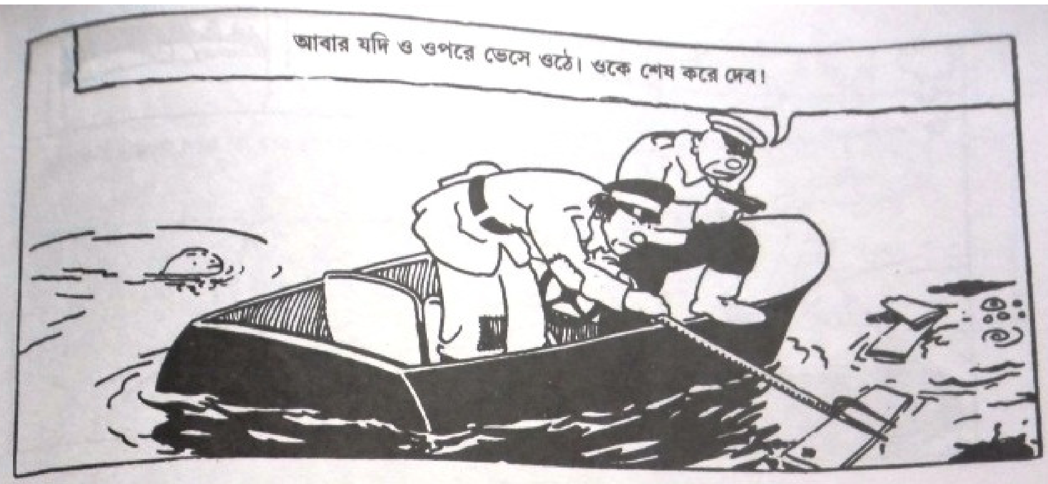
আবার যদি ও ওপরে ভেসে ওঠে। ওকে শেষ করে দেব!

যাও, এবার জলের তলায় যাও।
ঝপাস
ঝপাস

তোমাদের তুলে নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।
-HERGÉ

যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও তা হলে মস্কোর ঠিকানায় চিঠি লিখো।
আমি কোথায়?
নীচে নামছি??
?
?

?
আমারই নাকের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দিল! সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে!
ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করো... বন্ধু... ফোঁটা-ফোঁটা পেট্রোলের দাগ ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি!
...এইবার কোথায় পালাও দেখি!
HERGÉ

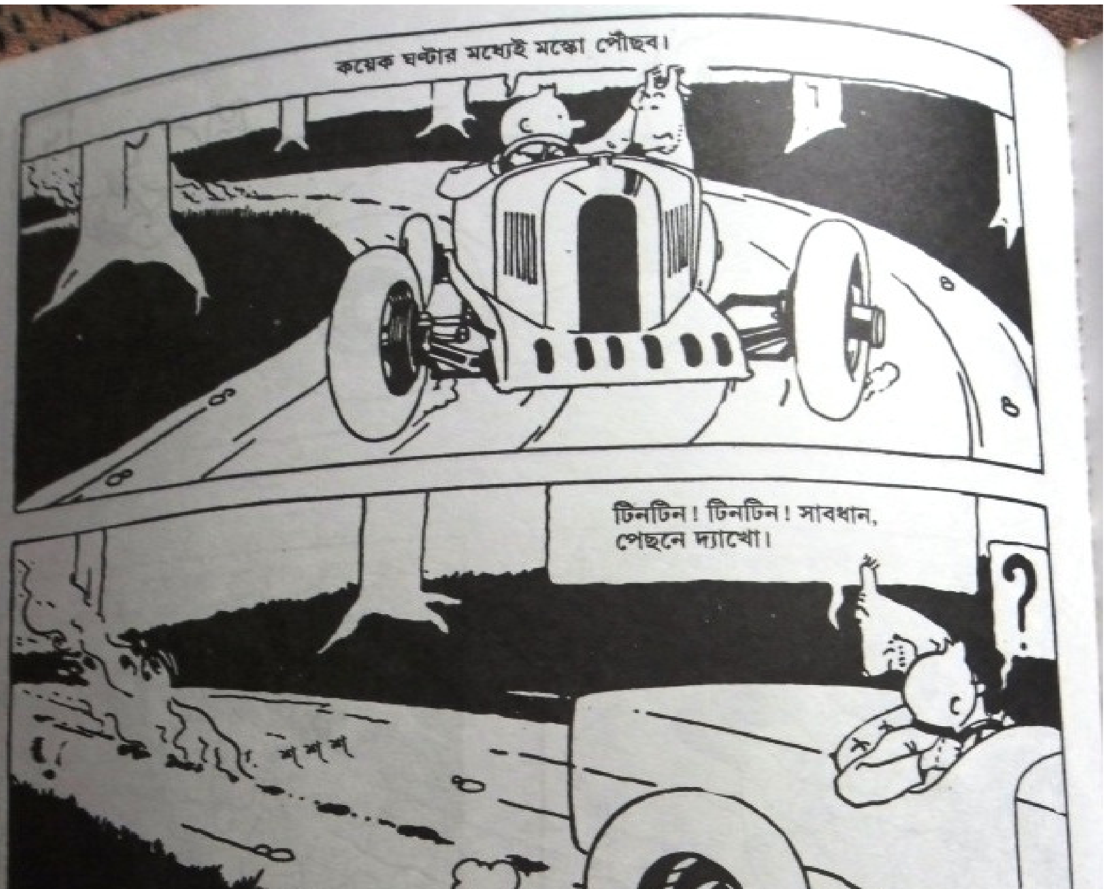
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মস্কো পৌঁছব।
টিনটিন! টিনটিন! সাবধান, পেছনে দ্যাখো।
এই রে। সর্বনাশ হয়েছে!

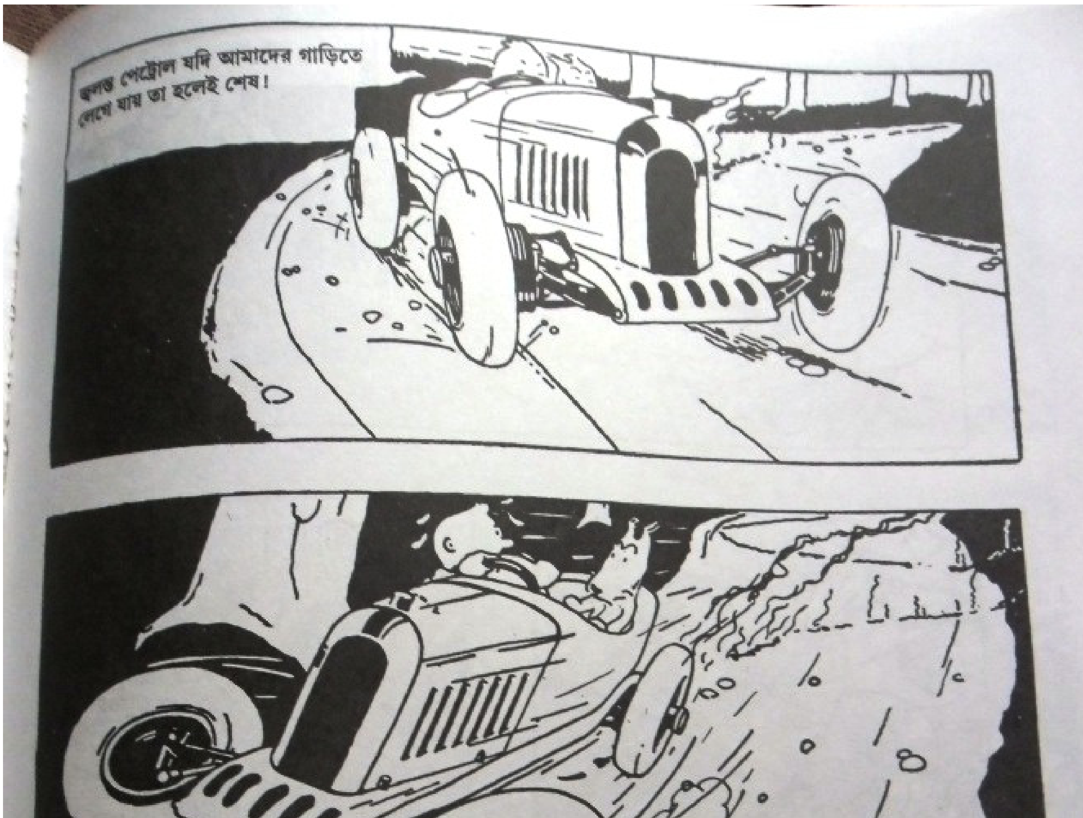
জ্বলন্ত পেট্রোল যদি আমাদের গাড়িতে লেগে যায় তা হলেই শেষ!
পপস্কি পেট্রোল কোম্পানি
HERGÉ

ছোঁড়াটার তাড়া আছে!
দুম
আর কয়েকটা গোলা ছুড়লেই পরিচালনার কাজ শেষ!

এক নম্বর কামান...দাগো!
বাঁচাও! আগুন লেগে গেছে! আমরা
একেবারে আকাশে উড়ে যাব।

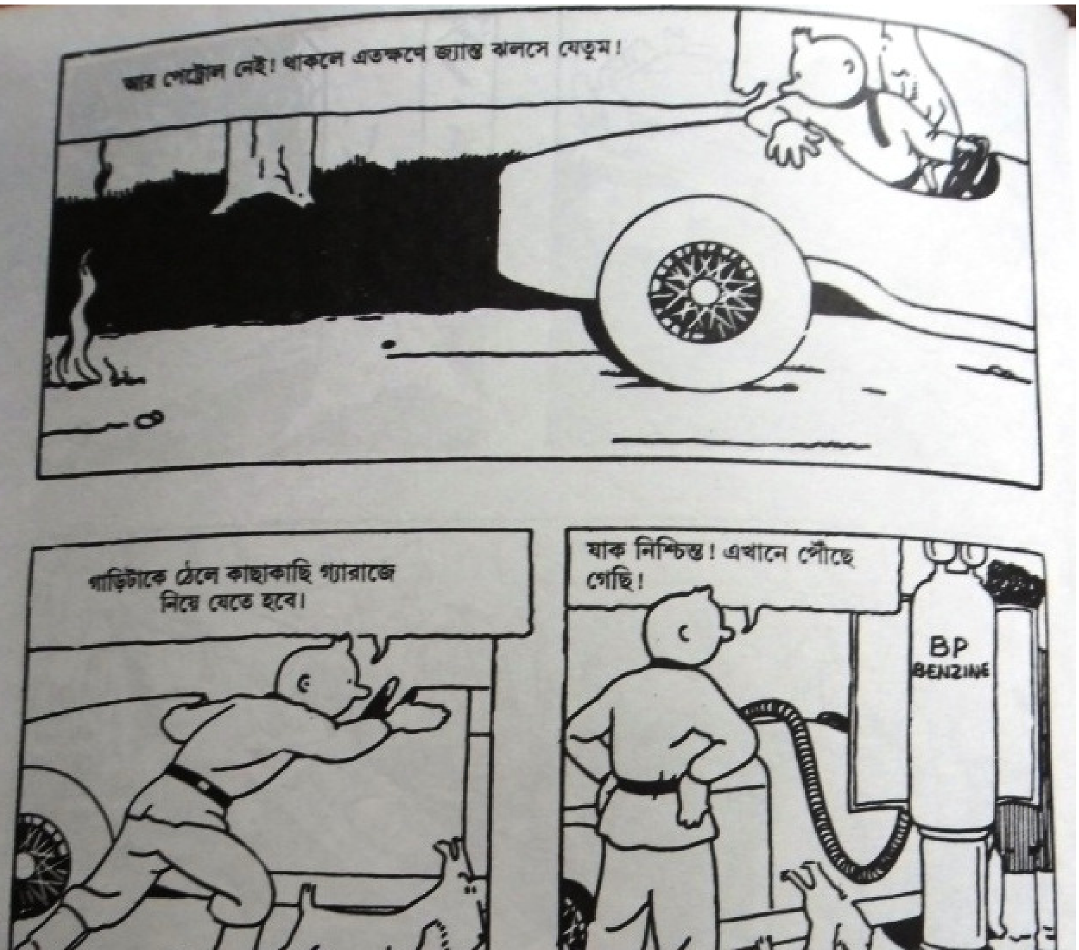
আর পেট্রোল নেই! থাকলে এতক্ষণে জ্যান্ত ঝলসে যেতুম!
গাড়িটাকে ঠেলে কাছাকাছি গ্যারাজে নিয়ে যেতে হবে।
যাক নিশ্চিন্ত! এখানে পৌঁছে গেছি!
BP BENZINE
সব ঠিক আছে!
আমি ওই গাড়িটাতে চড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি!
আবার কী হল! আবার গাড়িটা খারাপ হয়েছে।

এটা কি ম্যাগনেটো? নাকি প্লাগগুলো? ট্র্যাক রডটা
আমি কি ভেঙে ফেলেছি? নাকি কারবোরেটারটা
ফেটে গেছে!
?
ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতেই হবে।
বনেটের নীচে আর তো কিছুই নেই!
তা হলে? ব্রেকডাউন হল
কেন?
এখন বুঝতে পারছি কী হয়েছে।
টিনটিন, মনে হচ্ছে তুমি ভাল
মেকানিক নও!
-HERGÉ-

আমাদের এখানে কোনও পাম্প নেই।
এখন কী করা যায়?
এই লোকটা কিছু সাহায্য করতে পারে...একটু বিনয় করে ওকে বলতে হবে।
প্রথমে ল্যাং মেরে ফেলে দিই।
বোকা! গাধা! জানোয়ার!
?

এতখানি গাড়ি চালিয়ে এখন একটু ব্যায়াম খুবই দরকার।
এই বুড়ো, চিন্তা কোরো না! আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।
লোকটাকে ধরা মুশকিল।
লোকটা তিমির মতো নিশ্বাস ফেলছে!
হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। জোরে নিশ্বাস ফ্যালো।
এই তো টায়ারটা পুরোটাই ফুলে গেছে!
-HERGÉ

সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ!
চাকাকে তো ঠিক লাগানো গেল। এখন দেখা যাক এঞ্জিনটার কী হল?
দেখা যাক কী হয়।
হুম্-ম! ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে!
?
এই তো হয়েছে! তাড়াতাড়ি না গিয়ে ফেলি।
অদ্ভুত ব্যাপার! রকেটের ভেতরটা তো ভরাট হয়ে গেল! তবু দু'-চারটে টুকরো পড়ে রইল কেন?
দূর। এসব টুকরো-টাকরা বাদ দিয়েই তো চলতে পারে!

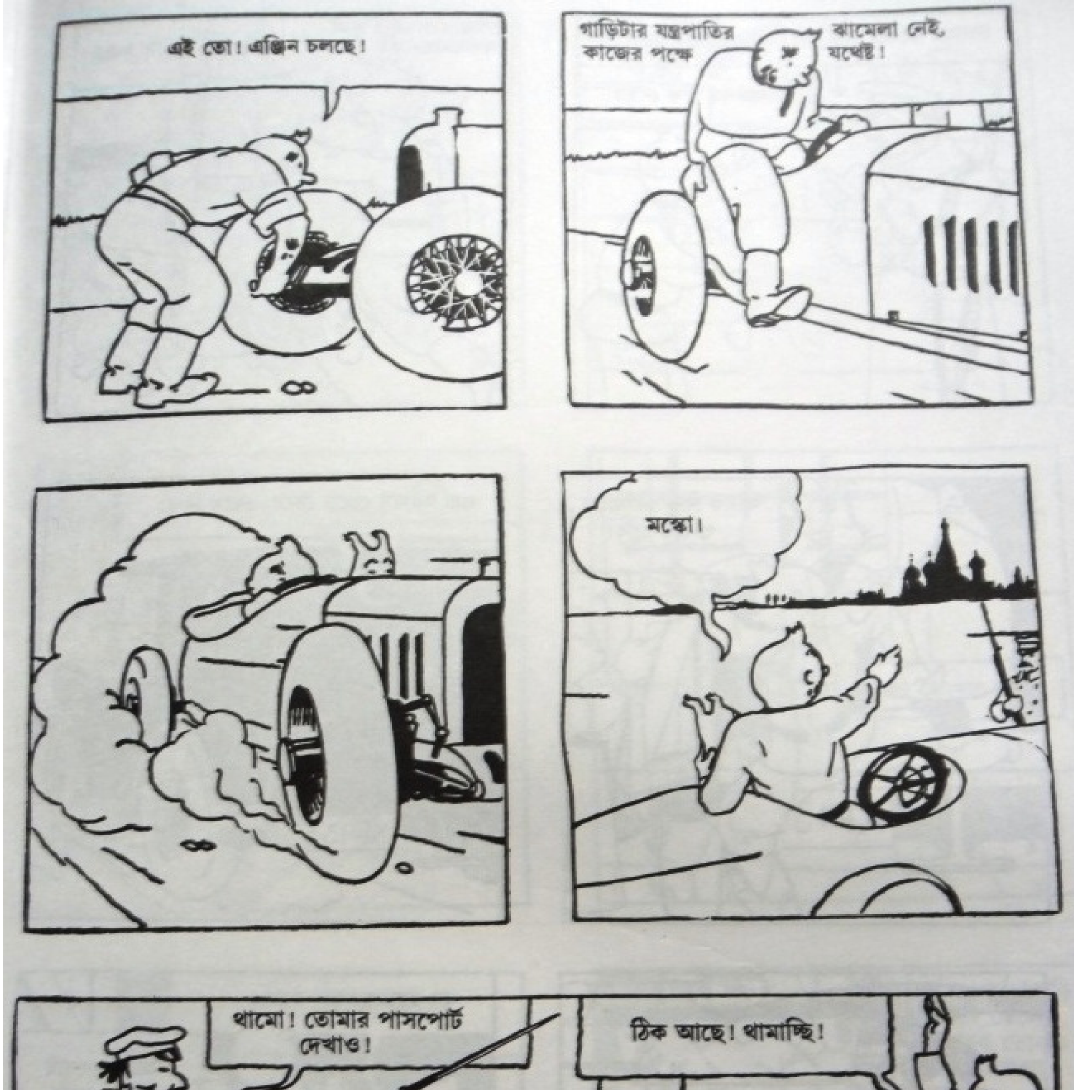

এই তো! এঞ্জিন চলছে!
গাড়িটার যন্ত্রপাতির ঝামেলা নেই, কাজের পক্ষে যথেষ্ট!
মস্কো।
থামো! তোমার পাসপোর্ট দেখাও!
ঠিক আছে! থামাচ্ছি!
-HERGÉ-

তোমার কাগজ ঠিক নেই। আমার সঙ্গে এসো!
কাগজপত্র ঠিক নেই?
তোমার ব্যবহার খুবই অপমানজনক!
ঠিক আছে!
আরও কিছু তোমাকে শুনতে হবে!
ওরা আমায় ছেড়ে দেবে! দেখে নিও।
XP1333
খুব হয়েছে! চুপ করো।
আমি অবশ্যই নালিশ করব... আর আমি...
XP1333

এখানে অনেক ইঁদুর আছে।
আমরা কোথায় আছি।
ও, এইজন্যই কুঠুরির ভেতরটা এত স্যাঁতসেতে!
এসো! তাড়াতাড়ি করো। জেলের প্রশাসক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।
-HERGÉ-

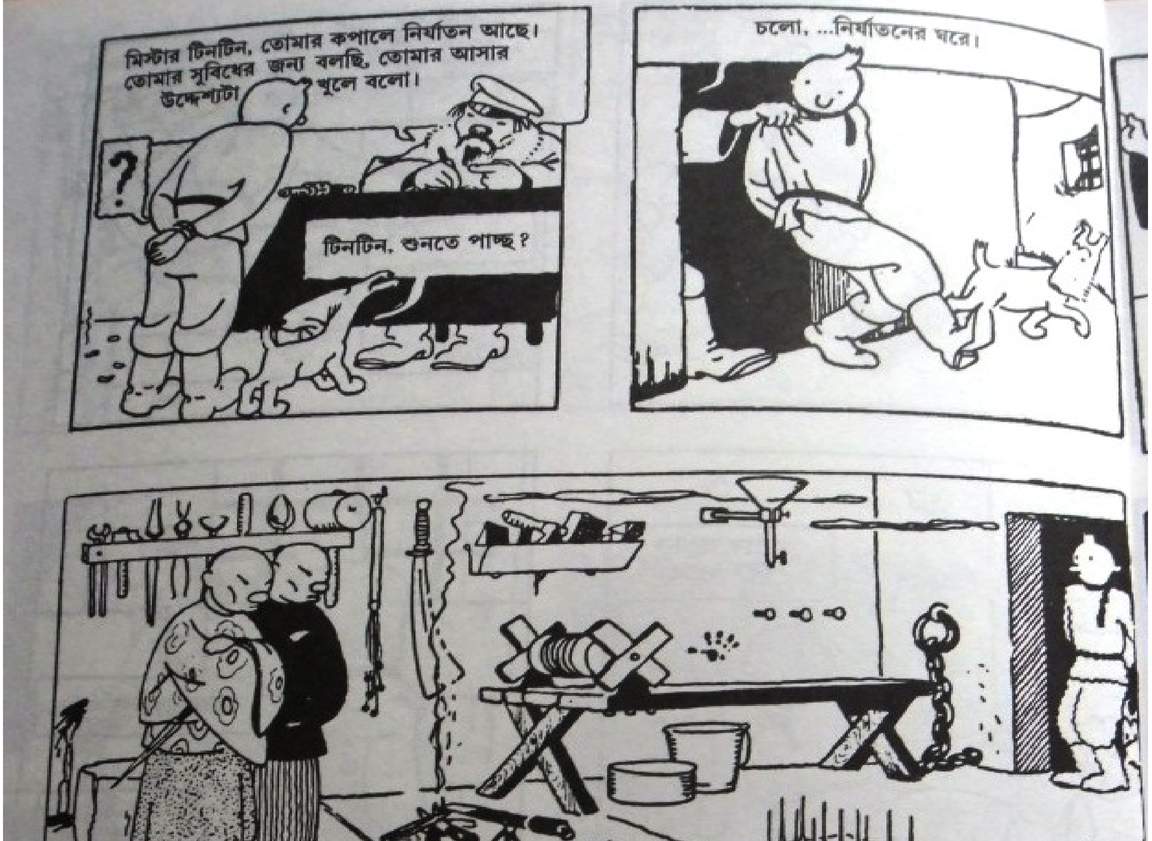

মিস্টার টিনটিন, তোমার কপালে নির্যাতন আছে। তোমার সুবিধের জন্য বলছি, তোমার আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বলো।
টিনটিন, শুনতে পাচ্ছ?
চলো, ...নির্যাতনের ঘরে।
আগুনে তাতানো লাল শিক দিয়েই প্রথমে শুরু করব...
এ আমরা হতে দেব না।
টিনটিনকে বাঁচাতে হবেই!

উ-উ
এবার বোঝো!
ওঁ-উঁ ওঁ...
বদমাশ কোথাকার।এর জন্য তোমার কপালে শাস্তি আছে।
এইবার কট্টুসকে বাঁচানোর পালা!
শিকটা এমনি-এমনি আগুনে তাতানো হয়নি!
এই চিৎকারগুলো শুনতে সত্যিই খারাপ লাগে!
এই লোকগুলো চুপ করে বসে থাকার মতো লোক নয়।
ওই ছোটখাটো বুর্জোয়াটা শিগ্‌গিরই স্বীকার করবে।
-HERGÉ-

নির্যাতনের ফলে যে খুবই ক্লান্ত এমন ভান করতেই হবে।
এই যে, কী খবর?
যাও — এবার ভাবতে শুরু করো। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গভর্নর এসে তোমাকে জেরা করবে।
হ্যাঁ...ভাবতে শুরু করেছিই বটে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।
?
আরে! ওটা একটা ডাইভিং সুট মনে হচ্ছে!
হ্যাঁ, পালাবার পক্ষে ঠিক এই পোশাকটাই তো আমার দরকার!
এটা আবার কী?
তা হলে এখন ওয়াটার প্রুফ সুটটা পরে নিই!
?

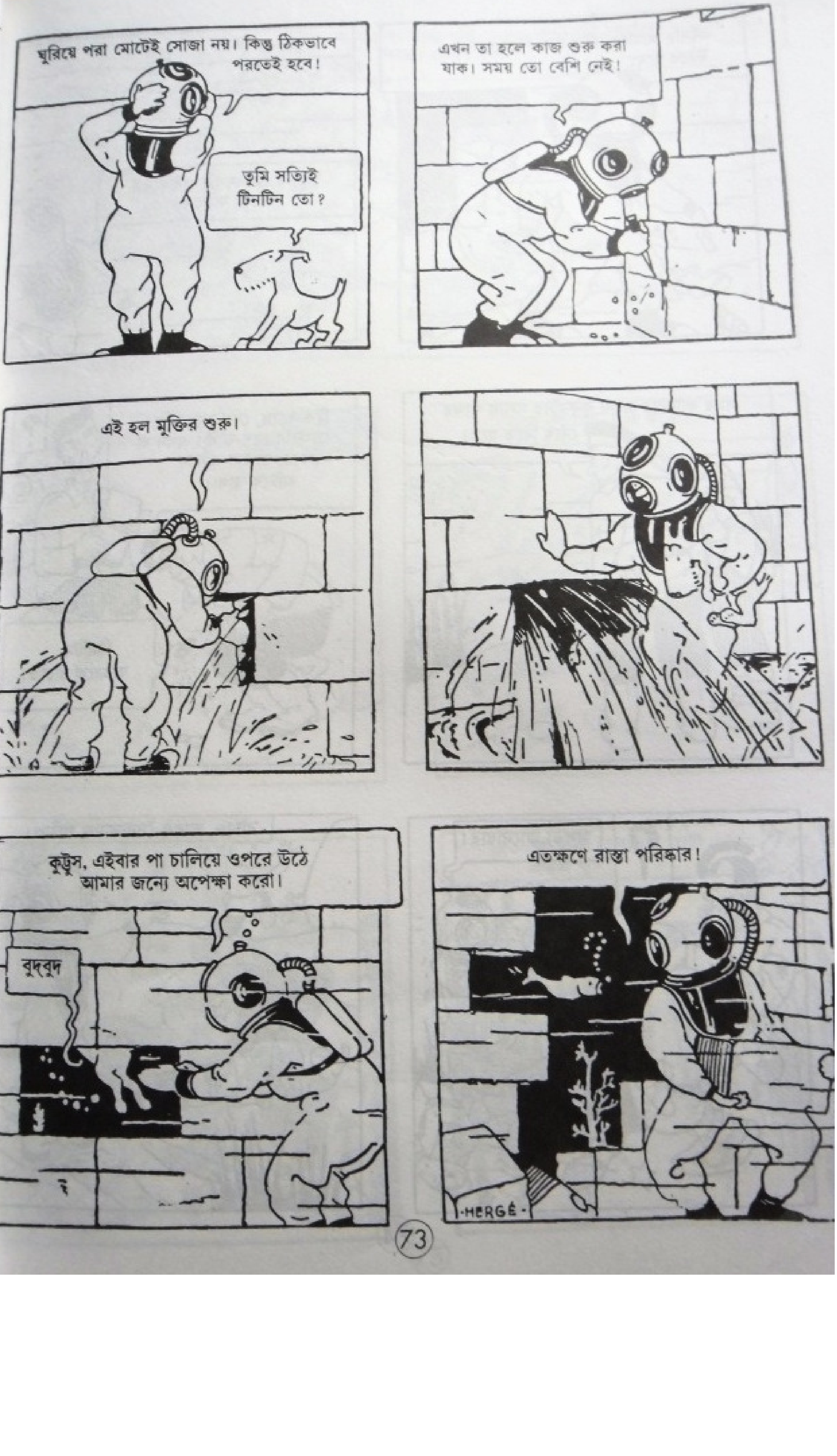
ঘুরিয়ে পরা মোটেই সোজা নয়। কিন্তু ঠিকভাবে পরতেই হবে!
তুমি সত্যিই টিনটিন তো?
এখন তা হলে কাজ শুরু করা যাক। সময় তো বেশি নেই!
এই হল মুক্তির শুরু।
কুট্টুস, এইবার পা চালিয়ে ওপরে উঠে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।
বুদ্‌বুদ
এতক্ষণে রাস্তা পরিষ্কার!
HERGÉ

এইবার আমাকে নদীর তলা দিয়ে ওপারে উঠতে হবে।
কুট্টুসও তো দেখছি ওইদিকেই সাঁতরে যাচ্ছে।
সময় কাটাবার জন্যে কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে দিতে হবে।
ঠিক আছে, বেশ শক্ত দড়ি; পাথরটা বেশ ভারী। এখন যা দরকার, তা হল এটাকে আটকে রাখা।
?
টিনটিন, আমাকে বাঁচাও।
?
অসভ্য জানোয়ার!
বাঁচাও, আরও সৈন্যসামন্ত পাঠাও।

যতক্ষণ ওকে দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ এসেছি। এবার তৈরি হও, তাক
ও নড়েনি। ভাগ্য ভাল, আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের জায়গায় ফিরে করো। চালাও বন্দুক।
দুম-ম
বাগে পেয়েছি...চার্জ করো।
!
এতবার গুলি চালালাম...ওটা একটা ভূত!

একেবারে ভিজে গিয়ে ঠান্ডা লেগে গেছে...মনে হয়...আ-আঃ হাঁচি আসছে..., আ-আ-আঃ
টিনটিন, দোহাই তোমার! আওয়াজ কোরো না!
হ্যাঁচ্চো!!!
ধপাস
দুম
দুম
দুম
দুম
ভাগ্যিস ডুব সাঁতার কাটতে পারি। তাই ওদের কাছে থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি।
এই ছোট পাথরটা ছুড়লে আমার কথা মনে পড়

মারো তাক করে!
শোঁ-ওঁ-ওঁ
ঝপাস্
শুভেচ্ছার সঙ্গে!
দুম
দুম
দুম
ওই তো ওপরে উঠেছেও—*!
zzzz
ওটা মানুষ নয়...দানব...ওর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না!
HERGÉ

দ্যাখো! মস্কোর মতো সুন্দর শহরটাকে সোভিয়েতরা কী করে রেখেছে! একটা দুর্গন্ধে ভরা বস্তি!
হতভাগ্য শিশুগুলো লাইন দিয়েছে কেন?... ও মস্কোর দরিদ্রদের বিনা পয়সায় রুটি বিলোচ্ছে! কীভাবে দিচ্ছে দেখা যাক...
কমিউনিস্ট? তুমি কমিউনিস্ট? হ্যাঁ! এই নাও তোমার রুটি।
সত্যিকারের রাশিয়ার এই দুর্দশা! ফেলে-যাওয়া শহরে-গাঁয়ে ঘুরে করে বা ভিক্ষে করে
আর এক ছেলের দল বেড়াচ্ছে...
খাচ্ছে।
বেচারারা

কমিউনিস্ট? ও, তুমি নও? তা হলে এই নাও, কুত্তা!
জানোয়ার।
জানোয়ার! ওকে শিক্ষা দিতে হবে!
নোংরা কুকুর!
চোর!
!
এই নাও রুটি... আর কেঁদো না!
ওই কুত্তাটা আর ওর মালিকটাকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।
HERGÉ

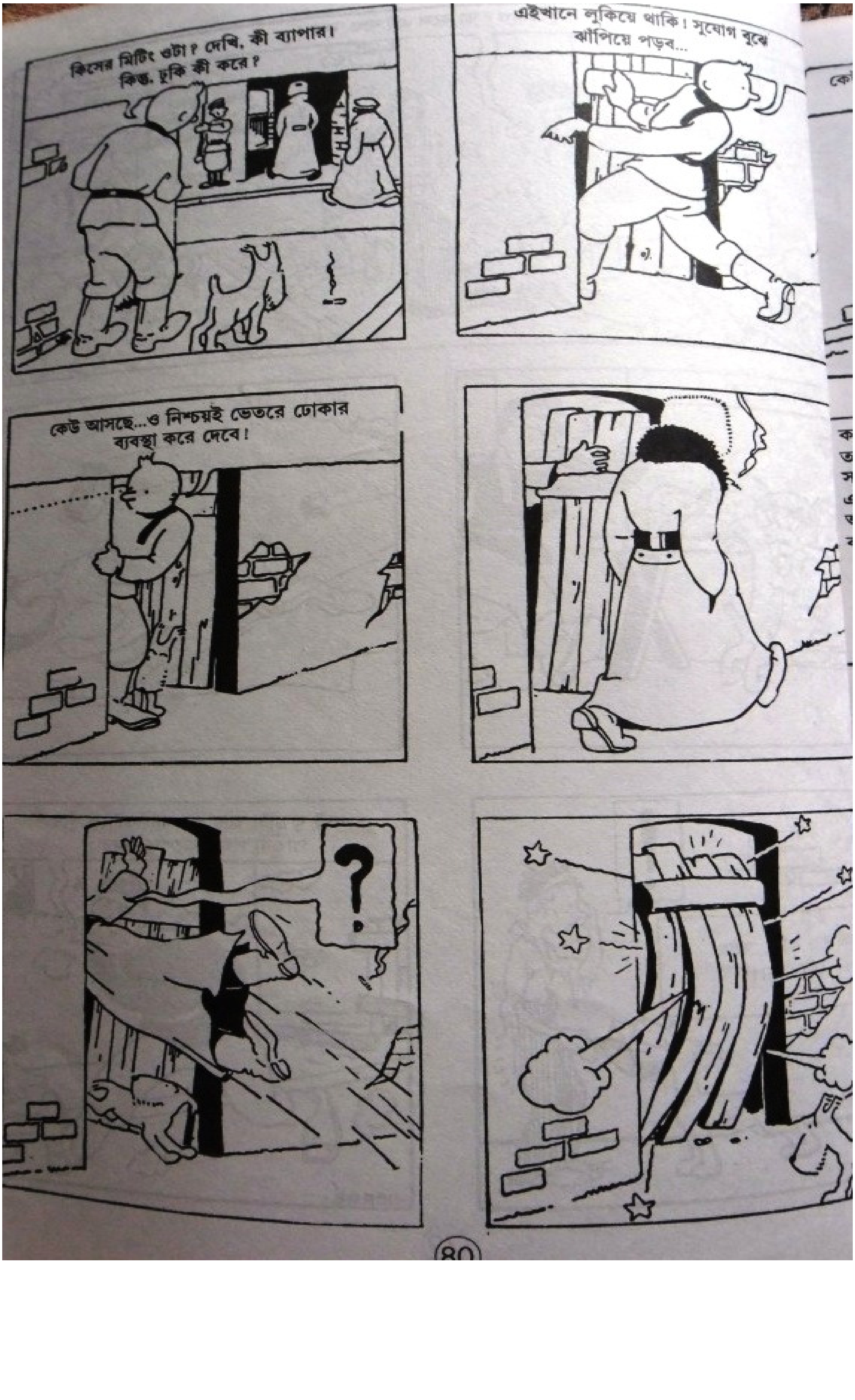
কিসের মিটিং ওটা? দেখি, কী ব্যাপার।
কিন্তু, ঢুকি কী করে?
এইখানে লুকিয়ে থাকি। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ব...
কেউ আসছে...ও নিশ্চয়ই ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে!
?

কেউ তো ধারেকাছে নেই! সব ঠিক আছে।
এই তো বেশ যাচ্ছি! ওকে পাশ কাটিয়ে চলে এলুম।
কমরেড্‌স...আমাদের গমের অভাব হয়েছে। যেটুকু আছে তা বিদেশেপ্রচারের জন্য দরকার! কিন্তু কিছুটা আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে, নইলে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ব।... একটাই উপায় আছে, কুলাক আর ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বন্দুক দেখিয়ে আমাদের শস্য দিতে বাধ্য করা। এই হল আমার কথা!
আমি ওদের অভিযানের সঙ্গে যাচ্ছি, কী হয় তা দেখতে!
এত বোকার মতো কাজ কোরো না!
এই তো সৈন্যদলে ঢুকে পড়েছি!
-HERGÉ-

যখন গাড়ি থেকে এরা নামবে তখন হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে গ্রামে চলে যাব। গ্রামবাসীদের সাবধান করে দেব, তাদের শস্য লুঠ হতে চলেছে।
সোভিয়েতরা লুঠের সন্ধানে আসার আগেই সব শস্য লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব।
সোভিয়েতরা আসছে তোমাদের সব খাদ্যশস্য লুঠ করতে!
?
কোথায় খাদ্যশস্য লুকনো যায়?

ওহোঃ, পেয়ে গেছি! তোমাদের থলেগুলো? যাও, থলেগুলো দিয়ে এসো।
এবার থলে থেকে খড়গুলো ফেলে খালি করো।
এবার থলেতে শস্যদানা ভরে রাখো... ঠিক আছে! ওরা আর খুজে পাবে না!
আমি আবার সৈন্যদলে ভিড়তে যাচ্ছি... প্রতিবেশীদের সাবধান করে দাও।
ওরা আমার সরে পড়াটা বুঝতেই পারেনি।
তোমার খাদ্যশস্য আমাদের দিয়ে দিতে হবে।
-HERGÉ-

বলতে চাইছ, তোমার ঘরে শস্য নেই? এক্ষুনি দেখছি ভেতরে গিয়ে।
যাও.... খোঁজো!
নেই!
না, কিচ্ছু নেই।
কিচ্ছু নেই?
কিন্তু...এখানে তো খাদ্যশস্য থাকার কথা। এই কুলাকটাকে ধরে আচ্ছা করে পেটাও!
এ-কাজ করার কোনও অধিকার তোমার নেই।
?!!

এই চিৎকার-করা লোকটাকে গুলি করব! কীভাবে বয়স্কদের শ্রদ্ধা করতে হয় সেটা শিখুক।
টিনটিন, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে!
তাক করো!!
সাহসী কুকুরের মতোই আমি মরার চেষ্টা করব।
চালাও!
দুম...
ওঃ...
-HERGÉ-

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ট্রাকে আসার সময় কার্তুজের ভেতর থেকে পাউডার বের করে কার্ডবোর্ডের গুঁড়ো ভরে দিয়েছিলাম!
এখন এখানে আর থাকা চলবে না...জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর!
সন্ধে হয়ে আসছে, বরফ পড়তে শুরু করেছে...
কী কাণ্ড!
বরফের মধ্যে হাঁটা বড়ই কষ্টকর!
ওফ্! আর তো এগোতে পারছি না!...এখানেই কি আমাকে মরতে হবে?

ও জি পি ইউ ওই সাংবাদিক-গুপ্তচর টিনটিনকে খুঁজে বের করার জন্য আর একটা দিন ঠিক করেছে!
আর আমি যাচ্ছি না।
ঠিক আছে, এইখানেই থামা যাক।
?
টিনটিন কোথায় তা ভগবানই জানেন!
খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। এখান থেকে পালানোই ভাল!
?
টিনটিন!
টিনটিন!
HERGE

সামনে একটা ডাম্প আছে!

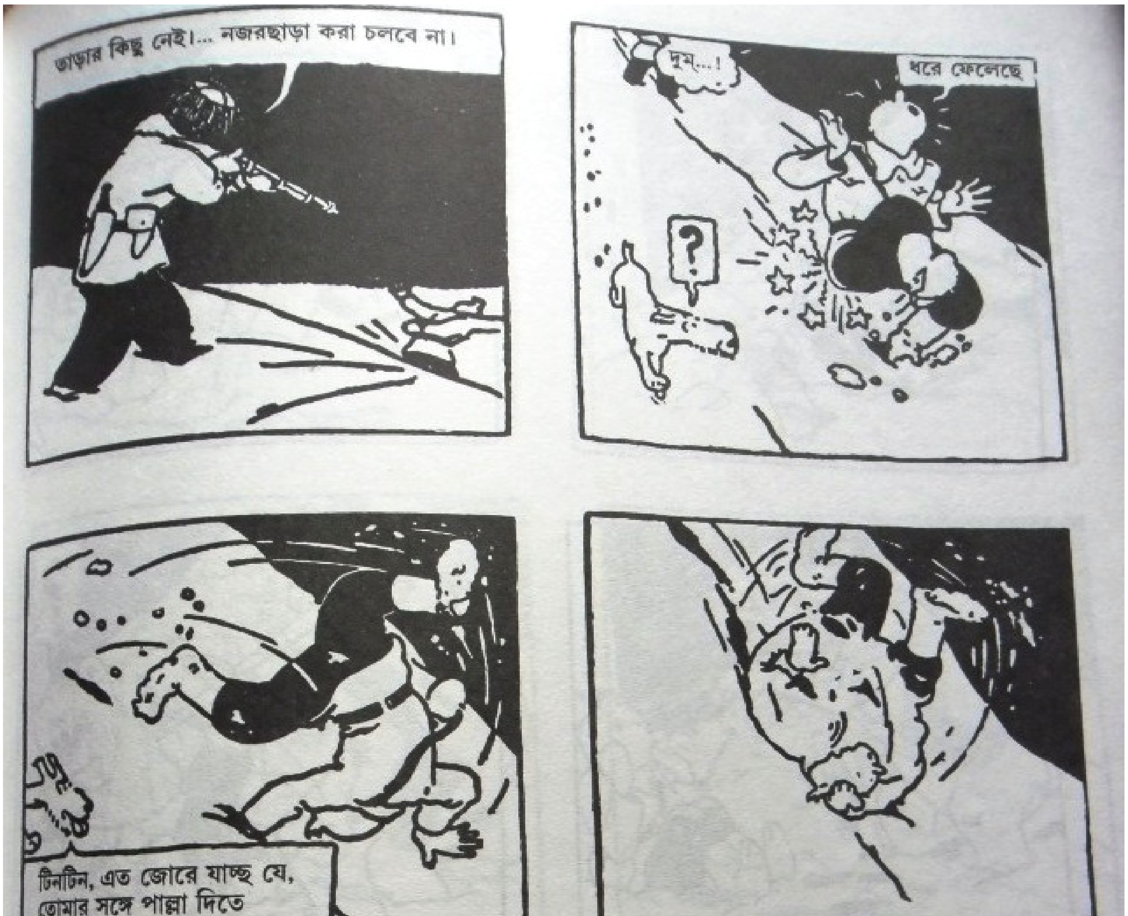
তাড়ার কিছু নেই।... নজরছাড়া করা চলবে না।
দুম...!
ধরে ফেলেছে
?
টিনটিন, এত জোরে যাচ্ছ যে, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না!
HERGE

বাঁচাও!
ও আমার সবটা ভদকাই খেয়ে ফেলল।
ও বেহুঁশ হয়ে পড়েছে নেশায়। এই ফাঁকে পালাতে হবে!
খুব একটা ভয়ঙ্কর বলে তো মনে হচ্ছে না!

ছোটখাটো জলখাবার হিসেবে সুস্বাদুই হবে!
টিনটিন, বাঁচাও।
কুট্টুসকে নামিয়ে রাখো।
-HERGÉ-

আমি তো ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছি। কিছু শুকনো কাঠ পড়ে আছে। আগুন জ্বালানো যাক।
চারদিকটা কী অদ্ভুত সাদা হয়ে গেছে!
ভাগ্য ভাল! লে পেতিত আমাকে শিখিয়েছে কী করে দেশলাই ছাড়াই আগুন জ্বালানো যায়! —ঠিক পলিনেশীয়দের মতো!
দ্যাখো!
এখন মনে হচ্ছে বরফটা কিছুই নয়!
ঝপাস্!
!
টিনটিন কোথায় উধাও হয়ে গেল!...কিন্তু ওখানে কী হচ্ছে?
তুমি বেশ লুকোচুরি খেলে উপভোগ করছ তো!
?

এখন এসো। আর বোকা বানিও না।
এখন সত্যি-সত্যিই আমি মরতে বসেছি।
ওরে বাবা! এ তো দেখছি জমে গিয়ে বরফের লাঠি হয়ে গেছি...একেবারে।
টিনটিনের এই আর একটা পচা বোকার মতো ঠাট্টা।
কেউ যেন আসছে! অথচ আত্মরক্ষা করার মতো একটা আঙুল তুলবার ক্ষমতাও আমার নেই!
?
টিনটিন! কী ভাগ্য! পুরোটাই আমার আয়ত্তে। একেবারেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ। ও জি পি উ যে পুরস্কার দেবে তা আমারই জুটবে।
পুরোটাও বরফ কেটে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত! যাই হোক এখন আমি ওকে মস্কো নিয়ে যাব। কোনও সমস্যাই নয়!
কোথায় আমরা যাচ্ছি?
টিনটিনের কী হবে?
HERGE

টিনটিনকে বাঁচাবার জন্য কী করতে পারি?
এবার একেবারেই ভালরকম ফাঁদে পড়ে গেছি!
আরে! বরফের নীচে একটা বাক্স চাপা পড়ে গেছে! দ্যাখা যাক, কী আছে ওর মধ্যে!
?
ওঃ, এ যে নুন!
কিন্তু নুন কী কাজে লাগবে তা তো বুঝতে পারছি না।...

নুনটা আমি টিনটিনের গায়ে জমে-থাকা বরফের ওপর ছড়িয়ে দেব হয়তো তাতে বরফটা গলতে পারে!
[নুন]
?
নুনটায় কাজ হয়েছে! টিনটিনের গা থেকে বরফটা গলছে!
একটু অপেক্ষা করো! এবার আমাকে ভাল করে বুঝতে পারবে! বোকা বলশেভিক!
যদি তুমি ভিতু না হও তো এসো, দেখি ধরতে পারো কি না!
?
!
HERGE

এসো দেখি, আমার নাম যেমন টিনটিন, তেমনই আমার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে বলে গর্ব করতে পারবে না।
শুধু কোটটা খুলে ফেলি, তারপর তোমাকে দেখছি।
মনে হচ্ছে, ওকে খোঁচানোটা ঠিক হয়নি। তাজ্জব ব্যাপার, ও তো আমাকে মারেনি!
আমার নাম লোকাজিটিত! তোমায় আমি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করব!
এই নাও!

দ্যাখো টিনটিন, ও আবার আসছে!
আমি...তুমি...আমি হার মানছি!
এইবার নাও।
এইবার সবশেষ। আমি মরেছি!
লোকটা খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়।
ঘুসিটা এত জোরে মেরেছিল যে, একটা বড় ডাল ভেঙে দিয়েছে মেরে।
কোটগুলো গরম হতে পারে, কিন্তু খুব কাজের নয়!
আমি বলি, ভারী স্মার্ট দ্যাখাচ্ছে!
-HERGE-

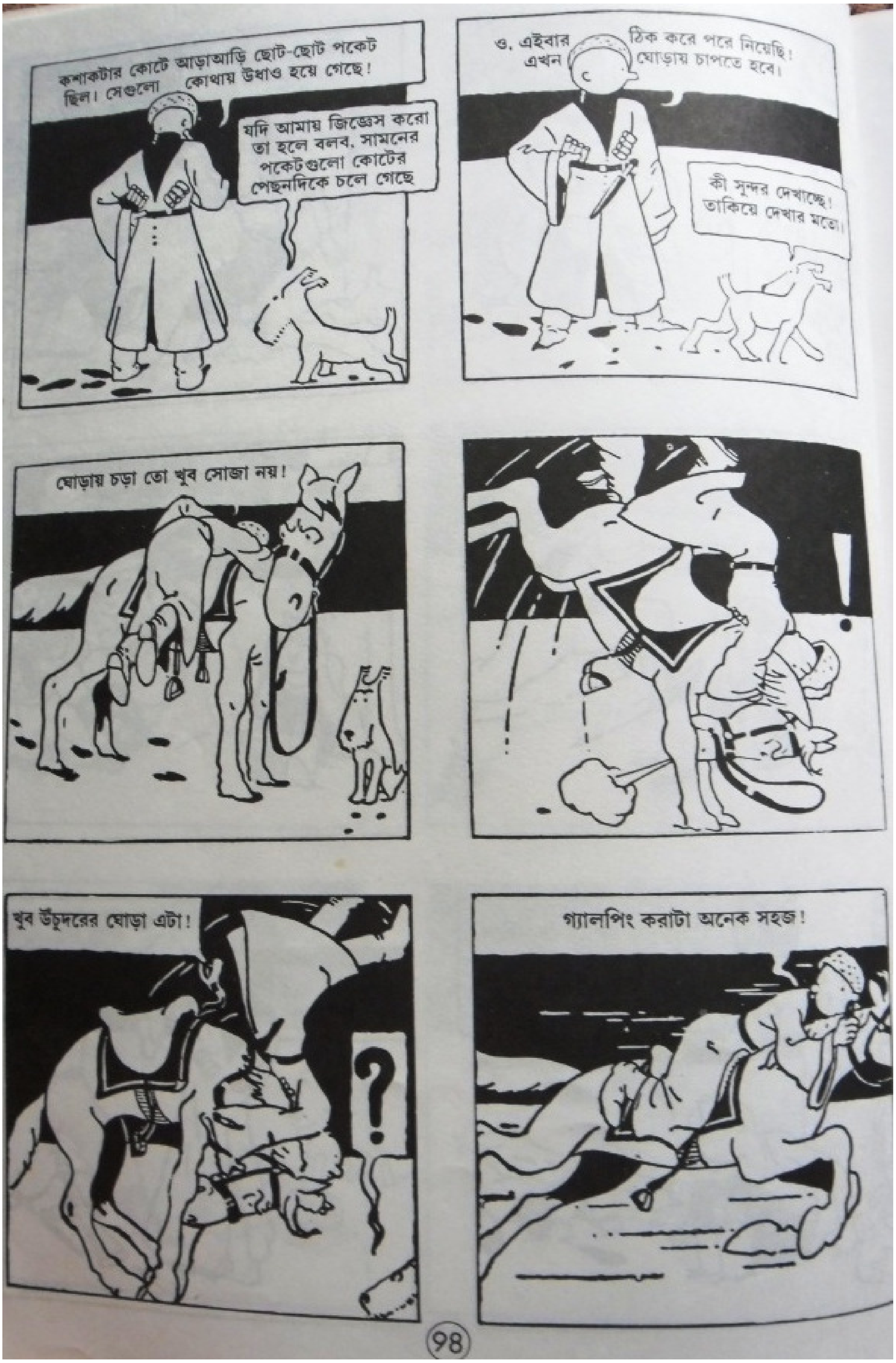
কশাকটার কোটে আড়াআড়ি ছোট-ছোট পকেট ছিল। সেগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেছে!
যদি আমায় জিজ্ঞেস করো তা হলে বলব, সামনের পকেটগুলো কোটের পেছনদিকে চলে গেছে
ও, এইবার ঠিক করে পরে নিয়েছি! এখন ঘোড়ায় চাপতে হবে।
কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তাকিয়ে দেখার মতো।
ঘোড়ায় চড়া তো খুব সোজা নয়!
!
খুব উঁচুদরের ঘোড়া এটা!
?
গ্যালপিং করাটা অনেক সহজ!

রোজিন্যান্ট ... কী হচ্ছে!
যে বলেছে ঘোড়াকে বশ মানানোই মানুষের সবচেয়ে বড় জয় তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে!
আবার ঘোড়ায় চড়লে আমায় ধরতে পারবে না!
আরে...পায়ের দাগ রয়েছে। দাগ ধরেই এগোব। তা হলেই ঠিক রাস্তায় যাব!
কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে রে বাবা?...
?

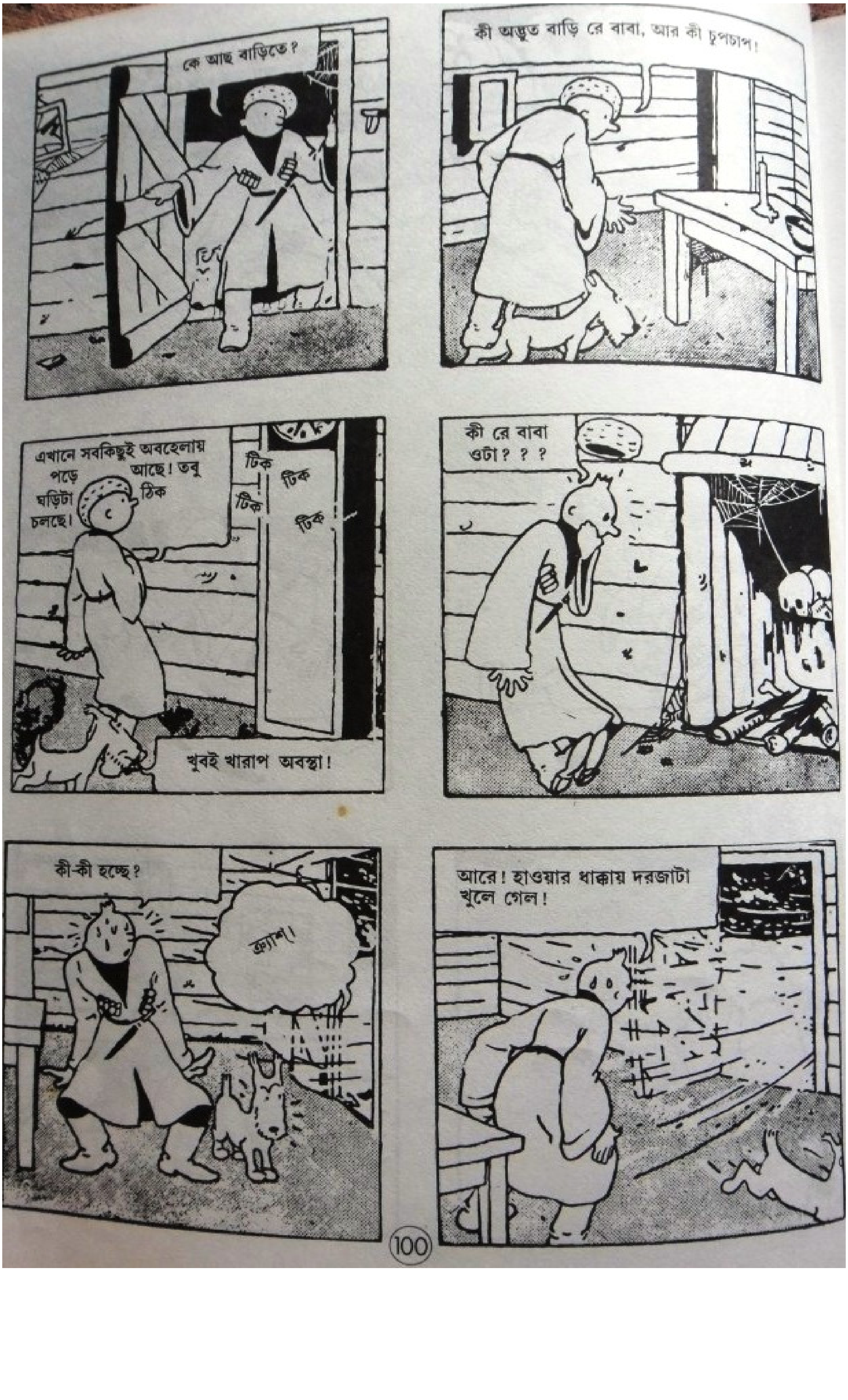

কে আছ বাড়িতে?
কী অদ্ভুত বাড়ি রে বাবা, আর কী চুপচাপ!
এখানে সবকিছুই অবহেলায় পড়ে আছে! তবু ঘড়িটা চলছে।
ঠিক
টিক
টিক
টিক
টিক
খুবই খারাপ অবস্থা!
কী রে বাবা ওটা? ? ?
কী-কী হচ্ছে?
ক্র্যাশ!
আরে! হাওয়ার ধাক্কায় দরজাটা খুলে গেল!

রাতটা ক্রমশ বাড়ছে। ঠিক বেরিয়ে পড়ার সময় নয়!
!
ডিং
ডিং
ডিং
?
ঠিক বুঝতে পারছি না ... ঘড়িটায় তেরোটা ঘণ্টা বাজল!
ডিং
ডিং
টি-টিন টিন! আমার কিন্তু ভয় করছে।
!
আমার... আমার মনে হচ্ছে, আমায় ভূতে ধরেছে!
দড়াম...
বাইরে বেরনো অসম্ভব...
হু-হু-হু

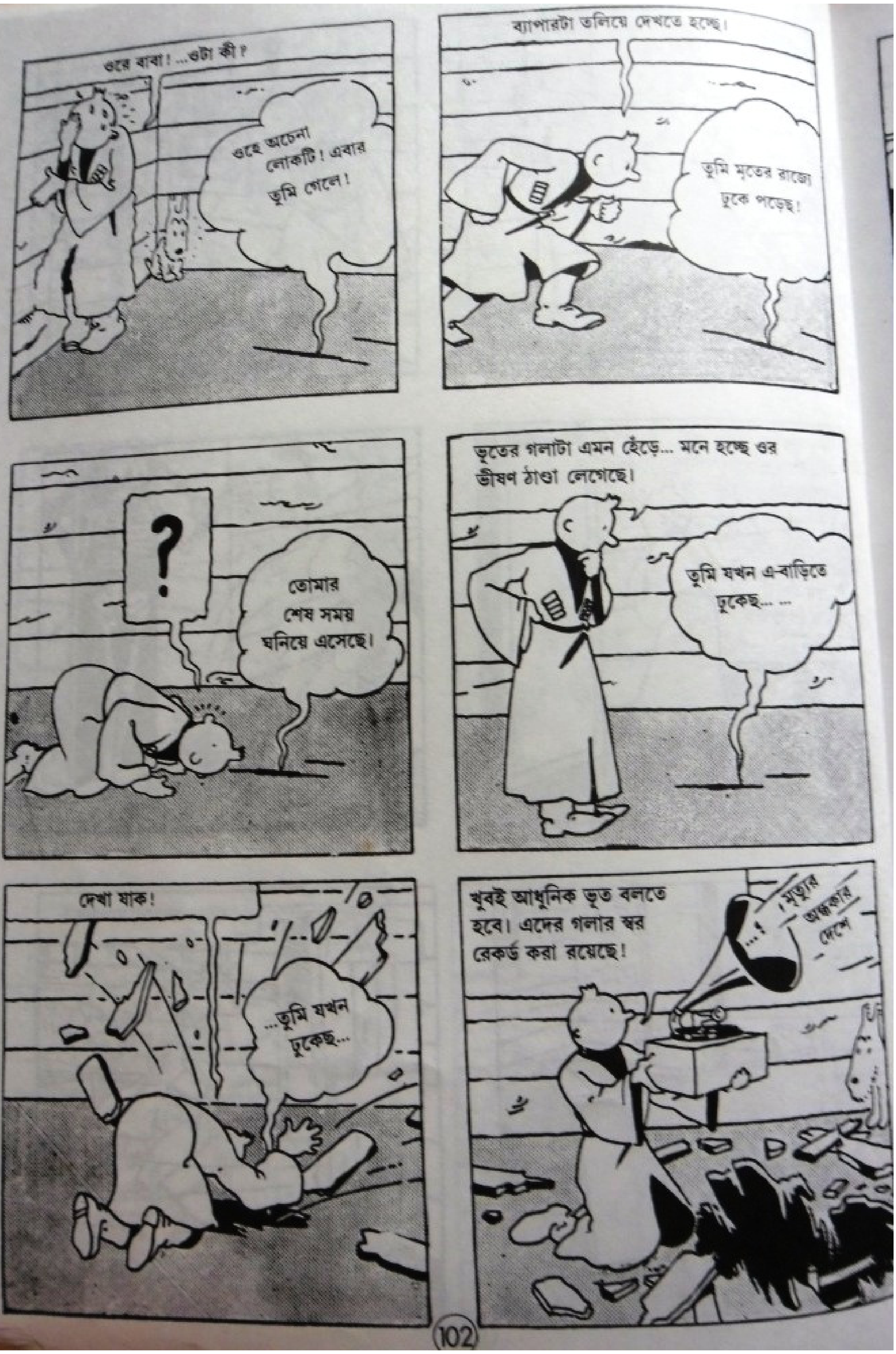
ওরে বাবা! ...ওটা কী?
ওহে অচেনা লোকটি! এবার তুমি গেলে!
ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হচ্ছে।
তুমি মৃতের রাজ্যে ঢুকে পড়েছ!
?
তোমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।
ভূতের গলাটা এমন হেঁড়ে... মনে হচ্ছে ওর ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে।
তুমি যখন এ-বাড়িতে ঢুকেছ... ...
দেখা যাক!
...তুমি যখন ঢুকেছ...
খুবই আধুনিক ভূত বলতে হবে। এদের গলার স্বর রেকর্ড করা রয়েছে!
...! মৃত্যুর অন্ধকার দেশে

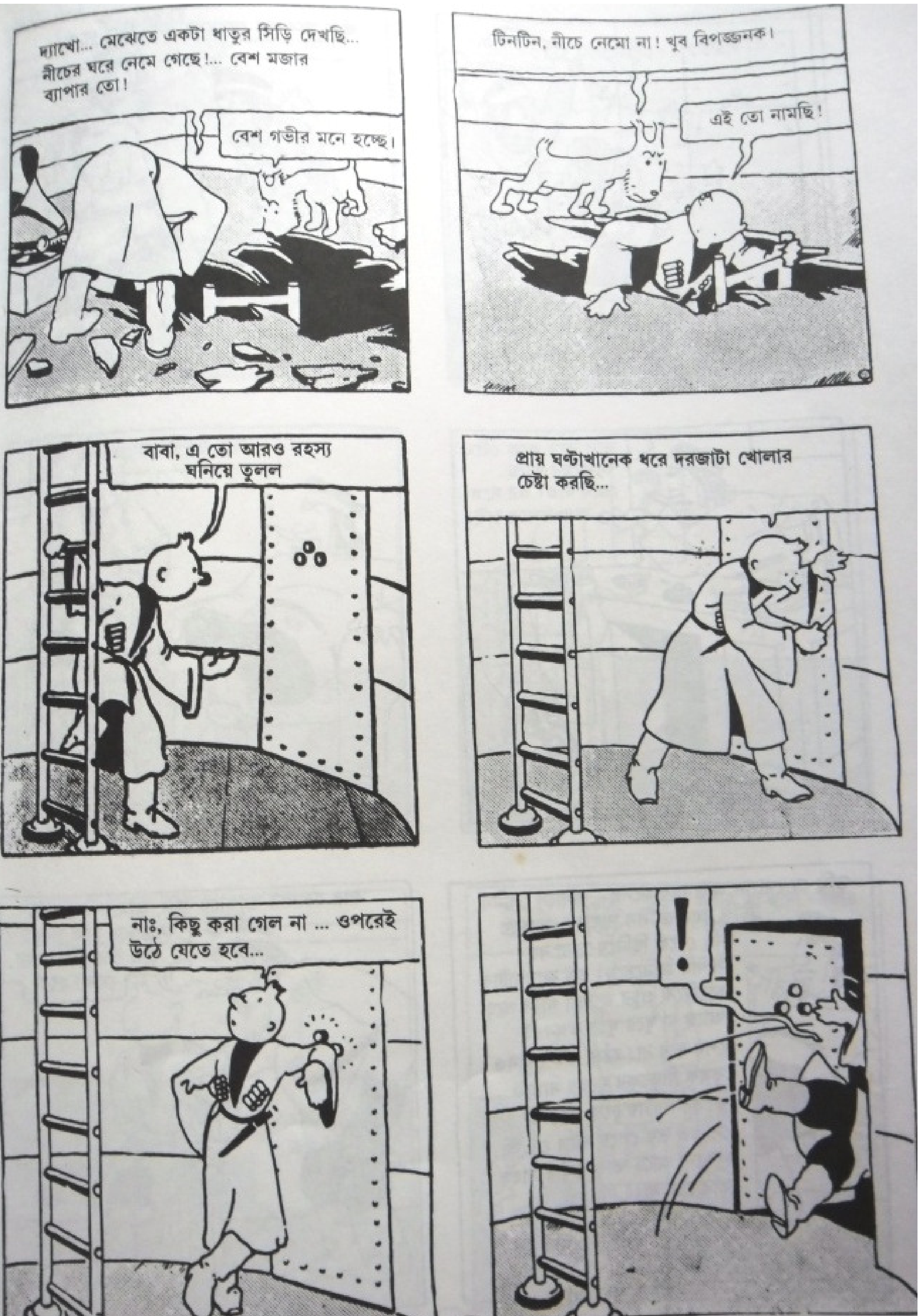
দ্যাখো... মেঝেতে একটা ধাতুর সিঁড়ি দেখছি... নীচের ঘরে নেমে গেছে!... বেশ মজার ব্যাপার তো!
বেশ গভীর মনে হচ্ছে।
টিনটিন, নীচে নেমো না! খুব বিপজ্জনক।
এই তো নামছি!
বাবা, এ তো আরও রহস্য ঘনিয়ে তুলল
প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করছি...
নাঃ, কিছু করা গেল না ... ওপরেই উঠে যেতে হবে...
!

ওকে আমাদের নেতাদের কাছে নিয়ে চলো।
ভাল করে ওকে বেঁধে আমাদের কাছে রেখে যাও। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই!
আমি কোথায়?
তুমি যে গোপন আস্তানায় এসেছ—এখানে লেনিন, ট্রট্স্কি আর স্তালিন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে-আনা বহু সম্পদ জমিয়েছে। এই জায়গাটার চারদিকে প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে যা ঘুরে ঘুরে কখনওই শেষ হবে না! হঠাৎ যদি কোনও কৃষক সিন্ধুকের ঘরের সামনে ভূতের ঘরটায় ঢুকে পড়ে তা হলে সে এত ভয় পেয়ে যাবে যে, কী লুকনো আছে তা খুঁজবার সাহস তার হবে না।
আর তোমার ব্যাপারে বলি, আমাদের গোপন আস্তানায় ঢুকে পড়েছ বলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

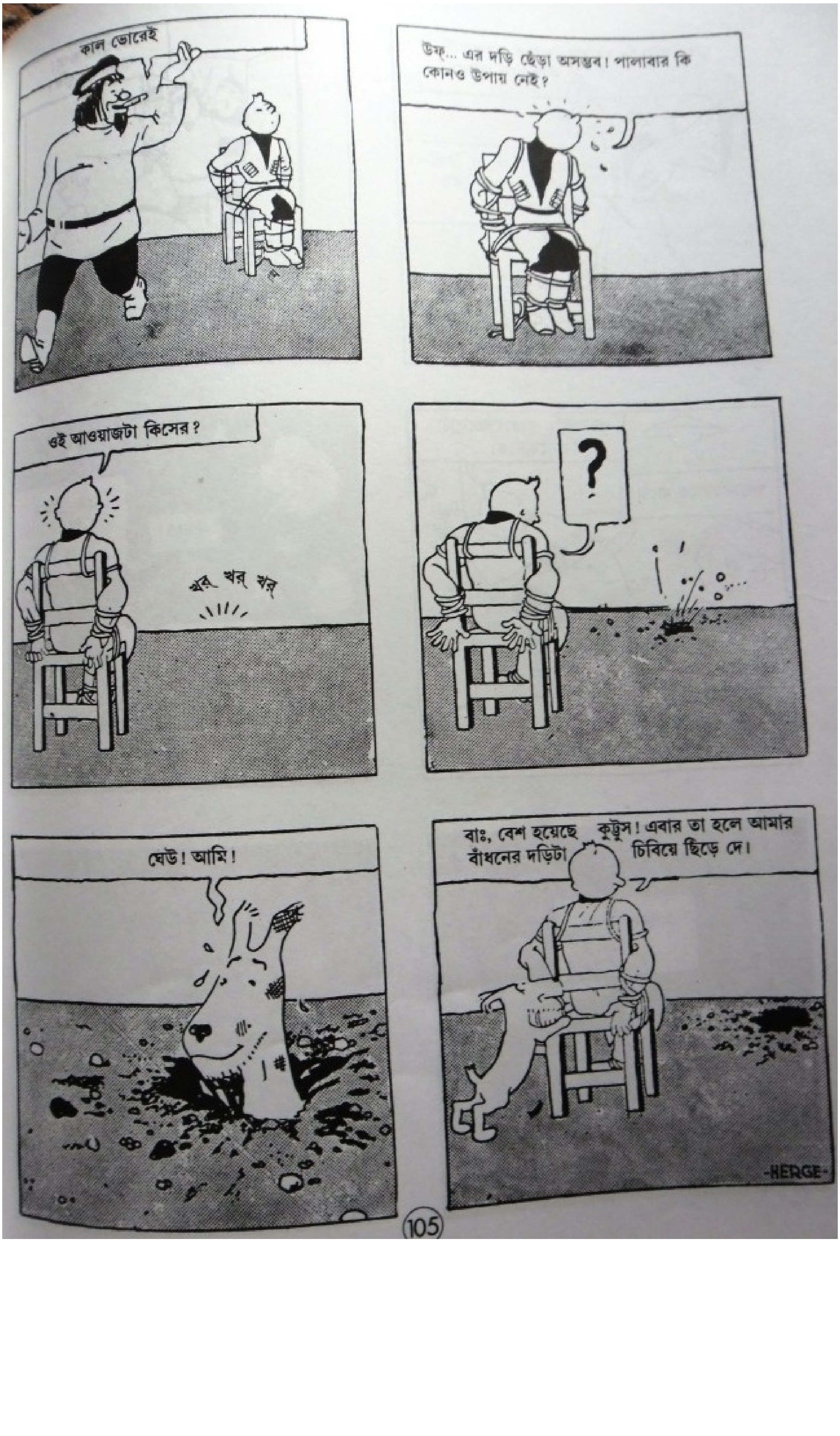
কাল ভোরেই
উফ্... এর দড়ি ছেঁড়া অসম্ভব! পালাবার কি কোনও উপায় নেই?
ওই আওয়াজটা কিসের?
খর খর খর
?
ঘেউ! আমি!
বাঃ, বেশ হয়েছে কুট্টুস! এবার তা হলে আমার বাঁধনের দড়িটা চিবিয়ে ছিঁড়ে দে।
-HERGE-

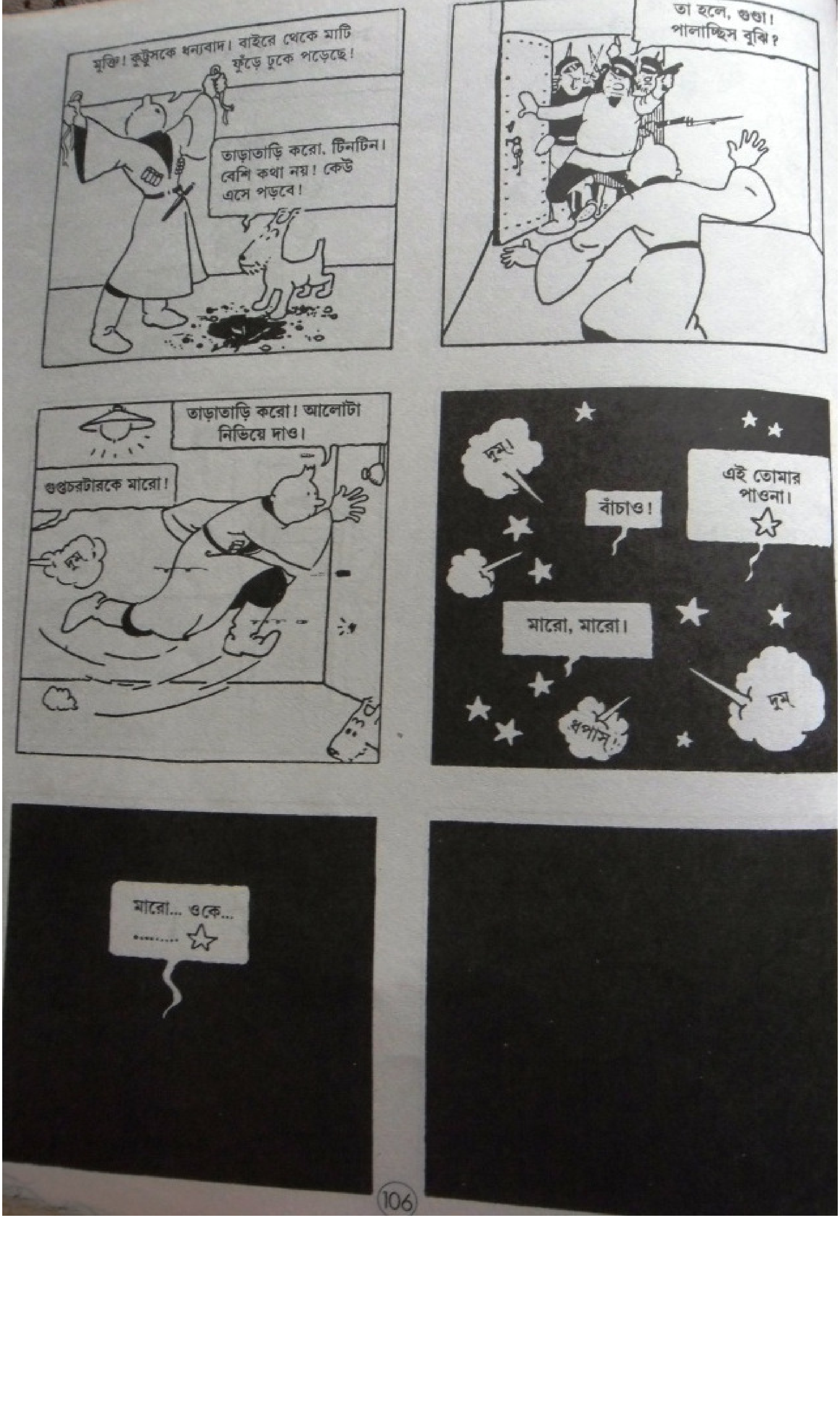
মুক্তি! কুট্টুসকে ধন্যবাদ। বাইরে থেকে মাটি ফুঁড়ে ঢুকে পড়েছে!
তাড়াতাড়ি করো, টিনটিন। বেশি কথা নয়! কেউ এসে পড়বে!
তা হলে, গুণ্ডা! পালাচ্ছিস বুঝি?
তাড়াতাড়ি করো! আলোটা নিভিয়ে দাও।
গুপ্তচরটারকে মারো!
দুম
দুম!
বাঁচাও!
এই তোমার পাওনা। ☆
মারো, মারো।
ধপাস!
দুম
মারো... ওকে... ........ ☆

অন্ধকারে নিজেরাই নিজেদের মারধোর করে পড়ে আছে।
এ ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকাতদের ডেরাটা খুঁজে বার করতে হবে।
এই বীভৎস দৃশ্য আমার আর সহ্য হয় না!
দরজার ওপাশে কী আছে কে জানে?
টিনটিন, চলো পালাই!
শস্য ভাণ্ডার
সোভিয়েত রফতানি প্রচার
ব্যাভিয়ের ভদকা
সোভিয়েত রফতানি প্রচার
টিনটিন, তোমার এই কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের মরতে হবে।
রাশিয়ানরা যখন না খেতে পেয়ে মরছে তখন সোভিয়েত স্বর্গরাজ্য সম্পদে ভরে আছে, এটা প্রমাণের জন্যে প্রচুর পরিমাণে গম বাইরে রফতানি করা হচ্ছে!
মনে হচ্ছে, আমরা খুবই বিপদে পড়ব!

?
!
আমি ওর চুরুটটা তুলে দিয়ে ওকে চটিয়ে দেব।
দ্যাখো, কোথায় ও দৌড়ে পালাচ্ছে! ওর কুকুরটা আমার জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ওর পিছু-পিছু ছুটেছে!
উঃ গেছি একেবারে
দড়াম
ডিনামাইটের ভাণ্ডার
সোভিয়েত প্রচার
বিপদ

ঠিক হয়েছে! খিলটা ঠিক দিয়ে দিয়েছি!
আমাকে চুরুট খেতে দেখলে টিনটিন ভীষণ চটে যাবে!
যাক। আপাতত বিপদ থেকে মুক্ত।
!
আমাকে দেখে অবাক হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!
ডিনামাইট
DYNAMIET
ডিনামাইট
ডিনামাইট
HEDDIET
পাউডার
পাউডার
আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না... আমরা উড়ে যাব
নলটা কিসের?
তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ... দরজাটা খুলছে না!
ফুস-স-স
ওঃ, কত আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে!
দুম!

ওঃ সব গেল! মারা গেলাম... অন্য যারা মারা গেছে তাদেরও আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।
ওঃ, উহু, বাঁচাও!
?
বাঁচাও! বাঁচাও! মরে যাওয়া ভাল! কী কষ্ট!
যাক, ভাগ্য ভাল!... শুধু ফিউজ তারটা জ্বলে গেছে!
CHEDDIET
DYNAMI
KR
KRU
RUIT
দেখছ তো! আগুন নিয়ে খেলা করা কী বিপজ্জনক! ফিউজটা তোমার মুখের ওপর জ্বলে গেছে!
উঃ হুঃ। আর কখনও করব না।
ডিনামাইট
শোনো, এখন আর কিছু করতে যেও না! আমাদের এখান থেকে বেরোতেই হবে!
হ্যাঁ, হ্যাঁ! চলো, বেরিয়ে যাই।
গলিতে কেউ নেই! সব ঠিক আছে!

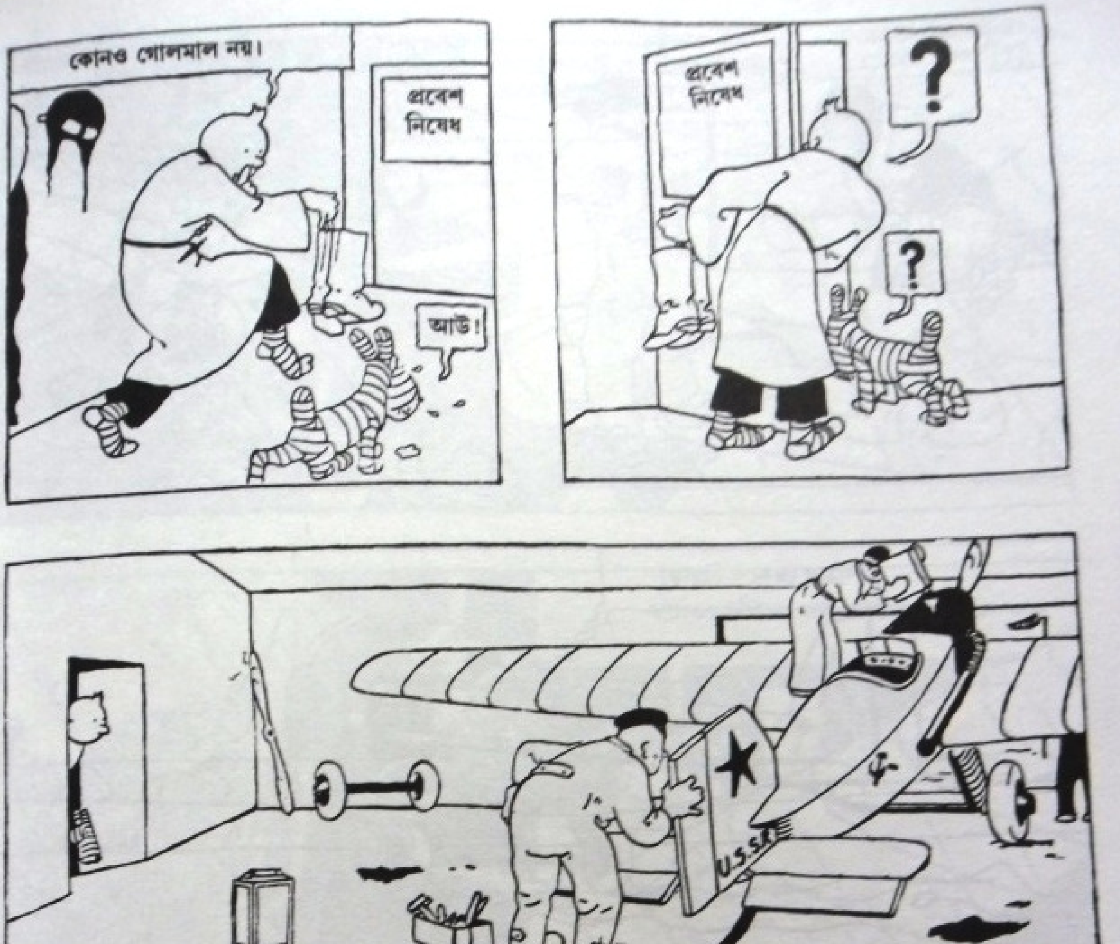
কোনও গোলমাল নয়।
প্রবেশ নিষেধ
আউ!
প্রবেশ নিষেধ
?
?
U.S.S.R
আমি পাইলটের ছদ্মবেশ নিচ্ছি।
এবার ও কী করছে?
এই দ্যাখো, এখন আমি তৈরি।
টিনটিন! সত্যিই তুমি এরোপ্লেনে যাচ্ছ নাকি!
HERGE

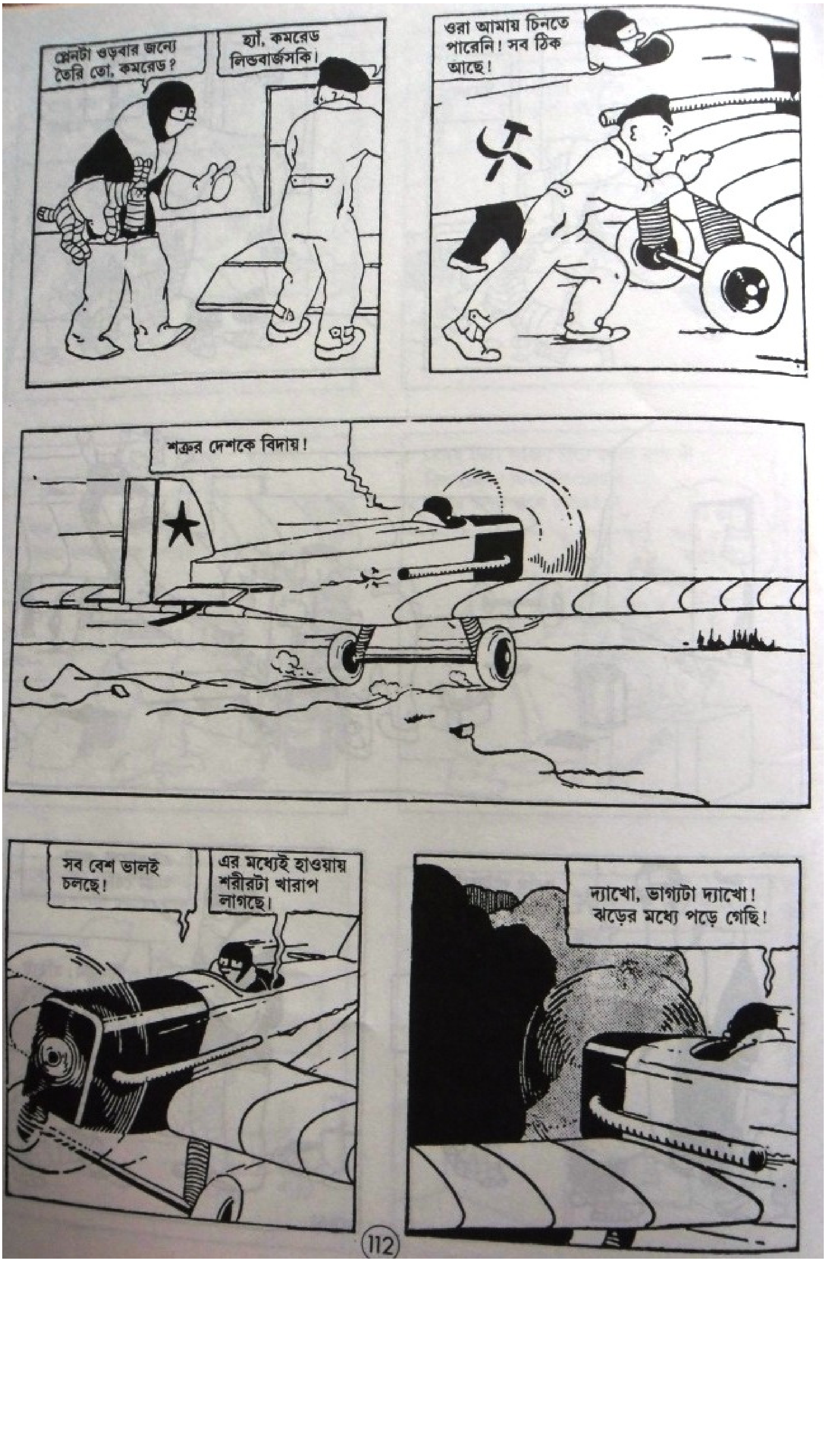
প্লেনটা ওড়বার জন্যে তৈরি তো, কমরেড?
হ্যাঁ, কমরেড লিন্ডবার্জসকি।
ওরা আমায় চিনতে পারেনি! সব ঠিক আছে!
শত্রুর দেশকে বিদায়!
সব বেশ ভালই চলছে!
এর মধ্যেই হাওয়ায় শরীরটা খারাপ লাগছে।
দ্যাখো, ভাগ্যটা দ্যাখো! ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছি!

আগেই বলেছি তোমাকে, টিনটিন, এরকম অবস্থায় পড়তে চাই না!
খুব খারাপ অবস্থা!
বাঁচাও! এঞ্জিনে বাজ পড়েছে!
?
বেশ বুঝতে পারি, আরও আস্তে-আস্তে তোমার নামা উচিত ছিল।...
HERGE

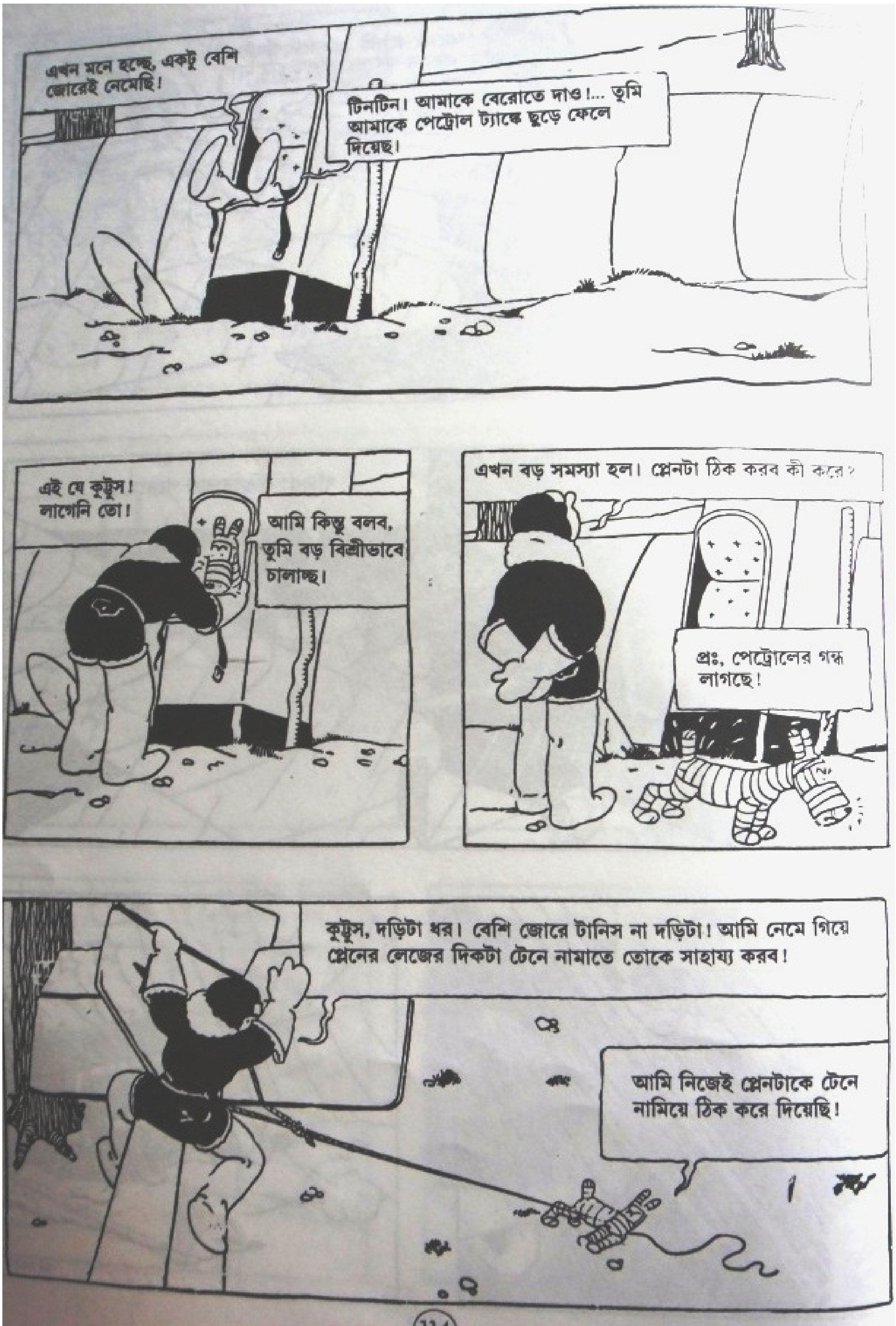
এখন মনে হচ্ছে, একটু বেশি জোরেই নেমেছি!
টিনটিন! আমাকে বেরোতে দাও!... তুমি আমাকে পেট্রোল ট্যাঙ্কে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ।
এই যে কুট্টুস! লাগেনি তো!
আমি কিন্তু বলব, তুমি বড় বিশ্রীভাবে চালাচ্ছ।
এখন বড় সমস্যা হল। প্লেনটা ঠিক করব কী করে?
প্রঃ, পেট্রোলের গন্ধ লাগছে!
কুট্টুস, দড়িটা ধর। বেশি জোরে টানিস না দড়িটা! আমি নেমে গিয়ে প্লেনের লেজের দিকটা টেনে নামাতে তোকে সাহায্য করব!
আমি নিজেই প্লেনটাকে টেনে নামিয়ে ঠিক করে দিয়েছি!

এই রে, সর্বনাশ করেছে
কুট্টুস, আমি তোকে অনেকবার বলেছি, আমার কথা শুনবি। যা বলব তার উলটোটা করবি না!
ঠিক আছে! টিনটিন!
মুশকিলে পড়লাম! সামনের পাখাটা তো নেই! কী করে এখান থেকে পালাব!
আমি কিন্তু বলব, সোভিয়েত প্লেনের পাখাগুলো বড্ড ঠুনকো।
আমি আর-একটা পাখা তৈরি করে দিচ্ছি!
?
তা হলে তো দেখছি, এখানে অনেকক্ষণ থাকতে হবে!
কাজটা শুরু করা যাক!
HERGÉ

একটা ছুরি দিয়ে গাছ কাটা চলে না, তবু
গ্‌র্‌র্‌র্‌ গ্‌র্‌র্‌র্‌
এই দ্যাখো, ধৈর্য থাকলে সবই সম্ভব!
টিনটিন, কাজটা কিন্তু দারুণ হয়েছে!
কাজের প্রশংসার চেয়ে কাজটা কিন্তু অনেক শক্ত।
?
কাঠ খোদাই করে লোকে যে কী আনন্দ পায় বুঝি না!
চাঁদের রুপোলি আলোয়...
কখন একটু ঘুমোতে দেবে বলো তো?
আরে... একটু পালিশ দরকার! তা হলেই হয়ে যাবে?
টিনটিন কখন যে এই পচা ব্যান্ডেজগুলো খুলে দেবে! একটু হাই পর্যন্ত তুলতে পারি না!

এই তো লাগানো হয়ে গেছে!
এবার প্লেনে চড়া যাক... তাড়াতাড়ি হল না!
এইবার চলতে শুরু করেছি।
?... কী হল?... প্লেনটা পিছু হটছে?
?
ও হো!... বুঝেছি... পাখা ব্লেডের স্ক্রুটা উলটো করে লাগিয়েছি!
ভাগ্যটাই খারাপ! অন্য একটা পাখা তৈরি করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই!
ব্যান্ডেজে জড়িয়ে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না!

দ্বিতীয় পাখাটা তৈরি করতে তো বেশি সময় লাগল না... একটু একটু অভ্যাস করলে ব্যাপারটা খুবই সোজা!
এর থেকে তুমি একটা জিনিস শিখবে যে, ভবিষ্যতে কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে ভাবতে হবে।
এইবার তা হলে চলতে শুরু করলাম!
ওহো! কী হল? তেলের কাঁটাটা যে বিপজ্জনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে।
বাঁচাও, পেট্রোল ট্যাঙ্কটা তো ফুটো হয়ে গেছে।
টিনটিন, সাবধান!
কোথায় চলেছ!
!
টিনটিন, আর কতক্ষণ বোকা বানাবে বলো তো। বুঝতে পারছ না বোকার মতো কাজটা করছ?

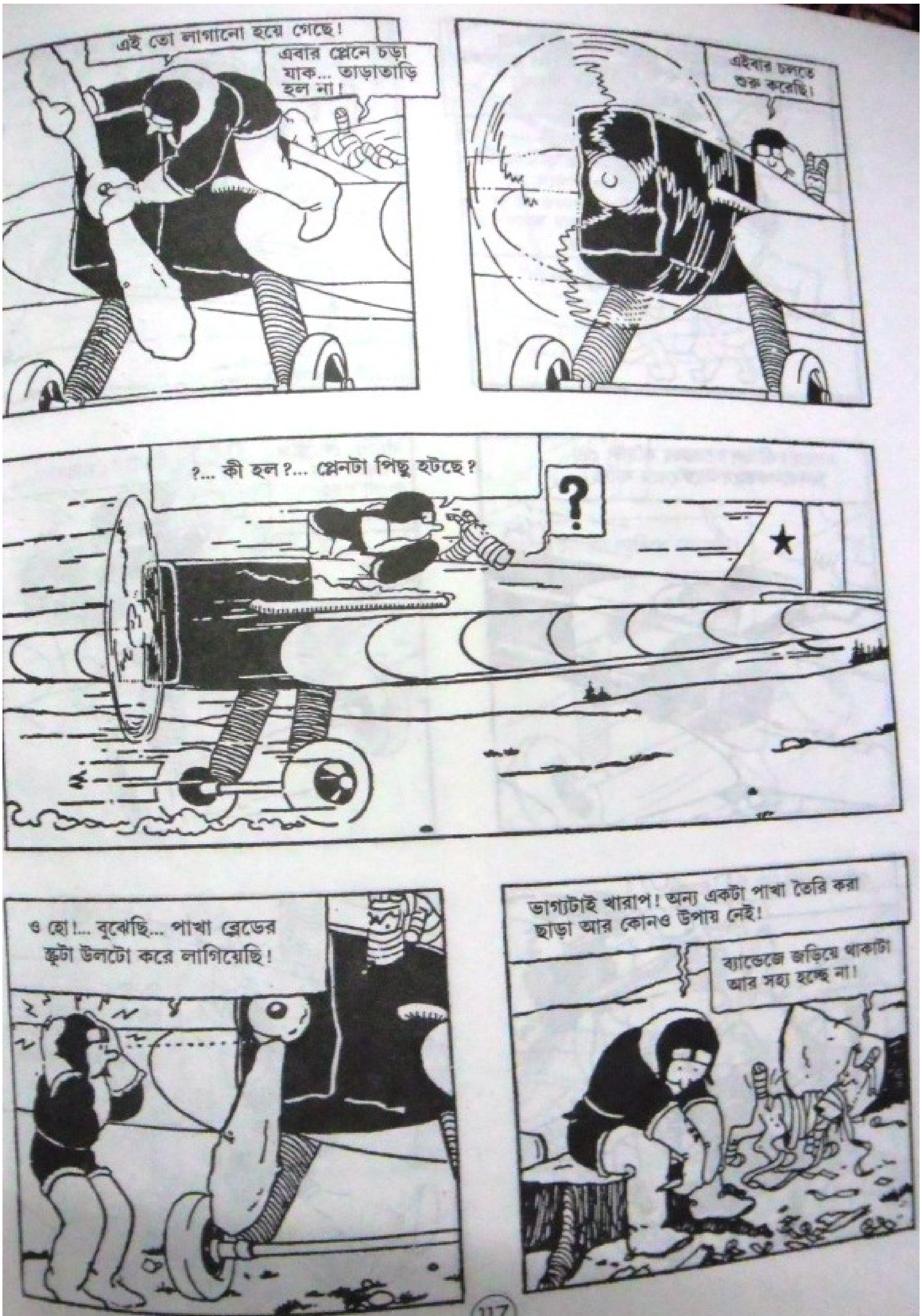
এই তো লাগানো হয়ে গেছে!
এবার প্লেনে চড়া যাক... তাড়াতাড়ি হল না!
এইবার চলতে শুরু করেছি।
?... কী হল?... প্লেনটা পিছু হটছে?
?
ও হো!... বুঝেছি... পাখা ব্লেডের স্ক্রুটা উলটো করে লাগিয়েছি!
ভাগ্যটাই খারাপ! অন্য একটা পাখা তৈরি করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই!
ব্যান্ডেজে জড়িয়ে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না!

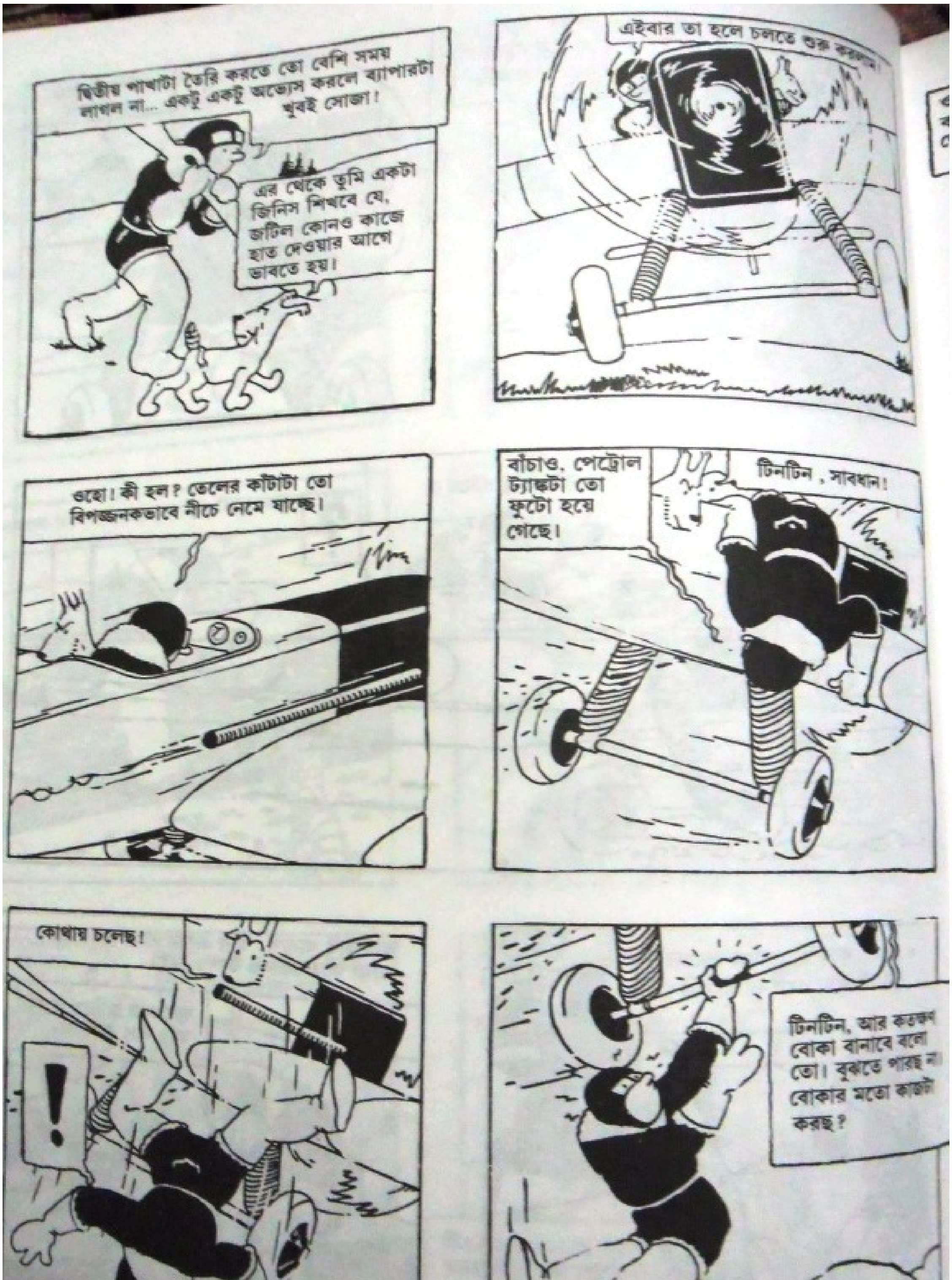
দ্বিতীয় পাখাটা তৈরি করতে তো বেশি সময় লাগল না... একটু একটু অভ্যেস করলে ব্যাপারটা খুবই সোজা!
এর থেকে তুমি একটা জিনিস শিখবে যে, জটিল কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে ভাবতে হয়।
এইবার তা হলে চলতে শুরু করলাম!
ওহো! কী হল? তেলের কাঁটাটা তো বিপজ্জনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে।
বাঁচাও, পেট্রোল ট্যাঙ্কটা তো ফুটো হয়ে গেছে।
টিনটিন, সাবধান!
কোথায় চলেছ!
!
টিনটিন, আর কতক্ষণ বোকা বানাবে বলো তো। বুঝতে পারছ না, বোকার মতো কাজটা করছ?

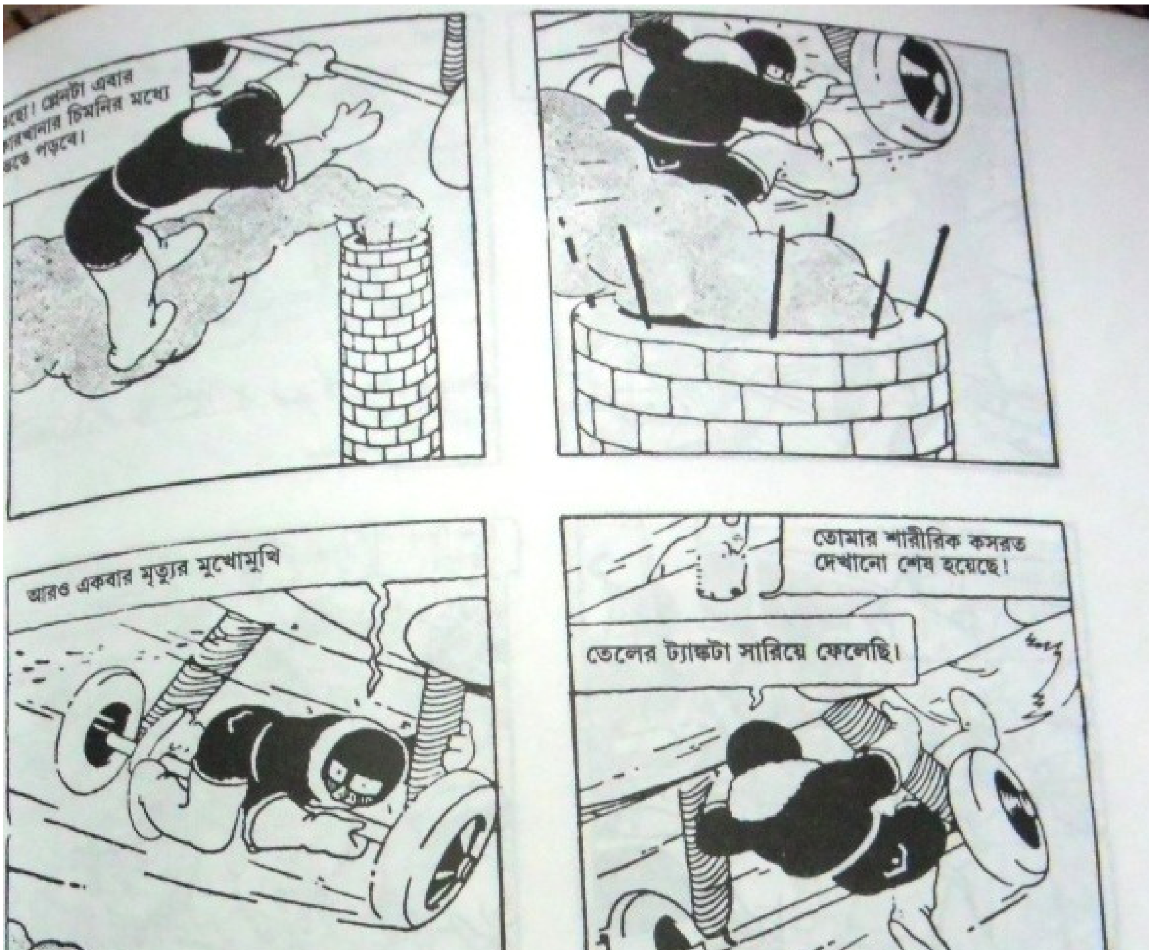

প্লেনটা এবার চিমনির মধ্যে পড়বে।
আরও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি
তোমার শারীরিক কসরত দেখানো শেষ হয়েছে!
তেলের ট্যাঙ্কটা সারিয়ে ফেলেছি।
এটা খুব খারাপ হচ্ছে টিনটিন। এই বয়সে ভাঁড়ামি করে বেড়ানো!
এই তো বেঁচে গেলাম!
আরে! ওই তো বিমানবন্দর...

না। ভুল নয়... ওই তো টেম্পল হলের বিমানবন্দর। বার্লিনের কাছে! তা হলে অনেক আগেই রাশিয়ান সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি!
আমরা নামতে শুরু করেছি... কিন্তু এত লোক কেন?
ওরা কী চায়?
কী ব্যাপার?
হিপ্ হিপ্ হুররে!
ওরা খুবই সজ্জন।
হিপ্ হিপ্ হুররে!
তোমাকে আমরা অভিবাদন জানাই... দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরু যাত্রাপথে তুমি মহান বীর। তুমি বার্লিনে কিছুক্ষণ নেমেছ বলে অভিনন্দন।
?
ওরা ভুল করেছে!
যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ! এখন দ্বিতীয় পর্বটি জয় করার পালা! শুভেচ্ছা জানাই।
বাঃ ভাল!

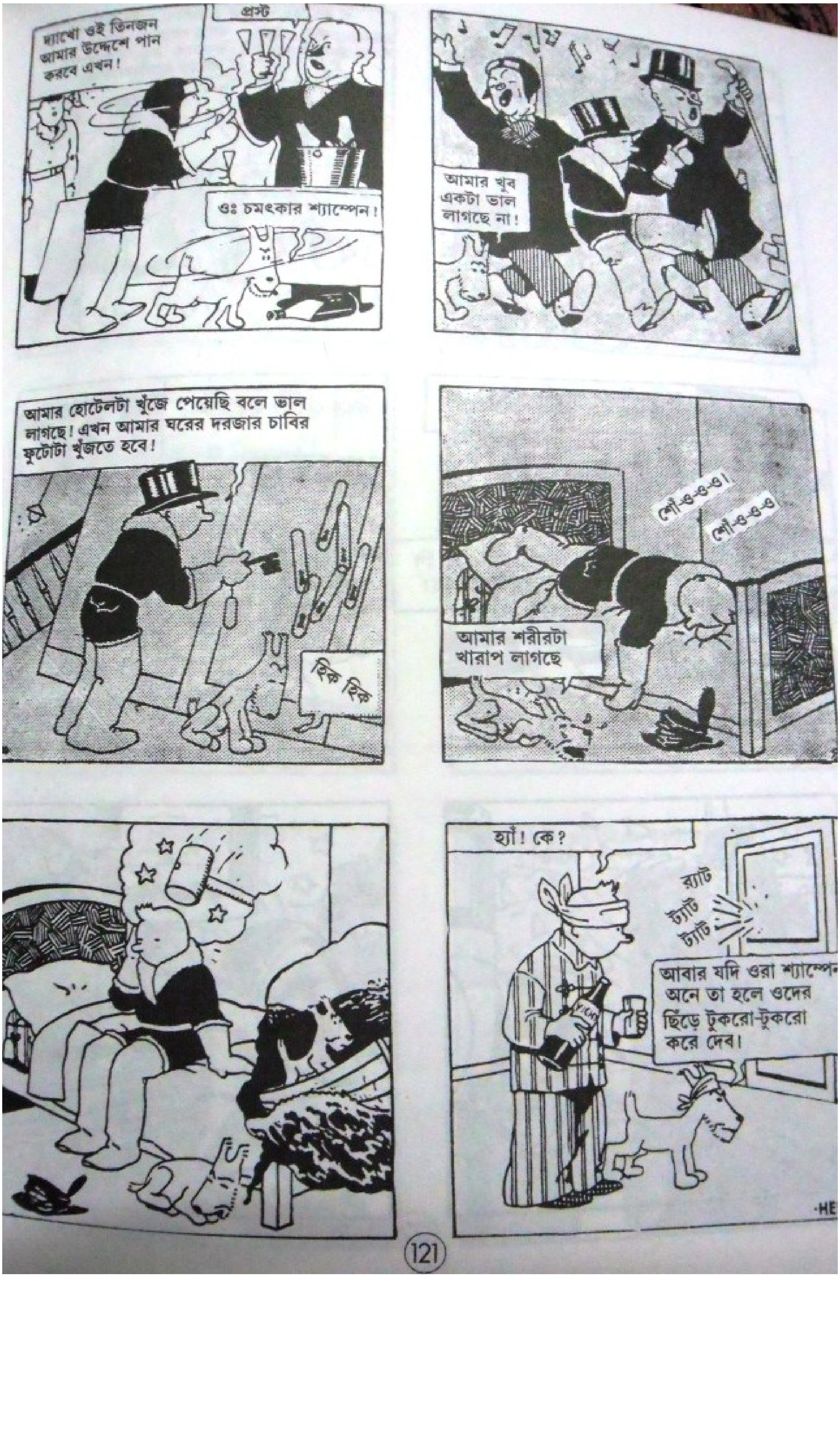

দ্যাখো ওই তিনজন আমার উদ্দেশে পান করবে এখন!
প্রস্ট
ওঃ চমৎকার শ্যাম্পেন!
আমার খুব একটা ভাল লাগছে না!
আমার হোটেলটা খুঁজে পেয়েছি বলে ভাল লাগছে! এখন আমার ঘরের দরজার চাবির ফুটোটা খুঁজতে হবে!
হিক হিক
শোঁ-ও-ও-ও!
শোঁ-ও-ও-ও
আমার শরীরটা খারাপ লাগছে
হ্যাঁ! কে?
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
আবার যদি ওরা শ্যাম্পেন অনে তা হলে ওদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেব।

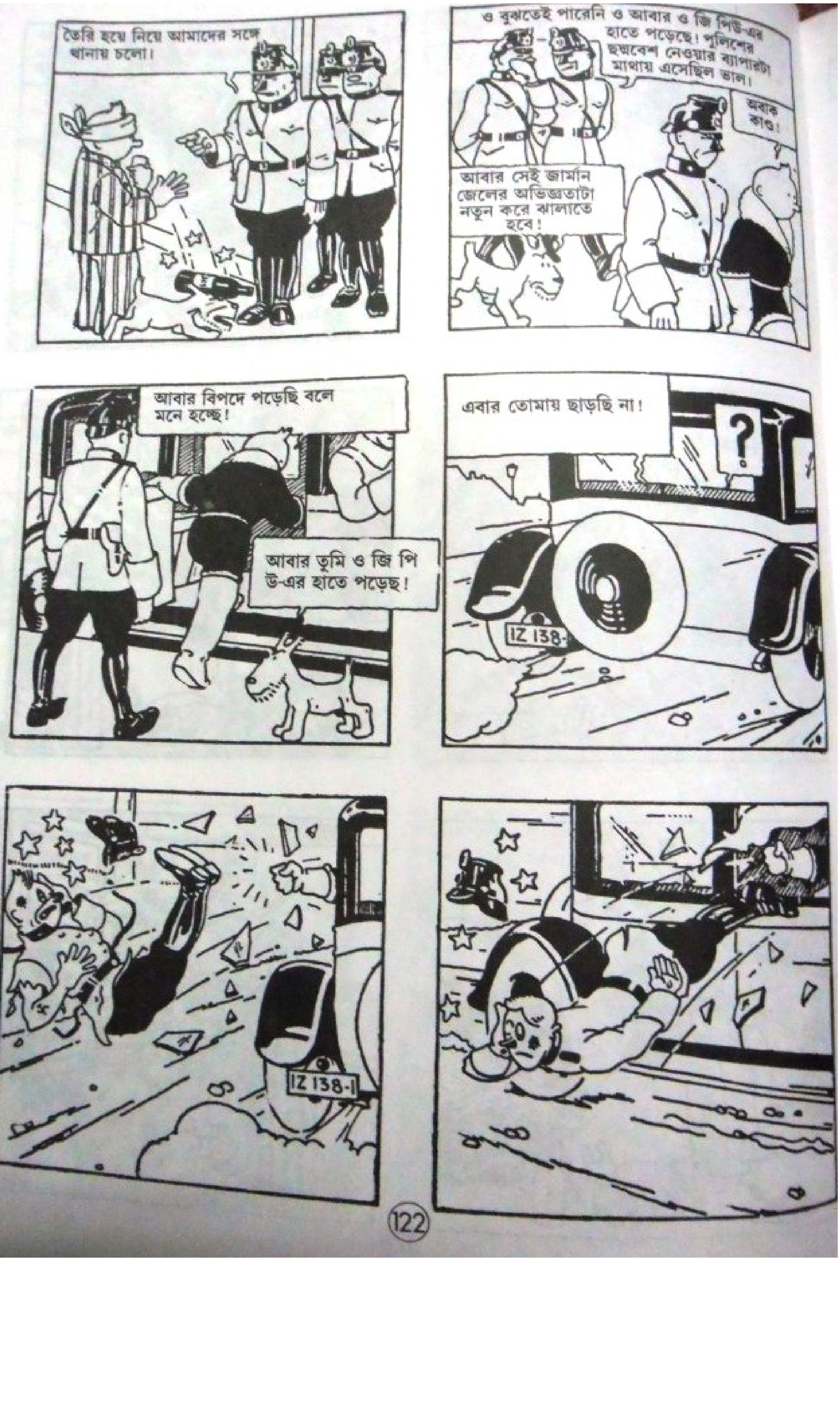
তৈরি হয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গে থানায় চলো।
ও বুঝতেই পারেনি ও আবার ও জি পিউ-এর হাতে পড়েছে! পুলিশের ছদ্মবেশ নেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল ভাল।
অবাক কাণ্ড!
আবার সেই জার্মান জেলের অভিজ্ঞতাটা নতুন করে ঝালাতে হবে!
আবার বিপদে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে!
আবার তুমি ও জি পি উ-এর হাতে পড়েছ!
এবার তোমায় ছাড়ছি না!
?
IZ 138-
IZ 138-1

এতক্ষণে আমরা একা!
ওঃ হো, ভেবেছিলে আমাকে বাগে পেয়েছ
?
উফ্!
টিনটিন, তুমি কি সরে গেছ! হ্যাঁ না কিছু একটা বলো, উত্তর দাও।
?
ও, ভ্লাদিমির? বস্তুটা কোথা থেকে পেলে?

সব ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়!
ওকে নীচে নিয়ে যাও। বেঁধে রাখো। একটু চাঙ্গা করে রাখো যাতে জেরা করতে পারি!
ওরা ওকে নিয়ে কী করছে?
যদি তুমি ও জি পি ইউ-তে যোগ দিতে রাজি থাকো তোমাকে আমরা একশো হাজার রুব্‌ল দেব। নইলে— মৃত্যু! রাজি আছ?
না!
না!
তোমাকে তিন মিনিট ভাববার সময় দিচ্ছি! তারপরে তোমায় গুলি করব!
এবার আমি মরেছি!
টিনটিনকে বাঁচাবার জন্য একটা উপায় বের করতেই হবে!
একটা ফন্দি মাথায় এসেছে!

আর কুড়ি সেকেন্ড। এর পর সাংবাদিক টিনটিন সম্পর্কে আর কেউ কিছু শুনতে পাবে না।
গর্‌-র্‌-র্‌
আর দশ সেকেন্ড আছে... নয়...??
?
কী ওটা? বাঘ?
বাঁচাও! বাঁচাও! বাঘ!
চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই বাঘটা। এখন তো আমাকে খেতে আসছে। ওই অজ্ঞান বলশেভিকটার ওপর ওর ঝোঁক নেই নিশ্চয়ই।

এই কুট্টুসের ভয়ঙ্কর ছদ্মবেশ ধরবার ক্ষমতা ওই গুণ্ডাগুলোর কারওই নেই! ভাগ্য ভাল, ওই পুরনো তাক থেকে এই ছদ্মবেশটা পেয়ে গেছি! ওরা তো ভয়েই মরে যাবে।
ওরে বাবা!! সত্যিকারের বাঘ!
?
বাঁচাও! এ তো আমাকে খেতে আসছে!
ও হো-হো-হো!

ও হো-হো-হো!
তুমি ঠিক জানো? বাঘটা চলে গেছে?
হ্যাঁ, অবশ্যই চলে গেছে। কোনও ফাঁক জায়গায় পালিয়েছে! হঠাৎ ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছে বোধ হয়!
হালুম!
হালুম!
মনে হচ্ছে আমি সত্যিই একটা বাঘ হয়ে গেছি! আমি যে কত হিংস্র হয়ে পড়েছি তা আর বলবার নয়!
HERGE

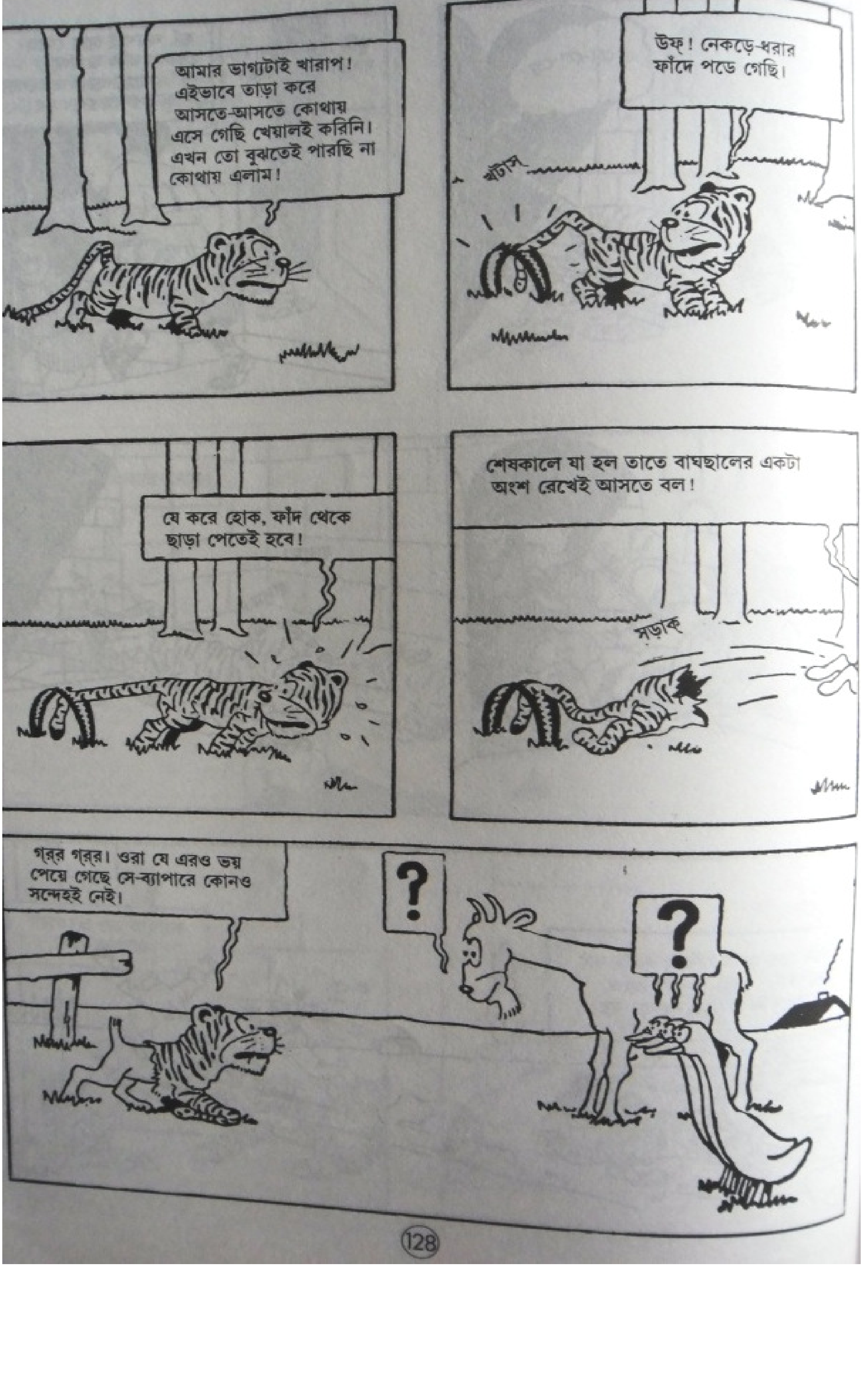
আমার ভাগ্যটাই খারাপ! এইভাবে তাড়া করে আসতে-আসতে কোথায় এসে গেছি খেয়ালই করিনি। এখন তো বুঝতেই পারছি না কোথায় এলাম!
উফ্! নেকড়ে-ধরার ফাঁদে পড়ে গেছি।
খটাস্
যে করে হোক, ফাঁদ থেকে ছাড়া পেতেই হবে!
শেষকালে যা হল তাতে বাঘছালের একটা অংশ রেখেই আসতে বল!
সড়াক্
গর্‌র্ গর্‌র্। ওরা যে এরও ভয় পেয়ে গেছে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।
?
?

?
আমি তো বুঝতেই পারছি না! আমি বাঘের ছদ্মবেশে থাকলেও ওরা তো একটুও ঘাবড়ায়নি!
HERGE

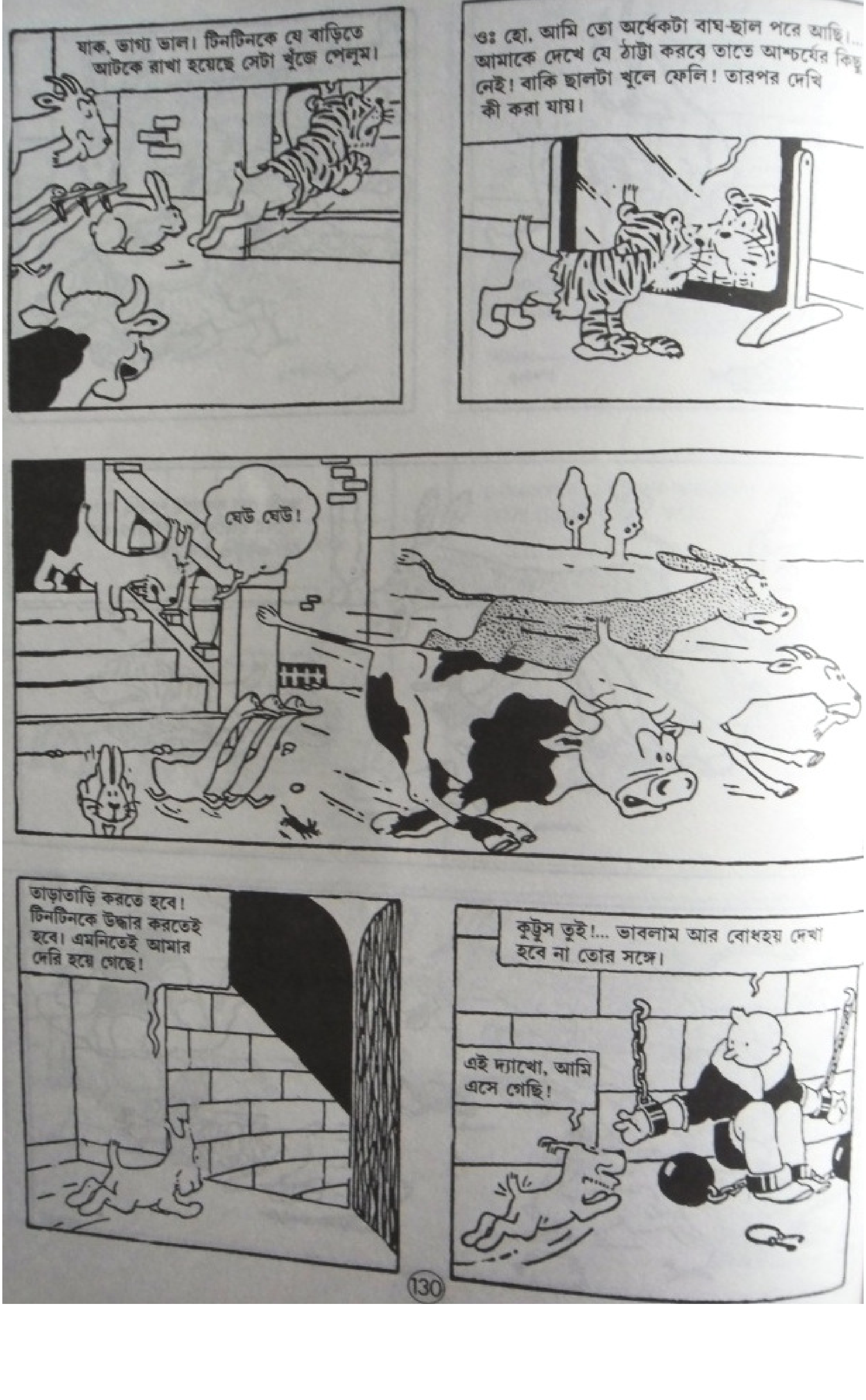

যাক, ভাগ্য ভাল। টিনটিনকে যে বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে সেটা খুঁজে পেলুম।
ওঃ হো, আমি তো অর্ধেকটা বাঘ-ছাল পরে আছি।... আমাকে দেখে যে ঠাট্টা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই! বাকি ছালটা খুলে ফেলি! তারপর দেখি কী করা যায়।
ঘেউ ঘেউ!
তাড়াতাড়ি করতে হবে! টিনটিনকে উদ্ধার করতেই হবে। এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে!
কুট্টুস তুই!... ভাবলাম আর বোধহয় দেখা হবে না তোর সঙ্গে।
এই দ্যাখো, আমি এসে গেছি!

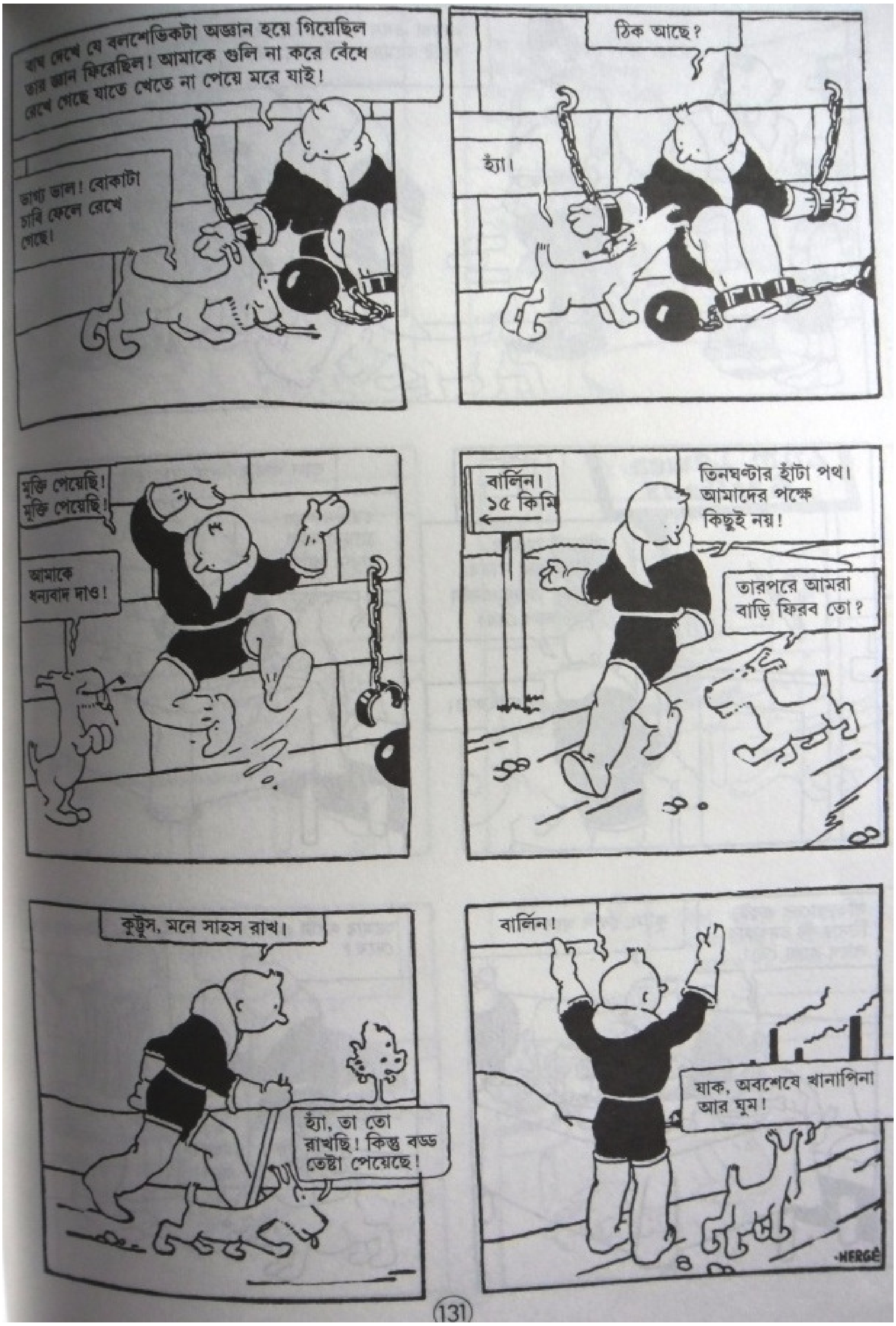
দেখে যে বলশেভিকটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তার জ্ঞান ফিরেছিল! আমাকে গুলি না করে বেঁধে রেখে গেছে যাতে খেতে না পেয়ে মরে যাই!
ভাগ্য ভাল! বোকাটা চাবি ফেলে রেখে গেছে!
ঠিক আছে?
হ্যাঁ।
মুক্তি পেয়েছি! মুক্তি পেয়েছি!
আমাকে ধন্যবাদ দাও!
বার্লিন। ১৫ কিমি
তিনঘণ্টার হাঁটা পথ। আমাদের পক্ষে কিছুই নয়!
তারপরে আমরা বাড়ি ফিরব তো?
কুট্টুস, মনে সাহস রাখ।
হ্যাঁ, তা তো রাখছি! কিন্তু বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!
বার্লিন!
যাক, অবশেষে খানাপিনা আর ঘুম!
HERGÉ

আমরা এখন বার্লিনে এসে গেছি।... কি সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে কেন?
Zum Löwen Gasthaus
এখানেই আমরা খাওয়াদাওয়া সারব! রাত্তিরের জন্যে একটা ঘরও নেব।
চমৎকার।
ভাল খাবার নিয়ে এসো ভাই...
এতদিন পরে আমরা ভাল খাবার পাচ্ছি!
সত্যিকারের একটা ডিনার কী চমৎকার লাগে বলো তো!
কুট্টুস, বেশি খাস না...
আমার ঘরটা দেখিয়ে দেবে?
নিশ্চয়ই সার।
আঃ ডিনারটা বড় চমৎকার ছিল।

ই আপনার ঘর...
ভাল। বেশ চমৎকার...
এখন ঘুমটা ভাল হবে!
এরা যখন পেছন ফিরে আছে এই ফাঁকে এই বিশেষ ওষুধটার কয়েকটা ফোঁটা মিশিয়ে দিই।
?
ও দেখতে পায়নি!
ফুলগুলোর ওপর কী ঢালছিল? কী একটা মজার গন্ধ!
কী, কুট্টুস, কী ব্যাপার!
?
কুট্টুস!! কুট্টুস!! কুট্টুস!!!
কিন্তু.. আমার যেন কী একটা হচ্ছে? আমার... আমার ঘুম পাচ্ছে।...

বাতাস!... একটু বাতাস দরকার! আমি যদি জানলার কাছে যেতে না পারি তো গেলাম!
ওঃ এতক্ষণে, একটু নিশ্বাস নিতে পারছি।... ওটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ। কেউ হয়তো আমাদের অজ্ঞান করে দিতে চাইছে, কিন্তু, সে কে?
আরে!... ওই গোলমালটা কিসের? দরজার হাতলটা ঘুরছে... কেউ ঢুকছে... তাড়াতাড়ি অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে থাকি!
কড় কড় কড়াত
হাঃ হাঃ। ক্লোরোফর্মটা ভাল জাতের... একেবারেই ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। যাই হোক, মস্কোর লোকজন খুশি হবে!
অনেক ফাঁদ থেকে পালিয়ে এসেছ, টিনটিন। কিন্তু আমি বশত্রিঙ্গোভিচ, আমার সঙ্গে কেউ পার পায়নি! কখনও না।

আহা! তুমি ভেবেছিলে আমাকে বাগে পেয়েছ! এবার এসো, বশত্রিঙ্গোভিচ, এক হাত লড়ে নিই।
এখন, বন্ধু, ভেবো না, টিনটিনের কাছ থেকে সহজে পার পাবে! ওজিপিউ-তে তুমি কাজ করো? করো না?
হ্যাঁ।
ওহো, ওয়েস্ট কোটের বাইরে লাগানো ওই চিঠিটাতে কী লেখা আছে?।
ওটা অবশ্যই একটা দরকারি দলিল। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না... সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা।
আমায় তো এখনই পুলিশকে সতর্ক করে দিতে হবে!
অফিসার মশাই, শিগ্‌গির আসুন! একটা মারাত্মক অপরাধীকে বন্দি করেছি।
HERGE

মনে হচ্ছে, ও ওজিপিউ-এর এজেন্ট!
লোকটা কোথায়?
এই লোকটা... আর এই হল কুট্টুস... কুট্টুসকে ও ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেছিল!
আশা করছি, কুট্টুসের জ্ঞান ফিরে আসবে!...
আমরা এখন ওকে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখছি। আর দেখি, দলিলে কী লেখা আছে?
ওহো... দলিল থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটা বলশেভিক, ইউরোপের সব দেশের বড়-বড় রাজধানী উড়িয়ে দেবে ডিনামাইট দিয়ে—এই ওর উদ্দেশ্য!
কুট্টুস, এখন আগের চেয়ে একটু ভাল লাগছে?
আমি কোথায়?
তুমি গোটা ইউরোপকে বাঁচিয়ে দিয়েছ! আর এই ডাকাতটাকে ধরবার জন্যে ২০০০ মার্ক পুরস্কার তোমাকে দেওয়া হল
দেখুন, আমরা কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি!

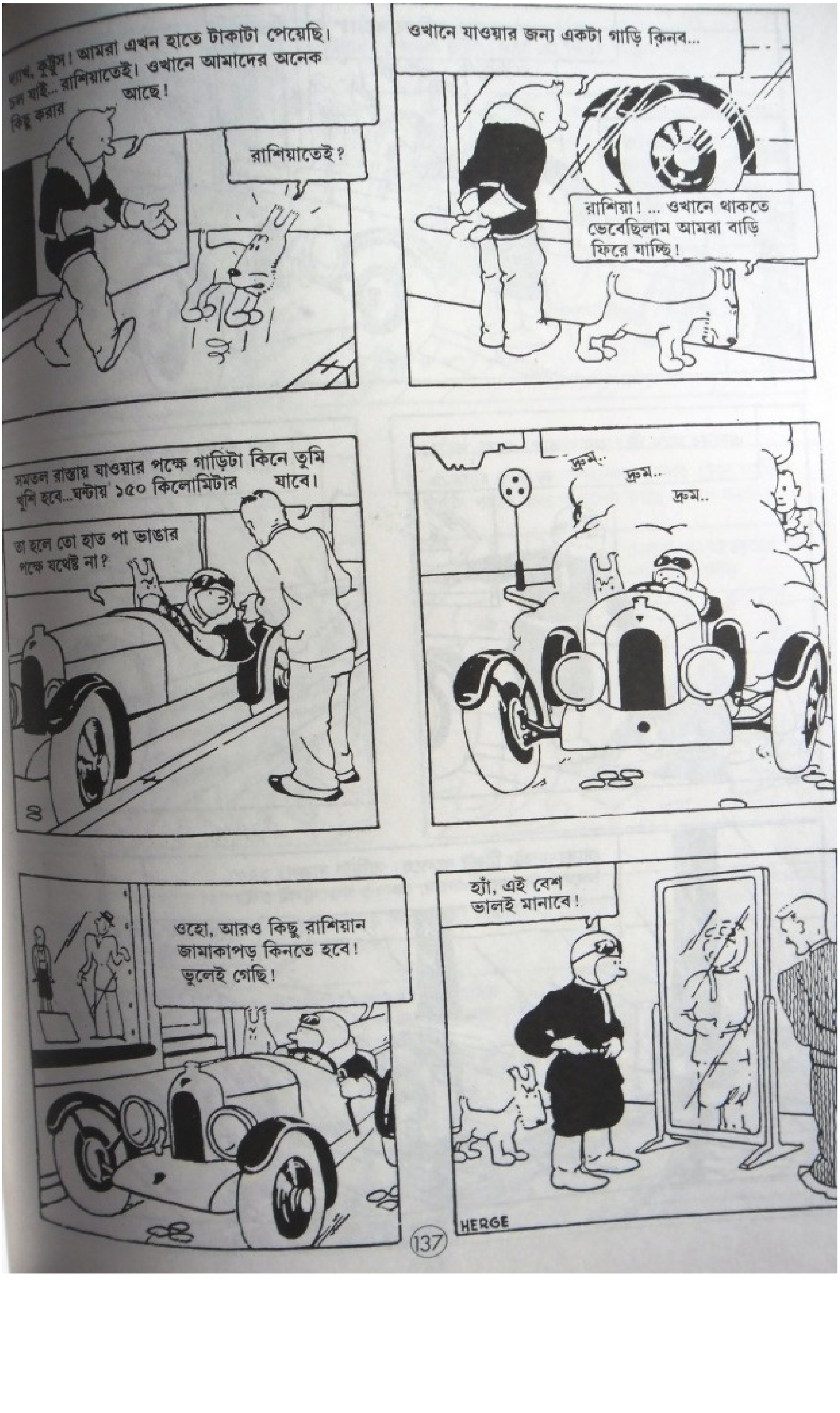
কুট্টুস! আমরা এখন হাতে টাকাটা পেয়েছি। চল যাই... রাশিয়াতেই। ওখানে আমাদের অনেক কিছু করার আছে!
রাশিয়াতেই?
ওখানে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি কিনব...
রাশিয়া! ... ওখানে থাকতে ভেবেছিলাম আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি!
সমতল রাস্তায় যাওয়ার পক্ষে গাড়িটা কিনে তুমি খুশি হবে...ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার যাবে।
তা হলে তো হাত পা ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট না?
দ্রুম..
দ্রুম..
দ্রুম..
ওহো, আরও কিছু রাশিয়ান জামাকাপড় কিনতে হবে! ভুলেই গেছি!
হ্যাঁ, এই বেশ ভালই মানাবে!
HERGE

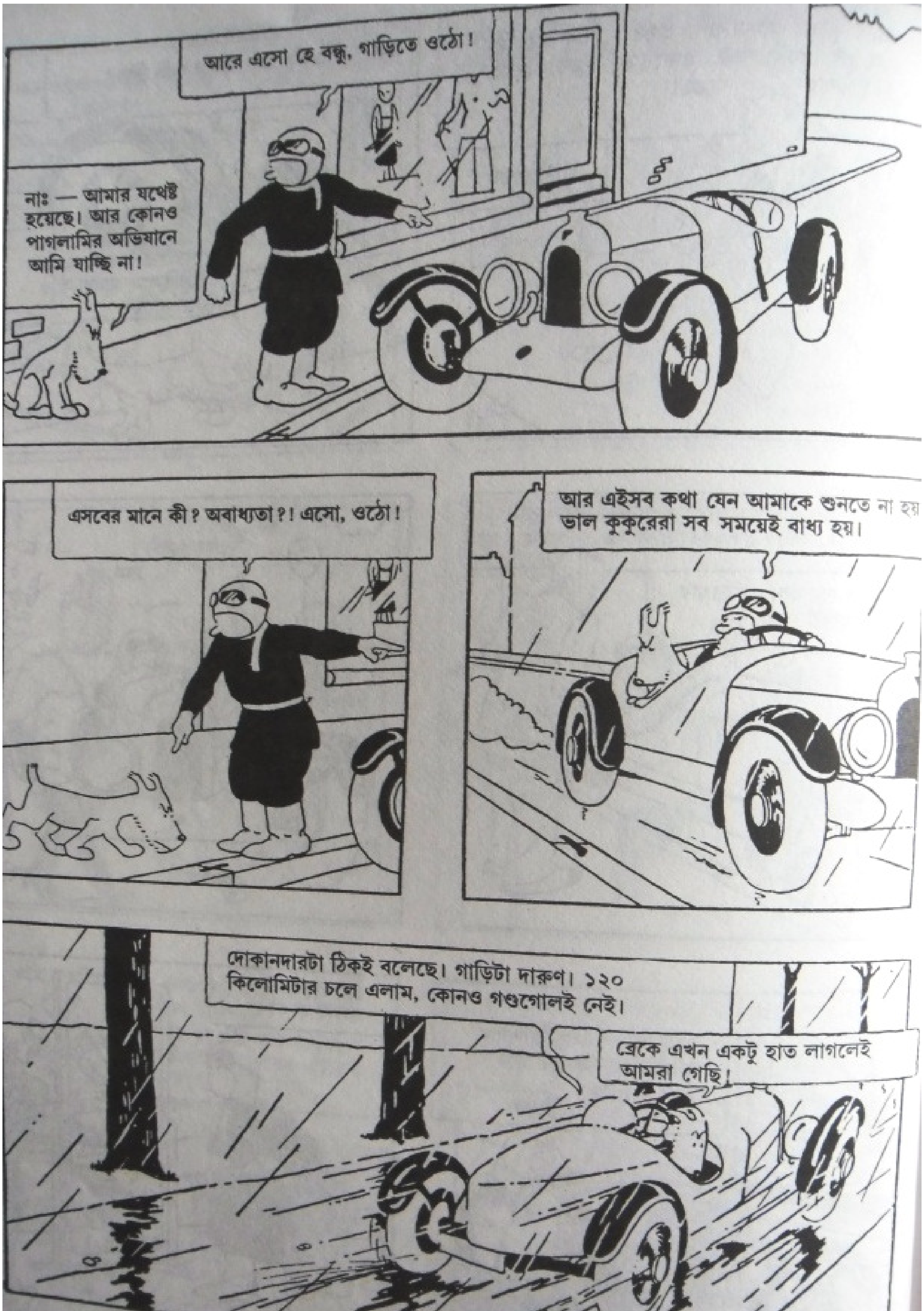
আরে এসো হে বন্ধু, গাড়িতে ওঠো!
নাঃ — আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর কোনও পাগলামির অভিযানে আমি যাচ্ছি না!
এসবের মানে কী? অবাধ্যতা?! এসো, ওঠো!
আর এইসব কথা যেন আমাকে শুনতে না হয় ভাল কুকুরেরা সব সময়েই বাধ্য হয়।
দোকানদারটা ঠিকই বলেছে। গাড়িটা দারুণ। ১২০ কিলোমিটার চলে এলাম, কোনও গণ্ডগোলই নেই।
ব্রেকে এখন একটু হাত লাগলেই আমরা গেছি!

বাঁচাও! লেভেল ক্রসিং! আর এই পিছল রাস্তায় আমার ব্রেক তো ধরবেই না!
আগেই বলেছিলাম।
এইভাবে কেউ চলাফেরা করে! চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ঢুকে পড়ার জন্য পুলিশের কাছে নালিশ করছি!
কোরো না! ভাঙচুরের জন্য ক্ষতিপূরণ দেব।
HERGE
আর বোধ হয় ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল! আমরা বাড়ি ফিরে যাই! বিশ্রাম নিয়ে তারপর নতুন কোনও অভিযানে বেরনো যাবে!
বিপদ-কে বিদায়! আমাদের দুঃসাহসিক দিনগুলো কেটে গেছে। ভালয় ভালয় কেটেছে বলে সবাইকে ধন্যবাদ।

জানি না স্টেশনে কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে কি না!
ফেরার আগে দু'দিন ঘুমিয়ে তো নিই...
হু র্ র্‌ রে! ওই তো বেলজিয়ামের সীমান্ত এসে গেল
বেলজিয়ামে ফিরে আসতে কী ভালই লাগছে, না রে কুট্টুস!... ট্রা... লা লা লা...
টিনটিন... এটা কিন্তু খুব একটা ভদ্র ব্যাপার হচ্ছে না।
তা হলে একটু সেজেগুজে নিই! ব্রাসেল্‌সে পৌঁছনোর আগে একটু ফিটফাট হয়ে নিতে হবে।
কিসের! ... একটুও লজ্জা হচ্ছে না!
একটু পালিশ করে নিই...
টিনটিন ভাবছে ও শুধু একাই চুল আঁচড়ে নিচ্ছে!
টিনটিনকে দ্যাখো! একেবারে নিজেকে নিয়েই আছে! ভাবছে ও একাই শহরে ফিটফাট হয়ে নামবে।

কুট্টুস! কুট্টুস! আমরা লিজ্ শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছি!
প্রদর্শনী জাতীয় কিছু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে!
ইতিমধ্যে ব্রাসেলস্ এসে গেল...
নর্থ স্টেশন
আরে ওই তো টার্লমত্।
টার্লমত্ থেকে চিনির খণ্ডগুলো আসে! আসে না?
ওরে বাবা! দ্যাখো। নুভ্যাঁ-র কাছাকাছি এসে গেলাম।
আমি এখন নড়ছি না, ভয় হচ্ছে পাছে নিজেকে নোংরা করে ফেলি!
টিনটিন, কুট্টুস দীর্ঘজীবী হোক।
LE PETIT VINGTIÈME